শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ১

ভূমিকা

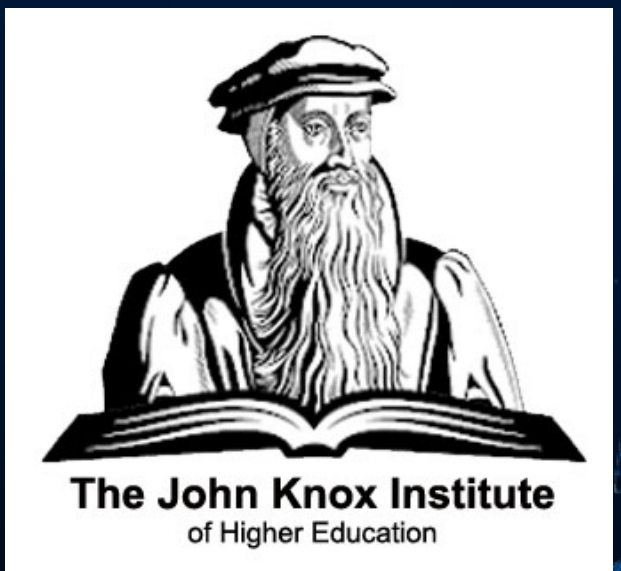

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। **ভূমিকা**

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ১

ভূমিকা

আমরা এখন শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্বের বক্তৃতায় আমাদের চূড়ান্ত বিভাগে এসেছি। এটি Eschatology (এস্ক্যাটোলজি) উপর দশটি বক্তৃতা হবে। Eschatology হল শেষকালীন বিষয়ের শিক্ষা। এটি ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে এবং শাস্ত্রের শিক্ষার ভিত্তিতে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা নির্ধারণ করে। কিছু লোক তাদের কল্পনাকে তাদের চমৎকার জল্পনা–কল্পনার দিকে নিয়ে যেতে দেয়। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্ব সর্বদা সুষম এবং সংযত এবং সেইসঙ্গে ঈশ্বর যা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করার সময়, আমাদের অবশ্যই কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ এটি ব্যাখ্যা করা অতি কঠিন। যখন খ্রীষ্ট প্রথমবার এসেছিলেন, তখন তিনি প্রায় সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন। যদিও ইহুদিদের কাছে পুরাতন নিয়মের বিস্ময়কর এবং বিশদ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, আর তাদের নিজেদের মনের মধ্যে একটি পরিষ্কার ধারণা ছিল যে কী ঘটবে, তা তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী পরিণত হয়নি। একজন লেখকের মতে, যখন খ্রীষ্ট প্রথমবার এসেছিলেন, তখন তারা সবাই ভুল করেছিল। খ্রীষ্ট দ্বিতীয়বার ফিরে আসার সময় একই বিষয় ঘটবে। এমনকি শিক্ষাতত্ত্বের সেরা কাজগুলিও কিছুটা ভুল বলে মনে করা হবে।

Eschatology–কে দুটি উপায়ে দেখতে হবে, প্রথমত, সাধারণ এস্ক্যাটোলজি রয়েছে, যা মণ্ডলীর ভবিষ্যত এবং বিশ্বের এবং সাধারণভাবে মানবজাতির কথা বিবেচনা করে। এটি খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের আগে ঘটবে এমন ঘটনাগুলি বর্ণনা করে এবং তারপরে বিশ্বের শেষ, বিচার এবং চিরন্তন অবস্থা। কিন্তু স্বতন্ত্র এস্ক্যাটোলজিও রয়েছে, যা ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যতের দিকে নজর দেয়। এর মধ্যে একজন ব্যক্তির মৃত্যু, মৃত্যুর পরে কী ঘটে, মধ্যবর্তী অবস্থা, পুনরুত্থান, চূড়ান্ত বিচার, স্বর্গ ও নরক জড়িত।

শুরু করার জন্য, আমরা কিছু বর্তমান মতামত বিবেচনা করব। চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) দ্বারা বিবর্তনবাদের শিক্ষা এবং এটি বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে, মিডিয়াতে এবং সাধারণভাবে জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্যতা, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে অনেকাংশে হ্রাস করেছে। পাশ্চাত্য সমাজে মহাবিশ্ব এবং মানুষের উৎপত্তির প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাকে বাস্তব হিসেবে ধরা হয়। তথাকথিত "বিগ ব্যাং" কে মানুষের সমস্ত প্রশ্নের মূল উত্তর হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু কেউই আমাদের বলে না যে বিগ ব্যাং কী কারণে হয়েছিল এবং কীভাবে যেখানে কোনো কিছুর নেই সেখানে কিছুর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। মানুষ খুব বেশি প্রশ্ন না করে খুশি। ফলে আমাদের পৃথিবী আজ অনেক ধর্মনিরপেক্ষ। আর এই কারণে, এটা অনেকের দ্বারা অনুভূত হয়েছে যে আমাদের আর ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই। তাদের জন্য, কোন স্রষ্টা নেই এবং কোন বিচারক নেই। মানুষ কোথাও থেকে এসেছে এবং কোথাও যাচ্ছে। এই কারণে সমাজে ঈশ্বরের ভয় কম। অনেক লোক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের একটি রূপ ধরে রাখে–মানুষের কোনো আত্মা নেই এবং মৃত্যুই শেষ; জীবন একটা মোমবাতির মত শেষ হয়ে যায় যেটা নিভে যায়। একইভাবে তারা যুক্তি দেয় যে আমরা বিশ্বের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারি না এটি সবই সুযোগের উপর নির্ভর করে। হয়তো পৃথিবী কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে চলবে, অথবা হয়তো এটি একটি পারমাণবিক হত্যাকাণ্ডের মধ্যে শেষ হবে, অথবা বিকল্পভাবে, দূষণ পৃথিবীতে জীবনকে অসম্ভব করে তুলবে। আজকে অনেকেই আছেন যারা ভয় পান যে মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে। যাইহোক, বাইবেল শিক্ষা দেয় এবং সমস্ত খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন সংরক্ষণের ঈশ্বর যিনি এটি সংরক্ষণ করেন এবং বিশ্বের দেখাশোনা করেন। তিনি একদিন পৃথিবীকে এক জায়গায় নিয়ে আসবেন পুত্রের প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে তা শেষ হবে, এবং সকলের বিচার হবে এবং তাদের কাজ অনুসারে তারা চিরন্তন পুরস্কার পাবে।

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে, উচ্চতর সমালোচনা এবং উদার শিক্ষাতত্ত্বের বৃদ্ধি পরকালের বিশ্বাসকে দুর্বল করেছে। রুডলফ বল্টম্যানের মত উদার শিক্ষাতাত্ত্বিকরা বলেছেন যে যীশুর পুনরুত্থান বস্তুগত ছিল না, এটি কেবল তাঁর

শিষ্যদের বিশ্বাসের উত্থান ছিল; তিনি প্রকৃতপক্ষে, শারীরিকভাবে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হননি। একইভাবে, মানুষ যখন মারা যায়, তারা কেবল প্রিয়জনের স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। অন্যরা, ঈশ্বরের সাধারণ পিতৃত্বের ধারণার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে এবং এই সত্য যে ঈশ্বর প্রেম–১ যোহন ৪:৮ পদ বলে সবাই স্বর্গে পৌঁছাবে, তাদের কাজ যাই হোক না কেন এবং তারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করুক বা না করুক। কেউ কেউ আবার শর্তাধীন অমরত্ব সম্পর্কে কথা বলে। তারা বলেন যে মানুষের আত্মা অমর নয় এবং শুধুমাত্র সত্যিকারের বিশ্বাসীরা চিরকাল বেঁচে থাকে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, আজ খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে, নরক এবং আসন্ন ক্রোধের বিষয়ে খুব কম প্রচার করা হয়। তবে আমাদের চারপাশের সমাজ দ্বারা বা আমাদের চারপাশের মণ্ডলী দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়, বরং আমাদের অবশ্যই শাস্ত্রের শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে।

আমি চাই যে আমরা প্রথমে পুরাতন নিয়মে মানুষের পতন বিবেচনা করার শিক্ষার দিকে তাকাই। ঈশ্বর যখন মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি তাকে নিজের প্রতিমূর্তিতে, জ্ঞানে, ধার্মিকতায় এবং পবিত্রতায় তৈরি করেছিলেন। মানুষকে এমন এক অমর আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে যা কখনো মরবে না। তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল মানুষ যাতে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে এবং উপভোগ করে। তাকে নিজ সৃষ্টিকর্তার সাথে মেলামেশা করতে হবে। ঈশ্বর তার সাথে জীবনের চুক্তিতে প্রবেশ করলেন। তাকে পরীক্ষায় রাখা হয়েছিল। তাকে বসবাসের জন্য এদন উদ্যান দেওয়া হয়েছিল, যেটি ছিল খুব সুন্দর এবং সুখী জীবনের জন্য তার যা প্রয়োজন ছিল সে সবই সেখানে ছিল। এটি ছিল স্বর্গ এবং ঈশ্বর নিজেই তার সাথে বাগানে দেখা করতেন এবং একসঙ্গে হেঁটে বেড়াতেন। এটি প্রকাশিতবাক্য ২২-এ দেওয়া স্বর্গের বর্ণনার অনুরূপ ছিল এবং বাগানের মাঝখানে জীবনের বৃক্ষ রয়েছে। যাইহোক, ভবিষ্যতের পরমদেশ থেকে একটা বিরাট পার্থক্য ছিল। এদন উদ্যানে ভাল এবং মন্দ জ্ঞানের গাছও ছিল। মানুষের সাথে ঈশ্বরের প্রথম চুক্তি, কাজের চুক্তিতে বলা হয়েছে, "কিন্তু ভালো ও মন্দের জ্ঞানের বৃক্ষের ফল তুমি খাবে না: কেননা যেদিন তুমি তা খাবে, সেদিন তোমার মৃত্যু হবে"–আদিপুস্তক ২:১৭; মানুষকে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই শর্তে যদি সে নিষিদ্ধ ফল না খায়; আর যদি সে যদি খায় তবে মৃত্যুর হুমকি দেওয়া হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, আমাদের প্রথম বাবা-মা সাপ–শয়তানের কথা শুনেছিলেন এবং ফল খেয়ে ঈশ্বরের চুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন। অবিলম্বে তারা ঈশ্বরের সামনে নগ্ন এবং অসহায় বোধ করছিল, তারা আধ্যাত্মিকভাবে মারা গিয়েছিল। ঈশ্বর বাগানে এসেছিলেন এবং তাঁর অভিশাপ ঘোষণা করেছিলেন; "তুমি ধূলি এবং ধূলিতে ফিরে যাবে"- আদিপুস্তক ৩:১৯। তাদের কাছে শারীরিক মৃত্যু আসছিল। বার্ধক্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল এবং এটি দেহ এবং আত্মার বিচ্ছেদ দ্বারা অনুসরণ করা হবে। তারা বাগান থেকে এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল।

তাই মানুষের প্রথম পাপ আধ্যাত্মিক মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়-ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্নতা; স্বাভাবিক মৃত্যু-দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ এবং পরিত্রাণ ব্যতীত, শাশ্বত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে চিরন্তন দুঃখ এবং নরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছেদ। সৌভাগ্যক্রমে, একই সময়ে, ঈশ্বর আমাদের প্রথম পিতামাতার কাছে সুসমাচার প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাদের অনুগ্রহের চুক্তির বিধান সম্পর্কে বলেছিলেন। "এবং আমি তোমার ও নারীর মধ্যে এবং তোমার বংশ ও তার বংশের পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তুমি তাঁহার পাদমূল চূর্ণ করিবে"–আদিপুস্তক ৩:১৫। সেই মহিলার কাছে একটি শিশুর জন্ম হবে, যে সাপের মাথা পিষে ফেলবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তাঁর গোড়ালি চূর্ণ হবে। ঈশ্বর তাদের নগ্নতার জন্য একটি আবরণ প্রদান করে এটিকে আরও চিত্রিত করেছিলেন। "আদম এবং তার স্ত্রীর জন্যও, প্রভু ঈশ্বর কি চামড়ার কোট তৈরি করেছিলেন এবং তাদের পরিধান করেছিলেন" (২১ পদ); পবিত্র ঈশ্বরের সামনে আদম এবং হবার নগ্নতার জন্য একটি আবরণ প্রদান করার জন্য পশুদের হত্যা করা হয়েছিল। এই প্রাণীগুলি ছিল খ্রীষ্টের প্রকারের-তাঁর প্রতীক যিনি পাপীদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য মারা যাবেন। "প্রায়শ্চিত্ত"-এর হিব্রু শব্দ হল "কাফার" বা আবরণ। যীশু আমাদের নিজের স্ব-ধার্মিকতার আমাদের অপ্রয়োজনীয় ন্যাকড়ার জায়গায় আমাদের ঢেকে রাখার জন্য নিজ ধার্মিকতার পোশাক সরবরাহ করেন এবং তার জন্য মারা গিয়েছিলেন। খ্রীষ্ট আমাদের লুকানোর স্থান।

এর পরে, আমি চাই যে আমরা নোহের সাথে করা চুক্তি সম্পর্কে একটু চিন্তা করি। পতনের পরে, বিশ্বের নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে খুব দ্রুত অবনতি ঘটে। প্রথম যে মানুষটির জন্ম হয়েছিল, কয়িন, সে তার ধার্মিক ভাই হেবলকে হত্যা করেছিল। প্রাচীন বিশ্বের অনৈতিকতা এবং সহিংসতার কারণে, ঈশ্বর এটিকে বন্যার মাধ্যমে ধ্বংস করেছিলেন, অর্থাৎ, তীব্র এবং বিপর্যয়কর জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে। যাইহোক, বন্যার পরে, ঈশ্বর সমস্ত মানবজাতির সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন, যার মধ্যে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল; "মানুষের জন্য আমি আর মাটিকে

আর অভিশাপ দেব না; কারণ মানুষের মনের কল্পনা তার যৌবনকাল থেকেই খারাপ; আমি যেমন করেছিলাম তেমনি জীবন্ত প্রাণীকে আর আঘাত করব না। যতক্ষণ পৃথিবী থাকবে, বীজের সময় ও ফসল কাটার সময়, এবং ঠান্ডা ও তাপ এবং গ্রীষ্ম ও শীত এবং দিন ও রাত্রি থেমে যাবে না"–আদিপুস্তক ৮:২১-২২। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ঋতু চলতে থাকবে এবং সেই ফসলও অব্যাহত থাকবে। ঈশ্বর পৃথিবীর যত্ন নেওয়ার এবং এর মধ্যে অবস্থিত মানুষের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন। আরও, ঈশ্বর তার চুক্তির চিহ্ন হিসাবে একটি মেঘধনু দিয়েছেন, চুক্তির একটি চিহ্ন রূপে; "এটি চুক্তির একটি চিহ্ন যা আমি আমার এবং তোমাদের মধ্যে এবং তোমাদের সাথে থাকা প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে চিরকালের প্রজন্মের জন্য করিলাম; আমি মেঘের মধ্যে আমার মেষধনু স্থাপন করলাম, আর এটি আমার এবং পৃথিবীর মধ্যে একটি চুক্তির নিদর্শন হবে"–আদিপুস্তক ৯:১২-১৩।

ভবিষ্যতের দিকে তাকালে, অনেক ভবিষ্যৎ বলার লোকেরা বলেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। আধুনিক মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, আর সেইজন্য ঐশ্বরিক সংরক্ষণের এবং নোহের সাথে করা চুক্তিতে কোন সান্ত্বনা পায় না। কিন্তু মানুষের অবিশ্বাস সত্ত্বেও, ঈশ্বরের চুক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নিশ্চিত করে যে বীজের সময় এবং ফসল কাটার সময় বন্ধ হবে না। ঈশ্বর বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য সক্রিয়, আর মানুষ এটি ধ্বংস করতে সক্ষম হবে না।

এর পরে, আমরা অব্রাহামের সাথে করা চুক্তির দিকে মনোযোগ করি। ঈশ্বর অব্রাহামকে মূর্তিপূজা থেকে ডেকেছিলেন কলদিয়দের ঊর থেকে, আর তাঁর সাথে অনুগ্রহের চুক্তি করেছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন; "এবং যারা তোমাকে আশীর্বাদ করে আমি তাদের আশীর্বাদ করব এবং যে তোমাকে অভিশাপ দেয় আমি তাকে অভিশাপ দেব এবং তোমার দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত পরিবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে"–আদিপুস্তক ১২:৩। ঈশ্বর আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অব্রাহামকে, "...এখন স্বর্গের দিকে তাকাও এবং তারাগুলিকে দেখ, যদি তুমি তাদের সংখ্যা গণনা করতে পারো এবং ঈশ্বর তাকে বললেন, তোমার বংশও এইরূপ হবে। সে প্রভুর ওপর বিশ্বাস করল। আর তিনি তা তাঁর কাছে ধার্মিকতার বলে গণিত হল"–আদিপুস্তক ১৫:৫-৬। অব্রাহামকে ঈশ্বর "বিশ্বস্তদের পিতা" বানিয়েছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, ঈশ্বরের লোকেরা অব্রাহাম এবং যাকোবের শারীরিক সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, কিন্তু প্রতিশ্রুতি হল যে অবশেষে পৃথিবীর সমস্ত পরিবার আশীর্বাদ পাবে। অব্রাহামের মহান সন্তানের মাধ্যমে পরিত্রাণ আসবে, যিনি আদম এবং হবার কাছে আগে প্রকাশিত মহিলার বীজ। "তোমার বংশে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে"–আদিপুস্তক ২২:১৮।

মণ্ডলী এমন পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যে এটি একটি নিছক অবশিষ্টাংশ নয় যা সংরক্ষিত হবে কেবল একটি ছোট দল নয়। কিন্তু মণ্ডলী তারার মত অসংখ্য হবে। তদুপরি, পৃথিবীর কিছু পরিবারই আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে এমন নয়, এত বেশি পরিবার আশীর্বাদ পাবে যে এটি বৈধভাবে বলা যেতে পারবে যে পৃথিবীর সমস্ত পরিবারই আশীর্বাদ পাবে। খ্রীষ্টের পুনরুত্থান এবং পেন্টেকস্টে আত্মা প্রদানের পরে, সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করা হবে এবং ঈশ্বরের মণ্ডলী অবশেষে "বহুলোকের মত সমুদ্রের বালির মতো" হবে। মণ্ডলীর প্রতিশ্রুত ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল, তাই খ্রিস্টানদের একটি আশাবাদী এস্ক্যাটোলজি-ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে।

এর পরে, পুরাতন নিয়মের সাধু এবং পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করা যাক। কখনও কখনও এটা দাবি করা হয় যে পুরাতন নিয়মের সময়ে সাধুদের মৃত্যুর পরের জীবন এবং স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যাইহোক, এটি স্পষ্টতই ভুল। উদাহরণ স্বরূপ, হনোক সম্বন্ধে আমাদের বলা হয়েছে যে, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে চলতেন; "...এবং হনোক ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করিতেন।পরে তিনি আর রহিলেন না, কেননা ঈশ্বর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।"–আদিপুস্তক ৫:২৪। এটা স্পষ্ট যে তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন, যেখানে অন্যরা তাদের আত্মায় যায়, কারণ তারা পুনরুত্থানের অপেক্ষায় থাকে। আর যিহূদা, তার পত্রে, আমাদের বলেন, "আর আদম অবধি সপ্তম পুরুষ যে হনোক, তিনিও এই লোকদের উদ্দেশে এই ভাববাণী বলিয়াছেন, দেখ, প্রভু আপন অযুত পবিত্র লোকের সহিত আসিলেন" যেন সকলের বিচার করেন; আর ভক্তিহীন সকলে আপনাদের যেসকল ভক্তিবিরুদ্ধ কাজ দ্বারা ভক্তিহীনতা দেখাইয়াছে এবং ভক্তিহীন পাপিগন তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে যে ভর্ৎসনা করেন"–যিহূদা ১৪-১৫। তাই আমাদের বলা হয়েছে যে তিনি, হনোক, তার দিনে, প্রভুর আগমনকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন দুষ্টদের জন্য একটি বিচারের দিন হবে। ইব্রীয় আমাদেরকে অব্রাহাম সম্পর্কে বলে যে তিনি স্বর্গে যাওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন; "বিশ্বাসে তিনি বিদেশের ন্যায় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবাসী হইলেন, তিনি সেই প্রতিজ্ঞার সহাধিকারী ইসাহাক ও যাকোবের সহিত তাম্বুতেই বাস

করিতেন; কারণ তিনি ভিত্তিমূলবিশিষ্ট সেই নগরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাঁহার স্থাপনকর্ত্তা ও নির্মাতা ঈশ্বর।" আরও, লেখা আছে, "কিন্তু এখন তাঁহারা আরও উত্তম দেশের, অর্থাৎ স্বর্গীয় দেশের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বর তাহাদের ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত হইতে, তাদের বিষয়ে লজ্জিত নহেন; কারণ তিনি তাদের নিমিত্ত এক নগর প্রস্তুত করিয়াছেন" (পদ ১৬)। প্রতিশ্রুতির দেশ অব্রাহামের কাছে স্বর্গের এক প্রকার বা প্রতীক ছিল। তাঁবুতে বসবাস করে, পিতৃ পুরুষেরা ঘোষণা করেছিলেন যে এই পৃথিবী তাদের বাড়ি নয়। তারা একটি চিরস্থায়ী বাসস্থানের অপেক্ষায় আছেন। ইয়োব তার বিশ্বাস প্রদর্শন করেন, যখন, তার ভয়ঙ্কর পরীক্ষার মধ্যে, তিনি চিৎকার করে বলেন; "কিন্তু আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা জীবিত; তিনি শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। আর আমার চর্ম এইরূপে বিনষ্ট হইলে পর, তবু আমি মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দেখিব"–ইয়োব ১৯:২৫-২৭। তিনি এখানে দেখান যে তিনি একটি শারীরিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন। তার দেহ কবরে পচে যাবে, কিন্তু একদিন, তাকে আবার পুনরুত্থিত করা হবে, আর তিনি ঈশ্বরকে দেখার জন্য উন্মুখ এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে তিনি ঈশ্বরকে "নিজ দেহে" তার শারীরিক চোখ দিয়ে দেখতে পাবে।

গীতসংহিতার অনেকগুলি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা দেখায় যে পুরাতন নিয়মের সাধুরা পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতেন। গীতসংহিতা ১৬ পিতর তাঁর পেন্টেকোস্টাল বক্তৃতায় খ্রীষ্টের উল্লেখ করে উদ্ধৃত করেছেন, তবে স্পষ্টতই এতে সমস্ত বিশ্বাসীদের উল্লেখ রয়েছে; "এই জন্য আমার চিত্ত আনন্দিত ও আমার গৌরব উল্লাসিত হইল; আমার মাংসও নির্ভয়ে বাস করিবে। কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ করিবে না, তুমি নিজ সাধুকে ক্ষয় দেখিতে দিবে না"–গীতসংহিতা ১৬:৯-১১। নিম্নলিখিত গীতসংহিতা, গীতসংহিতা ১৭-তেও পুনরুত্থানের আরেকটি উল্লেখ রয়েছে। মৃত্যুর পরে, গীতরচক ঈশ্বরকে দেখার জন্য জাগ্রত হবেন; "আমি ত ধার্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করিব, জাগিয়া তোমার মুর্ত্তিতে তৃপ্ত হইব"–গীতসংহিতা ১৭:১৫। গীতসংহিতা ২৩ প্রায়ই গাওয়া হয় কবরপ্রাপ্তির সময়; "নিশ্চয়ই মঙ্গল ও দয়া আমার জীবনের সমস্ত দিন আমাকে অনুসরণ করবে এবং আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরকাল বসতি করিব" (পদ ৬)। গীতসংহিতা ৮৪ স্পষ্টভাবে স্বর্গের কথা বলে; "তাহারা উত্তর উত্তর বলবান হইয়া অগ্রসর হয়, প্রত্যেকে সিয়োনে ঈশ্বরের কাছে দেখা দেয়"–গীতসংহিতা ৮৪:৭। আসন্ন বিচারের দিনটি গীতসংহিতাতেও স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে; "দুষ্টগণ সেইরূপ নয়, কিন্তু তারা বায়ুচালিত তুষের ন্যায়; সেইজন্য দুষ্টগণ বিচারে দাঁড়াইবে না, পাপিরা ধার্মিকদের মণ্ডলীতে দাঁড়াইবে না ..."–গীতসংহিতা ১:৪-৫। ঈশ্বরের ক্রোধের আসন্ন দিনের কারণে পাপীদেরকে ঈশ্বরের পুত্রের সাথে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে: "পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রোধান্বিত হন এবং তোমরা পথে বিনষ্ট হও, কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে। ধন্য তাহারা সকলে যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন"–গীতসংহিতা ২:১২। গীতরচক, গীতসংহিতা ৭৩-এ এই জীবনে দুষ্টদের সমৃদ্ধি দেখে বিচলিত হন। এমনকি তাদের মৃত্যু অতি সহজ বলে মনে হয়। কিন্তু তারপর তিনি মন্দির পরিদর্শন করেন এবং তাদের চূড়ান্ত পরিণতি উপলব্ধি করেন; "যাবৎ আমি ঈশ্বরের ধর্মধামে প্রবেশ না করিলাম, ও তাহাদের শেষ ফল বিবেচনা না করিলাম। তুমি তাহাদিগকে পিচ্ছিল স্থানেই রাখিতেছ, তাহাদিগকে বিনাশে ফেলিয়া দিতেছ"– গীতসংহিতা ৭৩:১৭-১৮।

শলোমন মৃত্যুকে বর্ণনা করেছেন; "আর ধূলি পূর্ব্ববৎ মৃত্তিকাতে প্রতিগমন করিবে এবং আত্মা যাঁহার দান, সেই মৃত্তিকাতে প্রতিগমন করিবে"–উপদেশক ১২:৭। ধার্মিকদের একটি আশীর্বাদপূর্ণ ভবিষ্যত আছে; "কিন্তু ধার্মিকের পথ প্রভাতীয় জ্যোতির ন্যায়, যাহা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরোত্তর দেদীপ্যমান হয়।" হিতোপদেশ ৪:১৮। দুষ্টদের আসন্ন বিচারের বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে; "হে যুবক, তুমি তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর, যৌবনকালে তোমার হৃদয় তোমাকে আহ্লাদিত করুক, তুমি তোমার মনোগত পথসমূহে ও তোমার চক্ষুর দৃষ্টিতে চল; কিন্তু জানিও, ঈশ্বর এই সকল ধরিয়া তোমাকে বিচারে আনিবেন"–উপদেশক ১১:৯।

ভাববাদীরা পরকালের নিশ্চয়তার সাথে কথা বলেন। যিশাইয় স্বর্গকে বর্ণনা করেন; "তোমার সূর্য আর অস্ত যাবে না; তোমার চাঁদও সরে যাবে না: কারণ সদাপ্রভুই হবেন তোমার চিরকালের আলো এবং তোমার শোকের দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে"–যিশাইয় ৬০:২০। তিনি নরকের কথাও বলেছেন; "আর তাহারা বাহিরে গিয়া, যে লোকেরা আমার বিরুদ্ধে অধর্মে করিয়াছে, তাহাদের শব দেখিবে; কারণ তাহাদের কীট মরিবে না, ও তাহাদের অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না এবং তাহারা সমস্ত মর্ত্ত্যের ঘৃণাস্পদ হইবে।" মালাখি ভবিষ্যতের বিষয়ে লিখেছেন; "কারণ দেখ, সেই দিন আসিতেছে, তাহা হাপরের ন্যায় জ্বলিবে এবং দর্পী ও দুষ্টাচারীরা সকলে খড়ের ন্যায় হইবে; আর সেই যে দিন আসিতেছে, তাহা তাহাদিগকে পোড়াইয়া দিবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভুর কহেন; সে দিন তাহাদের মূল কি

শাখা কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না"–মালাখি ৪:১। নিশ্চিতভাবেই, যে পুরাতন নিয়মে পড়ে সে কখনও সন্দেহ করবে না যে এটি ধার্মিক ও দুষ্টদের পুনরুত্থান এবং বিচারের কথা বলে না, যখন আমরা দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী বিবেচনা করি; "তৎকালে যে মহান অধ্যক্ষ তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন, সে মীখায়েল উঠিয়া দাঁড়াইবেন, আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে, যাহা মনুষ্যজাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয় নাই; কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতিয় যে কাহার নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাবে, সে উদ্ধার পাইবে। আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে"–দানিয়েল ১২:১-২।

এখন আমি চাই আমরা খ্রীষ্টের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ে একটু দেখি। সম্পূর্ণ পুরাতন নিয়ম জুড়ে, আসন্ন মশীহের প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং তাঁর আসার জন্য আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আমরা প্রথমে সাপের উপর অভিশাপের মাধ্যমে তাঁর আগমন সম্পর্কে জানতে পাই, সেটিকে তথাকথিতরূপে প্রোটো- ইভাঞ্জেলিয়াম, বা সুসমাচারের প্রথম বিবৃতি বলে পরিচিত; "এবং আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে এবং তাঁহার বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব; সে তোমার মসতক চুর্ণ করিবে এবং তুমি তাঁহার পাদমূল চুর্ণ করিবে"–আদিপুস্তক ৩:১৫। যিশাইয় আগত একজনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন; "কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছে, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্ত্তিত্বভার থাকিবে এবং তাঁহার নাম হইবে 'আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ। দায়ূদের উপরে কর্ত্তিত্ববিদ্ধির ও শান্তির সীমা থাকিবে না, যেন তাহা সুস্থির ও শক্ত করা হয়, ন্যায়বিচারে ও ধার্মিকতা সহকারে, এখনবিধি অনন্তকাল পর্যন্ত। বাহিনীগণের সদাপ্রভুর উদ্যোগ ইহা সম্পন্ন করিবে"–যিশাইয় ৯:৬-৭। হ্যাঁ, এই পরাক্রমশালী ত্রাণকর্তা যিনি আসছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী, যাজক এবং রাজা। তিনি প্রভু ছাড়া আর কেউ নন। তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন, কিন্তু প্রভুর যন্ত্রণাদায়ক সেবক হিসাবে তিনিও কষ্ট পাবেন। প্রকৃতপক্ষে, এই আগত যাজক নিজেকে একটি বলি হিসাবে উৎসর্গ করবেন; "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। আমরা সকলে মেষগণের ন্যায় ভ্রান্ত হইয়াছি, প্রত্যেকে আপন আপন পথের দিকে ফিরিয়াছি; আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইয়াছেন"–যিশাইয় ৫৩:৫-৬। আর তারপরে ভাববাদী আর যোগ করেন; "তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল; তিনি তাঁহাকে যাতনাগ্রস্থ করিলেন, তাঁহার প্রাণ যখন দোষার্থক বলি উতসর্গ করিবে, তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, দীর্ঘায়ু হইবেন এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" যিশাইয় ৫৩:১০। তিনি তাঁর লোকেদের পাপের জন্য কষ্ট পাবেন এবং মারা যাবেন। কিন্তু এই শব্দগুলির সাথে, তার বিজয়ী পুনরুত্থানেরও উল্লেখ রয়েছে; "তখন তিনি আপন বংশ দেখিবেন, তাঁর দিনগুলি দীর্ঘায়ু হইবে এবং তাঁহার হস্তে সদাপ্রভুর মনোরথ সিদ্ধ হইবে।" উচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তিনি তাঁর দিন দীর্ঘায়ু করবেন। আমরা আজ কালভেরির দিকে ফিরে তাকানোর মাধ্যমে এবং আমাদের পাপের জন্য যিনি সেখানে কষ্ট পেয়েছেন তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করে রক্ষা পেয়েছি। পুরাতন নিয়মের সময়ে, তারাও বিশ্বাসের দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের বিশ্বাসের সাথে আসন্ন মশীহের অপেক্ষায় থাকা এবং তাদের স্থানে এবং তাদের জায়গায় তাঁর কষ্ট সহ্য করা জড়িত আছে।

এখন আমি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে কথা বলতে চাই। আসন্ন মশীহ সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের অনেক ভবিষ্যদ্বাণীতে আমাদের একটি সমস্যা রয়েছে, তা হল খ্রীষ্টের প্রথম এবং দ্বিতীয় আগমন একসঙ্গে বলে মনে হচ্ছে। উদাহারণের জন্য মালাখির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা চিন্তা করুন; "দেখ আমি আপন দূতকে প্রেরণ করিব, সে আমার অগ্রে পথ প্রস্তুত করিবে এবং তোমরা যে প্রভুর অন্বেষণ করিতেছ, তিনি অকস্মাৎ আপন মন্দিরে আসিবেন; নিয়মের সে দূত, যাহাতে তোমাদের প্রীতি, দেখ, তিনি আসিতেছেন, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের দিন কে সহ্য করিতে পারিবে; আর তিনি দর্শন দিলে কে দাঁড়াইতে পারিবে? কেননা তিনি রৌপ্য পরিষ্কারকের অগ্নিতুল্য ও রজকের ক্ষারতুল্য। তিনি রৌপ্য পরিষ্কারক ও শুচিকারক হইয়া বসিবেন, তিনি লেবির সনান্দিগকে শুচি করিবেন এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের ন্যায় তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন; তাহাঁতে তাহারা সদাপ্রভুর উদ্দেশে ধার্মিকতায় নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবে"–মালাখি ৩:১-৩। এখন যে বার্তাবাহক এখানে পথ তৈরি করছেন তা স্পষ্টতই বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেমনটি মথি ৩:৩ পদ, যোহনের পরিচর্যার বর্ণনা দিয়ে নিশ্চিত করেছেন। চুক্তির বার্তাবাহক যদিও প্রভু, যার জন্য যোহন পথ প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি হঠাৎ আসবেন এবং অধিকাংশ দ্বারা অপ্রত্যাশিত। কিন্তু তারপরে আমরা তাঁর বিষয়ে পড়ি যে তিনি পুরুষ এবং মহিলাদের বিচার

করবেন, তবুও যীশু বলেছেন, "কারণ আমি জগতের বিচার করিতে নয়, কিন্তু জগতের পরিত্রাণ করিতে আসিয়াছি" –যোহন ১২:৪৭। তাই এখানে স্পষ্টতই তাঁর দ্বিতীয় আগমনের একটি উল্লেখও রয়েছে। তাই খ্রীষ্টের দুটি আগমন এক হয়ে গেছে।

এটি সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করা হয় যখন পুরাতন নিয়মের নবীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভবিষ্যত বিবেচনা করা হয়। এটি বরং দূর থেকে এক যাত্রীর দৃষ্টিতে একটি পর্বতশ্রেণী মত। সমস্ত পর্বত একসাথে দেখা যায়, কিন্তু যাত্রী যখন কাছে যায়, তখন সে দেখতে পায় যে আসলে দুটি পর্বতশ্রেণী রয়েছে, একটি অন্যটির সামনে এবং সম্ভবত দুটির মাঝখানে অনেক মাইল ব্যাবধান রয়েছে। এভাবে হাজার বছরের ব্যবধানে হলেও দুজনের আগমনকে একসঙ্গে দেখা যায়। যোয়েল প্রভুর দিনের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন; "আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপর আমার আত্মা সেচন করিব, তাহাঁতে তোমাদের পুত্র কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে, তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে; আর তৎকালে আমি দাসদাসীদিগেরও উপরে আমার আত্মা সেচন করিব। আর আমি আকাশে ও পৃথিবীতে অদ্ভুদ লক্ষণ দেখাইব,রক্ত, অগ্নি ধূমস্তম্ভ দেখাইব"–যোয়েল ২:২৮-৩২। পিতর আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে এটি পঞ্চাশত্তমীর দিনে পূর্ণ হয়েছিল; "কিন্তু এটি সেই ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে, "শেষ কালে এইরূপ হইবে, ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপর আপন আত্মা সেচন করিব; তাহাঁতে তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্যাগন ভাববানী বলিবে, আর তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে"–প্রেরিত ২:১৬-১৭। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার ঢেলে দেওয়া একটি আশ্চর্যজনক এবং বিস্ময়কর মুক্তি এবং ঐতিহাসিক ঘটনা ছিল। কিন্তু যোয়েলের কথায়, স্পষ্টতই খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনকে বোঝায় এমন অনেক কিছু রয়েছে; "সদাপ্রভুর ঐ মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিনের আগমনের পূর্বে সূর্য্য অন্ধকার ও চন্দ্র রক্ত হইয়া যাইবে।" এটি অবশ্যই বিশ্বের শেষ, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন এবং মহান বিচারের দিনের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে, খ্রীষ্টের উভয় আগমন এক হয়ে যায়।

পরবর্তী বক্তৃতাগুলির ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ হবে, যেমন আমরা নতুন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বিবেচনা করি, যে আমাদের প্রভুর প্রথম এবং দ্বিতীয় আগমনকে দেখার বিষয়ে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে সংগ্রহ করা ব্যাখ্যার এই নীতিটি আমরা মনে রাখি, যে সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে একসঙ্গে মনে হচ্ছে, এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হবে যখন আমরা মথি ২৪ অধ্যায় জেরুশালেমের ধ্বংস এবং বিশ্বের শেষ সময়ের বিষয়ে খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীগুলির বিবেচনা করি, আমেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ২

মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

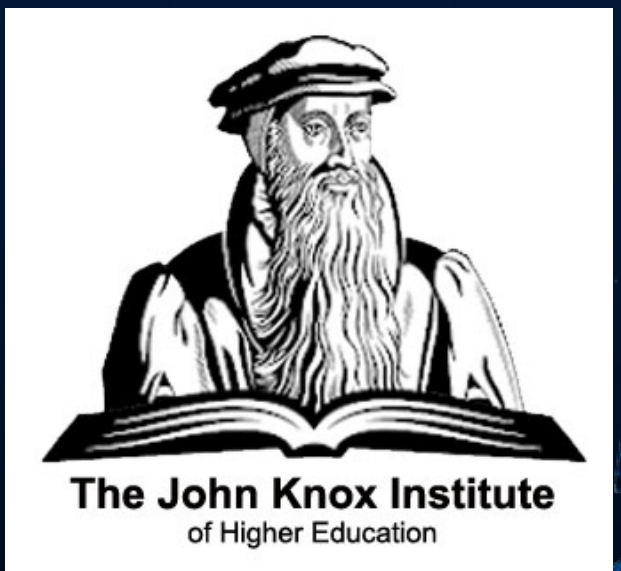

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ২

মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

আজকে আমরা এস্ক্যাটোলজি দ্বিতীয় বক্তৃতায় উপস্থিত এবং এখানে আমরা মৃত্যুর বিষয়ে দেখবো। মৃত্যু একটি বিশাল বাস্তবতা যা আমাদের প্রত্যেকের মুখোমুখি হয়। আমাদের চারপাশে, আমরা মানুষকে মরতে দেখি–দাদা-দাদি, বাবা-মা, ভাইবোন, কখনও কখনও এমনকি আমাদের নিজের সন্তানদেরও। শাস্ত্র বলে, "মানুষের জন্য একবার মৃত্যু তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে"–ইব্রীয় ৯:২৭। মৃত্যুর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছুই মনে হয় না। বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ১৭৮৯ সালে জিন-ব্যাপটিস্ট লে রয়কে একটি চিঠিতে আমেরিকান-ক্যান সংবিধান সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আমাদের নতুন সংবিধান এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একটি চেহারা যা স্থায়ীত্বের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু এই পৃথিবীতে মৃত্যু এবং কর ব্যাতিরেকে কিছুই নিশ্চিত নয়।" কর এড়ানো সত্যিই সম্ভব, কিন্তু মৃত্যু থেকে রেহাই নেই। আমাদের চারপাশের প্রতিটি জীবন্ত প্রাণী মারা যাচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকেই, আমাদের জন্মের মুহূর্ত থেকে, দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থ এবং ধীরে ধীরে মারা যাচ্ছে।

আসুন প্রথমে মৃত্যুর উৎপত্তির দিকে নজর দিই। মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, এই অর্থে যে এটি প্রথম থেকে ছিল না। ঈশ্বর যখন প্রথমে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তা প্রাণে পরিপূর্ণ ছিল এবং কোথাও কোনো মৃত্যু ছিল না। আদমকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছিল ঈশ্বরের সঙ্গে মেলামেশার জন্য। ঈশ্বর তার সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন, তাকে নিখুঁত আনুগত্যের শর্তে জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু অবাধ্যতার জন্য মৃত্যুর হুমকিও দিয়েছিলেন। তিনি যদি ঈশ্বরের আনুগত্য থাকেন, তবে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। কিন্তু এদন উদ্যানের মাঝখানে ছিল ভাল মন্দের জ্ঞানের গাছ। ঈশ্বর, তাঁর চুক্তিতে, আদমকে বলেছিলেন, "বাগানের প্রতিটি গাছের ফল তুমি নির্দ্বিধায় খেতে পারবে, কিন্তু ভাল মন্দের জ্ঞানের বৃক্ষ, এই বৃক্ষের তুমি তা খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তা খাবে মরিবেই মরবে"–আদিপুস্তক ২:১৬-১৭। দুঃখজনকভাবে, আমাদের প্রথম পিতামাতা নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন, এবং তাই, তাদের যে অবস্থায় তৈরি করা হয়েছিল সেখান থেকে পাপ এবং দুঃখের পতিত হলেন। তাই পৃথিবী মূলত জীবনে পরিপূর্ণ ছিল কিন্তু এর পরিবর্তে এমন একটি জায়গায় পরিণত হয়েছিল যেখানে মৃত্যু রাজত্ব করা শুরু করলো।

কখনও কখনও এই বিন্দু তৈরি করা হয় যে আদম যেদিন নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন সেদিন মারা যাননি –তিনি আসলে আরও নয়শ ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এভাবে তর্ক করা আসলে কী ঘটেছিল তার হিসাব নিতে ব্যর্থ হয়। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শাস্ত্রে তিন ধরণের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, প্রাকৃতিক মৃত্যু আছে, যা দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ। এটি বার্ধক্যের প্রক্রিয়া হিসাবে শুরু হয়েছিল, যখন আদম নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলেন। তারপর আছে আধ্যাত্মিক মৃত্যু; এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক বিচ্ছেদ। এটি অবিলম্বে ঘটেছে। এতে প্রমাণিত হয়েছিল যে আদম নগ্ন এবং লজ্জিত বোধ করেছিলেন। ঈশ্বর যখন বাগানে আসেন, আদম এবং হবা লুকানোর জন্য পালিয়ে যান। যে প্রেমময় সম্পর্ক তার তৈরি হয়েছিল তা বদলে গেছে। মানুষ এখন ঈশ্বরের ক্রোধ এবং অভিশাপের অধীনে ছিল এবং তার তা অনুভব করেছিল। তারপর তৃতীয়ত, অনন্ত মৃত্যু আছে। এটি ঘটে যখন একজন অবিকৃত পাপী মারা যায় এবং চিরতরে নরকে চলে যায়। এটি একটি চিরন্তনভাবে ঈশ্বরের থেকে এবং তাঁর সমস্ত আশীর্বাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবস্থান। তবে এটি কেবল যা ভাল তা হারানো নয় কিন্তু এটি ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত ক্রোধ দ্বারা চিরতরে যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হওয়ার বটে।

তাই আদম যখন পাপ করেছিল, তখন সে এবং হবা ঈশ্বরের কাছে আধ্যাত্মিকভাবে মারা গিয়েছিল এবং স্বাভাবিক মৃত্যু তাদের দেহে কাজ করতে শুরু করেছিল। সৌভাগ্যক্রমে, অনন্ত মৃত্যুদণ্ড অবিলম্বে কার্যকর করা হয়নি। ঈশ্বর, তাঁর মহান ধৈর্যের মধ্যে, আদমকে সময় দিয়েছেন এবং তাঁর করুণাতে, আদমের কাছে

সুসমাচার ঘোষণা করেছেন, তাকে আসন্ন ত্রাণকর্তার কথা বলেছেন–আদিপুস্তক ৩:১৫। ঈশ্বর মানুষকে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অনুমতি দিয়েছেন, তাকে অনুগ্রহের একটি দিন দিয়েছেন, যাতে সে অনুতপ্ত হতে পারে, এবং রূপান্তরিত হতে পারে এবং এইরূপে অনন্ত মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারে। কারণ আমরা উদ্যানে আমাদের চুক্তির প্রধান-আদম দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছি, আমরা তার মধ্যে থেকেই পাপ করেছি এবং তার প্রথম সীমালঙ্ঘনে তার সাথে জড়িত হয়ে পতিত হয়েছি। আমরাও তাঁর সাথে নিষিদ্ধ ফল খেয়েছি এবং তাই আমাদের জন্মের পূর্বেই আমরা পাপী। আর তাই, আমরা প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে মৃত জন্মগ্রহণ করি–আমরা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত জন্মগ্রহণ করি।

এটি আমাদেরকে আরোপিত করার ধারণাই নিয়ে আসে। এই সত্যটি রোমানদের মধ্যে, বিশেষ করে রোমীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল দ্বারা আশ্চর্যজনকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে; "কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল, তেমনি সেই আর এক ব্যাক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলিয়া ধরা হইবে"–রোমীয় ৫:১৯। ঈশ্বর, যখন তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে মানব জাতির চুক্তির প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। এ কারণে আদম যখন ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিল তখন আমরাও ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলাম। তিনি যখন পাপ করেছিলেন, আমরাও পাপ করেছি। একইভাবে, মনোনীতেরা খ্রীষ্টে রয়েছে। তাই নিজ পিতার প্রতি খ্রীষ্টের নিখুঁত আনুগত্য, বিধান মেনে চলা এবং পাপের জন্য কষ্ট সহ্য করা আমাদের জন্যও গণিত হয়ে যায়, যদি আমরা অনুগ্রহের চুক্তির মাধ্যমে খ্রীষ্টে থাকি। "একজনের আজ্ঞাবহতা দ্বারা, অনেককে ধার্মিক বলে ধরা হইবে।" তাই পৌল বলেছেন, "তথাপি যাহারা আদমের আজ্ঞালঙ্ঘনের সাদৃশ্যে পাপ করে নাই, আদম অবধি মোশি পর্য্যন্ত তাহাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করিয়াছিল। আর আদম সেই ভাবী ব্যক্তির প্রতিরূপ। কিন্তু অপরাধ যেরূপ, অনুগ্রহ-দানটী সেরূপ নয়। কেননা সেই একের অপরাধে যখন অনেকে মরিল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, এবং আর এক ব্যক্তির–যীশু খ্রীষ্টের–অনুগ্রহে দত্ত দান, অনেকের প্রতি আরও অধিক উপচিয়া পড়িল। আর, এক ব্যক্তি পাপ করাতে যেমন ফল হইল, এই দান তেমন নয়; কেননা বিচার এক ব্যক্তি হইতে দণ্ডাজ্ঞা পর্য্যন্ত, কিন্তু অনুগ্রহদান অনেক অপরাধ হইতে ধার্ম্মিকগণনা পর্য্যন্ত। কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্ম্মিকতাদানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে। অতএব যেমন এক অপরাধ দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে দণ্ডাজ্ঞা পর্য্যন্ত ফল উপস্থিত হইল, তেমনি ধার্ম্মিকতার একটী কার্য্য দ্বারা সকল মনুষ্যের কাছে জীবনদায়ক ধার্ম্মিক-গণনা পর্য্যন্ত ফল উপস্থিত হইল।

আদমের প্রথম পাপ ছিল আমাদের এবং আমাদের জন্য দণ্ড নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, শেষ আদম, খ্রীষ্ট, তাঁর আনুগত্য আমাদের পক্ষে গণিত হয় এবং আমাদের ধার্মিক করে তোলে। এক পাপ আমাদের দণ্ড এনে দিয়েছে, কিন্তু খ্রীষ্টের কাজ অনেক অপরাধের জন্য দোষী ব্যক্তিদের জন্য ক্ষমা নিয়ে এসেছে। এই পরিত্রাণ একটি বিনামূল্যে উপহার হিসাবে সকলের জন্য উপলব্ধ। একমাত্র প্রয়োজন বিশ্বাসের দ্বারা এটি গ্রহণ করা। সুতরাং বিশ্বাস হচ্ছে আরোপিত হওয়ার শর্ত ধার্মিক গণিত হওয়ার।

পরে, একই চিঠিতে, পৌল লিখেছেন, "পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন"–রোমীয় ৬:২৩। প্রতিটি পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া দাবি করে। এটি এমন একটি কাজ যার জন্য দাম দেওয়া হয়েছে। কিছু মানব নিয়োগকর্তার বিপরীতে, ঈশ্বর সর্বদা সম্পূর্ণ মজুরি প্রদান করেন। আমাদের পাপপূর্ণ কাজ মজুরি অর্জন করে, যা বেতন হয় আমাদের দেওয়া হয়, অথবা আমাদের জায়গায় খ্রীষ্টকে দেওয়া হয়। অনুগ্রহের চুক্তির একটি শর্ত হল বিশ্বাস। যারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে তারা খ্রীষ্টের দ্বারা তাদের পাপের জন্য নিজের উপর মজুরি নিয়ে উপকৃত হয়। আর তাই, "... বিশ্বাসহেতু ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ধি লাভ করিয়াছি"–রোমীয় ৫:১। খ্রীষ্টকে সকলের ত্রাণকর্তা হওয়ার জন্য সকলের কাছে অবাধে নিবেদন করেন এবং যারা তাঁকে গ্রহণ করে তাদের সকলের পাপ ক্ষমা করেন। যখন আমরা যীশুতে বিশ্বাস করি, আমাদের সমস্ত পাপ–অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত–ক্ষমা করা হয়।

এখন পিতৃপুরুষদের দীর্ঘ জীবনের কথা ভাবুন। এই পর্যায়ে লক্ষ্য করা আকর্ষণীয় যে, আধুনিক চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারে আমাদের আজকের অগ্রগতি সত্ত্বেও বিশ্বের আদি বাসিন্দারা আমাদের আজকের তুলনায় অনেক বেশি দিন বেঁচে ছিলেন। মথুশেলাহ নয় শত ঊনষষ্টি বছর বেঁচে ছিলেন। এটা কেমন করে সম্ভব? সম্ভবত, যেমন কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছেন, কয়লা এবং তেলের বিশাল আমানত তৈরি হওয়ার আগে, কার্বন ডাই অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাসগুলি পৃথিবীকে আবৃত করেছিল এবং ক্ষতিকারক, মহাজাগতিক এবং অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বাসিন্দাদের রক্ষা করেছিল। সম্ভবত এছাড়াও, বিভিন্ন ক্ষতিকারক রোগ এবং ভাইরাস যা আমাদের বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে সেগুলি বিকশিত হতে সময় নিয়েছে। বন্যা অবশ্যই বিপর্যয়কর জলবায়ুর পরিবর্তন এনেছে। মানুষের দুষ্টতা এবং সহিংসতার কারণে বন্যা নিজেই এসেছে, যা অসহনীয় মাত্রায় বেড়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, "আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবেন না, তাহাদের বিপথগমনে তাহারা মাংসমাত্র; পরন্তু তাহাদের সময় এক শত বিংশতি বৎসর হইবে"–আদিপুস্তক ৬:৩।

এখন, এখানে একশো বিশ বছর নিঃসন্দেহে, প্রথম এবং সর্বাগ্রে, বন্যার দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার আগে অবশিষ্ট সময়কে বোঝায় এবং সেইজন্য, নোহকে যে সময় দেওয়া হয়েছিল তাতে জাহাজ তৈরি করা হয়েছিল। তবে এটি এই সত্যটিকেও উল্লেখ করতে পারে যে এখন একশত বিশ বছর একজন মানুষের জীবনের সর্বাধিক দৈর্ঘ্য। আমাদের বলা হয় যে "আর সদাপ্রভু দেখিলেন পৃথিবীতে মনুষ্যের দুষ্টতা বড় এবং তাঁহার অন্তকরনের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ। তাই, সদাপ্রভু পৃথিবীতে মনুষ্যের নির্মাণ প্রযুক্ত অনুশোচনা করিলেন ও মনঃপীড়া পাইলেন"–আদিপুস্তক ৬:৫-৬। ঈশ্বর পাপকে ঘৃণা করেন এবং তাঁর সাধারণ অনুগ্রহে তিনি তা সীমিত করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে "বাল্যকাল অবধি মানুষের মনস্কল্পনা দুষ্ট"–আদিপুস্তক ৮:২১। ঈশ্বরের ধৈর্য্য মহান যে তিনি সত্তর বছর জীবনকে অনুমতি দেন–গীতসংহিতা ৯০:১০ অথবা মাঝে মাঝে, আশী বছর পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মানুষকে অনুশোচনা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট সময়।

আমরা জানি, পরবর্তীতে সময়ে, সমস্ত সৃষ্টি প্রভাবিত হয়। মানুষের পাপ শুধু মানবজাতিকে প্রভাবিত করেনি। মানুষই ছিল সৃষ্টির মুকুট, আর তাই তার পাপ সারা বিশ্বের উপর অভিশাপ নিয়ে এসেছে। প্রাণীজগৎ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ঈশ্বর সর্পকে বললেন, "তুমি এই কাজ করেছ বলেই তুমি সমস্ত গবাদি পশু এবং মাঠের সমস্ত পশুর উপরে অভিশপ্ত; তোমার পেটের উপর ভর দিয়ে তুমি চলবে, এবং তোমার জীবনের সমস্ত দিন ধূলিকণা খাবে"–আদিপুস্তক ৩:১৪। তাৎপর্য এই যে, সাপকে এখন হাঁটার বদলে ঘষা খেয়ে খেয়ে চলতে হবে। উদ্ভিদ জগতের সম্পর্কে, বলা হয়, "আর উহাতে তোমার জন্য কণ্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে।"

আদিপুস্তক ৩:১৮ পদ; আগাছা এখন প্রয়োজনীয় গাছপালা থেকে আরও সহজে বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষকে তার পরিবারকে খাওয়ানোর জন্য ঘাম ঝরাতে হবে। প্রসবের সময় মহিলার ব্যথা হয়। সন্তান ধারণ করা কতই না এক চমৎকার আশীর্বাদ, কিন্তু এই পতিত জগতের পাপের কারণে সব ভালো জিনিসেরই একটা নেতিবাচক দিক আছে।

সমগ্র সৃষ্টি ও জীবন ঈশ্বরের অভিশাপের অধীন এবং যন্ত্রণাও ভোগ করে। মৃত্যু সর্বজনীন এবং যা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় তাও সর্বজনীন। অসুস্থতা এবং কষ্ট প্রতিটি জীবন্ত প্রাণীর জীবনে আসে। পৌল এই বিষয়বস্তুটি তুলে ধরেছেন যখন তিনি বলেছেন, "কারণ সৃষ্টি অসারতার বশীকৃত হইল, স্বইচ্ছায় যে হইল, তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্ত্তার নিমিত্ত; এই প্রত্যাশায় হইল যে, সৃষ্টি নিজেও ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্যন্ত একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে ও একসঙ্গে ব্যাথা খাইতেছে। কেবল তাহা নয়; কিন্তু আত্মারুপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি যে আমরা, আমরা আপনারাও দত্তকপুত্রতার আপন আপন দেহের মুক্তির অপেক্ষা করিতে করিতে অন্তরে আর্ত্তস্বর করিতেছি"–রোমীয় ৮:২০-২৩। পৃথিবীর যেদিকেই তাকাই সেখানেই দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। প্রকৃতির দাঁত ও থাবা লাল। প্রাণীজগতে, পাখি এবং মাছের মধ্যে মারামারি, হত্যা এবং একে অপরকে ভক্ষন করা হতে থাকে।

এমনকি জড় সৃষ্টিও হাহাকার করে। সেখানে ঝড়, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি, সুনামি, টাইফুন এবং হারিকেন রয়েছে, সবই যন্ত্রণায় কাঁপছে আর এমন একটি বিশ্বকে প্রদর্শন করে,যা পুনর্জন্মের অপেক্ষায় রয়েছে, যেমনটি স্বর্গ এবং পৃথিবীর ছিল, যখন শিশুরা ঈশ্বর পুনঃপ্রকাশিত হবে এবং খ্রীষ্ট তাঁর চিরন্তন রাজ্যে ফিরে আসবেন।

এরপর মৃত্যুর কথা ভাবুন। ক্রুশে আমাদের ত্রাণকর্তার কথাগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ; "এবং যীশু উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, পিতা, আমি আপনার হাতে আমার আত্মাকে সমর্পণ করছি এবং এই বলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন"–লূক ২৩:৪৬। তিনি স্বেচ্ছায় নিজ আত্মাকে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি দুর্বলতায় মারা যাননি, যেমন আপনি এবং আমি করি। তিনি তাঁর ক্রমাগত শক্তি দেখানোর জন্য উচ্চস্বরে কাঁদলেন। তিনি তাঁর জীবন সম্পর্কে আগেই বলেছিলেন, "কেহ আমা হইতে তাহা হরণ করে না, বরং আমি আপনা হইতেই তাহা সমর্পণ করি। তাহা সমর্পণ করিতে আমার ক্ষমতা আছে এবং পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতেও আমার ক্ষমতা আছে; এই আদেশ আমি আপন পিতা হইতে পাইয়াছি"–যোহন ১০:১৮। মৃত্যুর কোনো দাবি ছিল না তাঁর ওপর, কারণ তিনি ছিলেন নিষ্পাপ। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে আমাদের জন্য পাপ -বলি রূপে উৎসর্গ করলেন এবং তিনি নিজে মৃত্যুবরণ করলেন। তিনি তাঁর আত্মাকে পিতার কাছে সমর্পণ করলেন। যখন আমাদের মৃত্যুর সময় আসে তখন আমাদের কোন উপায় থাকে না। লোকেরা ক্যান্সারের সাথে লড়াই করার কথা বলে এবং বোঝায় যে তারা মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু মৃত্যু সর্বদা জয়ী হয়। ঈশ্বর আমাদের জন্মের দিন এবং আমাদের মৃত্যুর দিন নির্ধারণ করেছেন। ঈশ্বর যখন তাঁর কাছে আমাদের হিসাব দেওয়ার জন্য আমাদের ডাকেন, তখন কেউ বলতে পারে না, "না আমি দেবো না।" যেমন শলোমন লিখেছিলেন, "তখন ধূলি পুর্ব্ববৎ মৃত্তিকাতে প্রতিগমন করিবে এবং আমতাম যাঁহার দান, সেই ঈশ্বরের কাছে প্রতিগমন করিবে"–উপদেশক ১২:৭।

যাইহোক, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের মৃত্যু এবং অবিশ্বাসীর মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের জন্য, মৃত্যু হল গৌরবের দরজা। কিন্তু অবিশ্বাসীর জন্য মৃত্যু শাস্তির সাথে জড়িত। ঈশ্বরের সন্তানের জন্য মৃত্যু একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন শুরু. বিপরীতে, গীতরচক দুষ্টদের মৃত্যু সম্বন্ধে বলেন, "আমি তাহা বুঝিবার জন্য চিন্তা করিলাম, কিন্তু তাহা আমার দৃষ্টিতে কষ্টকর হইল, যাবৎ আমি ঈশ্বরের ধর্ম্মধামে প্রবেশ না করিলাম ও তাহাদের শেষ ফল বিবেচনা না করিলাম"–গীতসংহিতা ৭৩:১৮-১৯। স্তিফান ছিলেন খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর প্রথম শহীদ। তাঁকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করার খাতিরে,স্বর্গের একটি দর্শন তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি দেখতে পান প্রভু যীশু তাঁকে গ্রহণ করতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ঈশ্বরের আত্মায় এতটাই পরিপূর্ণ ছিলেন যে তাঁর মুখ স্বর্গদূতের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমাদের বলা হয়েছে যে, "এদিকে তাহারা স্তিফানকে পাথর মারিতেছিল, আর তিনি ডাকিয়া প্রার্থনা করিলেন, যে প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে গ্রহণ কর। পড়ে তিনি হাঁটু পাতিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, প্রভু, ইহাদের বিপক্ষে এই পাপ ধরিও না"–প্রেরিত ৭:৫৯-৬০। তাঁর মৃত্যু কী গৌরবময় ও বিজয়ী মৃত্যু ছিল না।

তারপর, এই "ঘুমিয়ে পড়া (নিদ্রাগত)" লোকদের সম্পর্কে চিন্তা করা যাক। একজন খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীর মৃত্যু এবং অবিশ্বাসীর মৃত্যুর মধ্যে নতুন নিয়ম এক স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করে যা লক্ষণীয় ও আকর্ষণীয়। বিশ্বাসীর মৃত্যুকে সর্বদা "নিদ্রা যাওয়া/ নিদ্রিত হওয়া" বলা হয়। কিন্তু সেই শব্দটি কখনই দুষ্টের মৃত্যুতে ব্যবহৃত হয় না। নিদ্রিত হওয়া একটি সুন্দর ছবি-এর চেয়ে শান্তিপূর্ণ আর কিছুই নেই। এটা সত্য যে মৃত্যুকে বিশ্বাসীদের শেষ শত্রু বলা হয়–১ করিন্থীয় ১৫:২৬। একবার মৃত্যু দরজায় হানা দিলে আর কোন শত্রু থাকে না। মৃতদেহ কবর দেওয়া হয় এবং সেটি পুনরুত্থান পর্যন্ত কবরে বিশ্রাম নেয়, কিন্তু আত্মা স্বর্গে স্থানান্তরিত হয়। ক্যাতাকিসম বলে যে বিশ্বাসীদের মৃতদেহ খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয় যখন তাদের দেহ কবরে পড়ে থাকে। এটা চমৎকার। কিভাবে একটি পচা শরীর ঈশ্বরের সাথে একত্রিত হতে পারে? এর কারণ হল আমরা যখন বিশ্বাসী হই, তখন আমরা খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হই। খ্রীষ্টের আত্মা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে এবং আমাদের অধিকার করে নেয়। আমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দিরে পরিণত হয় এবং ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করেন। এটি দেখার আরেকটি উপায় হল যে আমরা মনপরিবর্তন করার সময় খ্রীষ্টের মধ্যে আনিত হই এবং আমরা তাঁর শরীরের অংশ হয়ে যাই। খ্রীষ্ট হলেন মাথা এবং বিশ্বাসীরা হল দেহের সদস্য, যেমনটি ১ করিন্থীয় ১২-তে

বলা হয়েছে। এখন মানুষ কেবল আত্মা নয়। মনে রাখবেন কিভাবে এটি সৃষ্টিতে করা হয়েছিল; "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্ম্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।" (আদিপুস্তক ২:৭)। মানুষ হল দেহ এবং আত্মা দিয়া নির্মিত। তাই যখন আমরা রূপান্তরিত হই, আমাদের দেহ এবং আত্মা, অর্থাৎ আমাদের সমগ্র ব্যক্তি খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয়। সেই মিলন চিরন্তন এবং কখনও ভাঙা যায় না। পৌল বলেন, "কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি অধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি উর্দ্ধ স্থান কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে পারিবে না" (রোমীয় ৮:৩৮-৩৯)। তাই আমাদের দেহ মূল্যবান এবং এর সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানের সাথে আচরণ করা উচিত। আমাদের দেহে যাই ঘটুক না কেন, সেটি খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয় এবং তারপর পুনরুত্থানে, তা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়।

এখন আমি চাই যে আমরা "আত্মার নিদ্রিত যাওয়া" সম্পর্কে একটু ভাবি। ধর্মবিরোধীদের মধ্যে একটি যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এবং আজও বর্তমান, এই ধারণাটি হল যে আমরা যখন মারা যাই, তখন আত্মা ঘুমায়, বা একরকম স্থগিত অবস্থায় চলে যায়। আপনি এটি আদি মণ্ডলীতে দেখতে পাবেন–এটি আরবের একটি ছোট সম্প্রদায়কে বোঝায় যারা এই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেছিল। তারপরে সংস্কারের সময় কিছু অ্যানাব্যাপ্টিস্ট ছিলেন এবং পরে আরভিনাইটরা এই মত পোষণ করেছিলেন। আজকে যিহোবা উইটনেসরা এটা শেখায়। এর সমর্থনে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক উত্থাপিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, "নিদ্রা" শব্দটি মৃত্যুর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে এটি মনে রাখা উচিত যে এটি শরীর যা নিদ্রা যায়, আত্মা নয়। কখনও কখনও এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে যখন ব্যক্তিদের মৃত অবস্থা থেকে পুনরুত্থিত করা হয়, তখন তারা জীবিত হওয়ার আগে যে অবস্থায় ছিল সে সম্পর্কে তারা কিছুই বলে না। কিন্তু এটা সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে তাদের স্মৃতিগুলোকে ঈশ্বরের দ্বারা পরিষ্কৃত করে দেওয়া হয়। বিকল্পভাবে, এটি হতে পারে যে তারা যা দেখেছে এবং যা অনুভব করেছে তা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। পৌল একবার স্বর্গে একটি আশ্চর্যজনক দর্শন দেখেছিলেন; "আর এমন ব্যাক্তির বিষয়ে আমি জানি সশরীরে কি অশরীরে, তাহা আমি জানি না ঈশ্বর জানেন, সে পরমদেশে নীত হইয়া অকথনীয় কথা শুনিয়াছিল, তাহা বলা মনুষ্যের বিধেয় নয়" (২ করিন্থীয় ১২:৩-৪)। দর্শনটি পৌলের কাছে এতটাই বাস্তব ছিল যে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি শারীরিকভাবে স্বর্গে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন, নাকি এটি কেবল তার মনে হয়েছিল। তিনি যোগ করেছেন যে তিনি এমন শব্দ শুনেছেন যা একজন মানুষের পক্ষে উচ্চারণ করা বৈধ নয়। তিনি যা শুনেছেন তা বলার সুযোগ পাননি। মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও তা হতে পারে।

আরেকটি যুক্তি হল যে গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য দুটি বিচারের দিন প্রয়োজন–একটি যখন ব্যক্তি মারা যায় এবং অন্যটি বিশ্বের শেষ হওয়ার সময়ে। আমরা এটা একভাবে মেনে নিই। যখন একজন মানুষ মারা যায়, তখনই তাকে স্বর্গে বা নরকে পাঠানো হয়। যদি তারা খ্রীষ্টে থাকে তবে তারা স্বর্গে যাবে এবং যদি তারা খ্রীষ্টে না থাকে তবে তারা নরকে যাবে। যাইহোক, দুটি বিচারের দিন সম্পর্কে এই যুক্তি চূড়ান্ত বিচার দিনের উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হয়। এটি ব্যক্তি বিশেষের চূড়ান্ত অবস্থার নিষ্পত্তির জন্য নয়–যা মৃত্যুতে করা হয়, তবে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারকে সত্যায়ন করার জন্য এবং দুষ্টদের দুষ্টতা এবং ধার্মিকদের ভাল কাজগুলি প্রকাশ্যে প্রদর্শন করার জন্য হবে। এটা পরিস্কারভাবে ঈশ্বরের লোকেদেরকে স্বীকার করার জন্য এবং নির্দোষ করার জন্য।

শাস্ত্রের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ রয়েছে যা স্পষ্টভাবে মৃত্যুর পরে আত্মার স্বচেতন হওয়ার বিষয়ে শিক্ষা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ, যীশু, ক্রুশে চোরকে বলেছেন–লূক ২৩:৪৩ পদে "অদ্যই তুমি আমার সাথে পরমদেশে যাবে।" পরিবর্ত্তিত চোর কিছু স্বপ্নময় ধূসর ঘুমের স্থানের দিকে যাচ্ছিল না, বরং স্বর্গের আনন্দের জন্য যাচ্ছিল। পৌল সেই সংঘর্ষের কথা বলেছেন যা তিনি অনুভব করেছিলেন, একদিকে তিনি মরতে এবং আশীর্বাদপূর্ণ স্বর্গে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং অন্যদিকে বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন যেন তিনি মণ্ডলীর জন্য লাভপ্রদ হতে পারেন; "কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট এবং মরণ লাভ। কিন্তু মাংসে যে জীবন, তাহাই যদি আমার কর্ম্মের

ফল হয়, তবে কোনটি মনোনীত করিব, তাহা বলিতে পারি না। অথচ আমি দুইয়েতে সঙ্কুচিত হইতেছি; আমার বাসনা এই যে, প্রস্থান করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কেননা তাহা বহুগুণে অধিক শ্রেয়ঃ, কিন্তু মাংসে থাকা তোমাদের জন্য অধিক আবশ্যক"–ফিলিপীয় ১:২১-২৪। পরমদেশে যে আশীর্বাদ তাঁর আত্মা ভোগ করবে তার জন্য মরে যাওয়া অনেক ভালো। তাঁর জীবনের শেষ দিকে, তিনি মৃত্যুর জন্য উন্মুখ, কারণ তিনি জানেন যে সুখ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে; "কেননা, এখন আমি পেয় নৈবেদ্যের ন্যায় ঢালা যাইতেছি এবং আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমি উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ করিয়াছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়ীয়াছি, বিশ্বাস রক্ষা করিয়াছি। এখন অবধি আমার নিমিত্ত ধার্মিকতার মুকুট তোলা রহিয়াছে; প্রভু, সেই ধর্ম্ময়ম বিচারকর্ত্তা, সেই দিন আমাকে তাহা দিবেন; কেবল আমাকে নয় বরং যত লোক তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ভালবাসিয়াছে, সেই সকলকেও দিবেন"–২ তিমথি ৪:৬-৮।

এখন পারগেতরি সম্পর্কে কয়েকটি কথা। রোমান ক্যাথলিক শিক্ষাতত্ত্ব শেখায় যে মৃত্যুর পরও তিনটি অবস্থান রয়েছে। অবাপ্তাইজিত দুষ্টরা সরাসরি নরকে যায়। সাধুদের, খুব অল্প সংখ্যক যারা তাদের ভাল কাজের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অর্জন করেছেন, তারা সরাসরি স্বর্গে যান। ক্যাথলিকরা বলে, বেশিরভাগ খ্রিস্টান স্বর্গে প্রবেশ করার আগে আরও শুদ্ধিকরণের জন্য পারগেরতরিতে যান। সেখানে তারা তাদের পাপের কারণে আগুন ও কষ্টের শিকার হবে। মৃতদের জন্য প্রার্থনা এবং জনসমাগম করা যেতে পারে, যাতে তাদের পারগেরতরিতে থাকার সময় কম করা যায়। পৃথিবীতে চার্চের মধ্যে শুদ্ধতা প্রদান করার ক্ষমতা রয়েছে, যাতে পারগেরতরিতে ব্যয় করা সময় কমে যায়। কিন্তু শাস্ত্র স্পষ্ট করে যে যখন মৃত্যু হয়, তখন আমরা আমাদের চূড়ান্ত অবস্থায় প্রবেশ করি; "যদি একটি গাছ দক্ষিণে বা উত্তর দিকে পড়ে, যেখানে এটি পড়ে, সেখানেই থাকবে"–উপদেশক ১:১-৩।

শাস্ত্রে এই মতবাদের কোন সমর্থন নেই, বরং এটি অনেকটাই শাস্ত্রের বিপরীত। প্রকৃতপক্ষে, এই মতবাদ আমাদের সমস্ত পাপের জন্য পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য খ্রীষ্টের কাজের যথেষ্টতা অস্বীকার করে। অতএব, এটি খ্রীষ্টের কাজের উপর আক্রমণ। প্রভু যীশু আমাদের পাপ বহন করেছিলেন এবং আমাদের জায়গায় সম্পূর্ণরূপে শাস্তি পেয়েছিলেন; "অতএব খ্রীষ্ট যীশুতে যারা আছে তাদের জন্য এখন কোন দণ্ডাজ্ঞা নেই"–রোমীয় ৮:১। যাইহোক আমাদের দুঃখকষ্ট আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে না। "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চুর্ন হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্ত্তিল এবং তাঁহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।"–যিশাইয় ৫৩:৫। হ্যাঁ, এই জীবনে, আমাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং সংশোধন করা হয়েছে এবং পরীক্ষার আগুন আমাদের শুদ্ধ করে। কিন্তু বিশ্বাসী কখনো শাস্তি পায় না। খ্রীষ্ট আমাদের জায়গায় সমস্ত শাস্তি সহ্য করেছেন। "অতএব, বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে আমাদের শান্তি আছে"–রোমীয় ৫:১। প্রকৃতপক্ষে, খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণের আগে আমাদের পাপ শুদ্ধ করেছিলেন; "... (যখন তিনি নিজে আমাদের) পাপ ধৌত করিয়া উর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন"–ইব্রীয় ১:৩। পরের পৃথিবীতে কেবল দুটি জায়গা রয়েছে-স্বর্গের গৌরব এবং আনন্দ অথবা নরকের দুঃখ।

আসুন ধনী ব্যক্তি এবং লাসারের দৃষ্টান্তের কথা চিন্তা করি, কারণ এটি এই বিষয়ে খুব সহায়ক এবং এটি আমাদের শেখায় যে মৃত্যুর সময় কী ঘটে–লূক ১:৬ এবং ১৯:৩১। আমরা লক্ষ্য করি যে এখানে কোন পারগেতরি নেই–শুধুমাত্র স্বর্গ এবং নরক। এই পৃথিবীতে তাদের জীবনে ধনী ব্যক্তি এবং ভিক্ষুকের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বৈপরীত্য আঁকা হয়। "একজন ধনী লোক ছিল, সে বেগুনি ও সূক্ষ্ম লিনেন পরিধান করত, এবং প্রতিদিন সুন্দরভাবে কাজ করত: এবং লাসার নামে একজন ভিক্ষুক ছিল, যাকে তার ফটকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, ঘা ভর্তি, এবং তাকে খাওয়াতে চায়। ধনী ব্যক্তির টেবিল থেকে পড়ে থাকা টুকরো টুকরো: তাছাড়া কুকুর এসে তার ঘা চেটেছে"–লুক ১৬:১৯-২০। একটিতে সমস্ত ভাল জিনিস ছিল এবং অন্যটিতে সমস্ত দুর্দশা দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সেই ভিক্ষুক যার নাম লাজার, সে তাৎপর্যপূর্ণ। লাসার একটি হিব্রু নাম এলিয়াসরের গ্রীক সমতুল্য। এর অর্থ, "তার স্বাস্থ্য ঈশ্বরের মধ্যে।" তাদের মৃত্যুতে আরও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। লাসার মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার চারপাশে স্বর্গদূত দেখা যায় এবং তাঁরা তার আত্মাকে স্বর্গে নিয়ে যায়। ধনী ব্যক্তির,

সম্ভবত, তার শয্যার চারপাশে শয়তানের বা তার দূতদের আবির্ভাব হয় এবং তারা তার আত্মাকে নরকে নিয়ে যায়; "ধনী লোকটিও মারা গেলে, তাকে কবর দেওয়া হয়, আর নরকে যন্ত্রণার মধ্যে থাকা অবস্থায় সে তার চোখ তুলে চেয়েছিল"–পদ ২২-২৩। নামহীন ধনী ব্যক্তিটি সমস্ত পার্থিব আরাম এবং চিকিৎসা সহায়তা দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং নিঃসন্দেহে একটি বিশাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যেই সে যন্ত্রণায় ছিল। ধনী লোকটি লাসারকে আগুনের মধ্যে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এক ফোঁটা জল দিয়ে পাঠাতে বলে। যখন তা প্রত্যাখ্যান করা হয়, তখন সে লাসারকে তার ভাইদের সতর্ক করার জন্য পাঠাতে বলে, পাছে তাদের শেষ গতি একই জায়গায় নিয়ে আসে। তাই স্পষ্টতই, সে মৃত্যুর পরপরই তার দুঃখের বিষয়ে সচেতন ছিল, যেমন লাসার স্বর্গে তার আনন্দের বিষয়ে ছিল। ধনী লোকটিও দুঃখ ভোগ করছিল যখন তার ভাইয়েরা এই দুনিয়ার আনন্দ উপভোগ করছিল। এর থেকে এটা স্পষ্ট যে আত্মা ঘুমায় না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হয় স্বর্গে বা নরকে যায়।

আসুন এখন মধ্যবর্তী অবস্থা দেখি। শাস্ত্রের আরও একটি আকর্ষণীয় অনুচ্ছেদ যা মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মধ্যে বিশ্বাসীর অবস্থা নিয়ে কাজ করে তা হল ২ করিন্থীয় ৫। এখানে, পৌল বলেছেন যে চূড়ান্ত আনন্দ চূড়ান্ত পুনরুত্থানের অনুসরণ করে; "কারণ আমরা জানি যে যদি আমাদের এই তাম্বুরূপ পার্থিব বাটি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ঈশ্বরদত্ত এই গাঁথনি আমাদের আছে, সেই বাটি অহস্তনির্ম্মিত, অনন্তকালস্থায়ী ও স্বর্গে স্থিত"–২ করিন্থীয় ৫:১। তিনি এখানে যে পার্থিব ঘরের কথা বলেছেন তা স্পষ্টতই এই শারিরিক দেহ। একদিন শীঘ্রই, আমাদের প্রত্যেকে এই দেহটি দ্রবীভূত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করবে। অর্থাৎ আত্মা ও দেহ বিভাজিত হবে। নিস্প্রাণ মৃতদেহকে কবরে রাখা হবে যেখানে তা পচে যাবে। যাইহোক, মৃত তাদের আত্মায় সচেতন অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে। এই পৃথিবীতে ঘর তৈরি হয় হাতে। কিন্তু আমাদের চিরন্তন ঘর, বা আমাদের চিরন্তন দেহ, হাত দিয়ে নয়, ঈশ্বরের দ্বারা তৈরি হবে। চিরন্তন ঘর হল পুনরুত্থান দেহ যা অনন্ত অস্তিত্বের জন্য উপযুক্ত হবে। পৌল বলেন, "কারণ বাস্তবিক আমরা এই তাম্বুর মধ্যে থাকিয়া আর্ত্তস্বর করিতেছি, ইহার উপরে স্বর্গ হইতে প্রাপ্য আবাস পরিহিত হইবার আকাঙ্খা করিতেছি; পরিহিত হইলে পর আমরা ত উলঙ্গ থাকিব না। আর বাস্তবিক এই তাম্বুতে থাকিয়া আমরা ভারাক্রান্ত হওয়াতে আর্ত্তস্বর করিতেছি; কেননা আমরা পরিচ্ছদ বিহীন হইতে বাঞ্ছা করি না, কিন্তু ইহার উপরে পরিহিত হইতে বাঞ্ছা করি, যেন যাহা মর্ত্ত্য, তাহা জীবনের দ্বারা কবলিত হয়" (২-৪ পদ) তিনি বলেন যে আমরা কান্নাকাটি করি। আমরা এমন কিছুর জন্য আকাঙ্খা করছি যা আমাদের কাছে নেই। আমরা নগ্ন আত্মা হতে চাই না। আমরা বস্ত্রহীন হতে চাই না, কিন্তু পোশাক পরা হতে চাই। আমরা শুধুমাত্র পুনরুত্থান মৃত্যু এবং দেহ ও আত্মার বিচ্ছেদ পাপের ফল অনুসরণ করে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পেয়েছি। এটা চুক্তি ভঙ্গকারী হিসাবে আমাদের উপর অভিশাপ হিসাবে আসে। কিন্তু তারপর, পুনরুত্থানে, পাপের সমস্ত প্রভাব এবং অভিশাপ মুছে ফেলা হয়। শরীর ও আত্মা আবার এক হয়ে যায়। মরণশীলতা জীবনকে গ্রাস করে। তাই পৌল জোর দিয়ে বলছেন যে মধ্যবর্তী অবস্থা, যেখানে আত্মা তার শরীর ছাড়া নগ্ন থাকে, আদর্শ নয়, তবুও তিনি দাবি করেন যে এটি বর্তমান অবস্থার থেকে এখনও ভাল। কারণ "যখন আমরা দেহেরূপ গৃহে থাকি, আমরা প্রভুর থেকে অনুপস্থিত"–(৬ পদ)। এখানে আমাদের দেহের নীচে উপস্থিত থাকার অর্থ হল আমরা প্রভু থেকে অনুপস্থিত। তারপর তিনি যোগ করেন, "আমরা আত্মবিশ্বাসী, আমি বলি এবং বরং দেহ থেকে অনুপস্থিত থাকতে এবং প্রভুর সাথে উপস্থিত হতে ইচ্ছুক"–(৮ পদ)। শরীর থেকে অনুপস্থিত থাকা এবং প্রভুর সাথে উপস্থিত হওয়া ভাল। আমাদের প্রিয়জনরা যখন যীশুতে নিদ্রিত হন তখন আমরা খুব সান্ত্বনা পাই। আমরা জানি যে তারা খ্রীষ্টের সাথে এবং স্বর্গে সুখী। আমেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ৩

দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

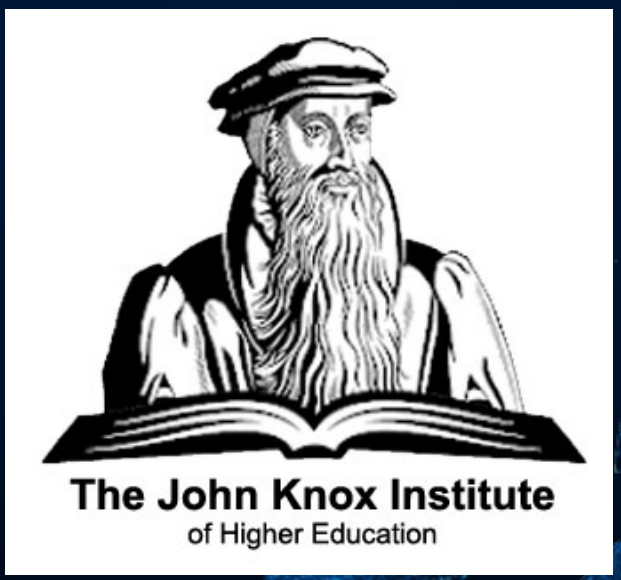

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ৩

দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

আজ আমরা এস্ক্যাটোলজিতে আমাদের তৃতীয় বক্তৃতায় এসেছি এবং আমরা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির বিষয়ে আলোচনা করবো। স্বতন্ত্র এস্ক্যাটোলজি বিবেচনা শুরু করার পরে, মৃত্যু এবং মধ্যবর্তী অবস্থার বিষয়ে কথা প্রসঙ্গ করার পরে, আমি এখন সাধারণ এস্ক্যাটোলজিতে ফিরে যেতে চাই এবং সেই ঘটনাগুলি দেখতে চাই যা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যায়। খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তন মণ্ডলীর এক মহান আশা এবং প্রত্যাশা।

প্রথমত, আমরা দ্বিতীয় আগমনের জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলি দেখব। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের জন্য শাস্ত্রে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হল "অ্যাপোক্যালিপসিস", যার অর্থ "প্রকাশ"। এতে পর্দা অপসারণের ধারণা রয়েছে, এমন কিছু দেখানো হয়েছে যা অন্যথায় লুকানো থাকে। এটি পৌলের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দ, যখন তিনি করিন্থীয়দের বলেন, "এজন্য তোমরা কোন বরে পিছাইয়া পর নাই; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছ; আর তিনি তোমাদিগকে শেষ পর্যন্ত স্থির রাখিবেন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিনে অনিন্দনীয় রাখিবেন"–১ করিন্থীয় ১:৭-৮। এটি ২ থিষলনীকীয় ১:৬-৭ পদেও ব্যবহৃত হয়েছে, "... যাহারা তোমাদিগকে ক্লেশ দেয়, তিনি তাহাদিগকে প্রতিফলরূপে ক্লেশ দিবেন এবং ক্লেশ পাইতেছ যে তোমরা, তোমাদিগকে আমাদের সহিত বিশ্রাম দিবেন, [ইহা তখনই হইবে] যখন প্রভু যীশু স্বর্গ হইতে আপনার পরাক্রমের দূতগণের সহিত জ্বলন্ত অগ্নিবেষ্টনে প্রকাশিত হইবেন।" তাই এটি স্বর্গ থেকে খ্রীষ্টের এই প্রকাশ।

দ্বিতীয় শব্দটি যেটি ব্যবহৃত হয় তা হল "এপিফেনিয়া", যার অর্থ "আবির্ভাব", যেখান থেকে আমরা আমাদের শব্দটি পাই, এপিফেনি। পৌল এই শব্দটি ব্যবহার করেন যখন তিনি তিমথিকে উপদেশ দেন; "তুমি ধর্ম্মবিধি নিশ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় রাখ; প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেই প্রকাশপ্রাপ্তি পর্যন্ত"–১ তিমথি ৬:১৪। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের "প্রকাশপ্রাপ্তি"।

তৃতীয় শব্দটি যেটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল "প্যারোসিয়া", যার অর্থ "আগমন", আর এটি ব্যবহার করা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, মথি ২৪:২৭-এ, "কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক্ হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে" মনুষ্যপুত্রের "প্যারোসিয়া।"

এখন আসুন প্রতিশ্রুত প্রত্যাবর্তনের কথা আলোচনা করি। আমাদের প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে তিনি তাদের ছেড়ে যাবেন। এটি তাদের দুঃখিত করেছিল, কিন্তু তিনি তাদের আশ্বস্ত করেছিলেন যে, "আমি তোমাদের অনাথ ছেড়ে দেব না"–যোহন ১৪:১৮। প্রকৃতপক্ষে, তিনি তাদের ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এটি তাদের উপকারের জন্য হবে; "তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভালো...কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাহাকে পাঠাইয়া দিব"–যোহন ১৬:৭। সান্ত্বনাদাতা, পবিত্র আত্মা, মন্ডলীর সাথে খ্রীষ্টের স্থায়ী উপস্থিতি প্রদান করবেন এবং তিনি খ্রীষ্টের দ্বারা ক্রয়কৃত মুক্তি তাদের জীবনে প্রায়োগিক করে তুলেবন। তিনি তাদের পুনরুত্থিত করবেন, তাদের মধ্যে বসবাস করবেন, তাদের পবিত্র করবেন, তাদের আশ্বস্ত করবেন, তাদের পথ দেখাবেন, তাদের ক্ষমতায়ন করবেন এবং তাদের মহিমান্বিত করবেন। আত্মা তাদের ঈশ্বরের সাথে একত্রিত করবে। যীশু, একজন মানুষ হিসাবে, এক সময়ে এক জায়গায় থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু আত্মা, ঈশ্বর হিসাবে, সর্বব্যাপী। তিনি একযোগে সর্বত্র হতে সক্ষম এবং প্রত্যেক খ্রিস্টানকে সাহায্য করতে সক্ষম, তারা যেখানেই থাকুন না কেন, আর একই সময়ে এটি করতে যীশু তাঁর শিষ্যদের আরও উৎসাহিত করেন, "তোমাদের হৃদয় যেন বিচলিত না হয়; তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ও আমাকেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটিতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত,

তোমাদিগকে বলিতাম; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্ব্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই খানে থাক"–যোহন ১৪:১-৩। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেন যে তিনি আবার ফিরে আসবেন। পূর্বে এক সময়ে, তিনি তাদের পুনরায় ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত থাকার কথা বলে সতর্ক করেছিলেন; "অতএব জাগিয়া থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসিবেন, তাহা তোমরা জান না"–মথি ২৪:৪২। মহাযাজক কায়াফার সামনে বিচার করা হলে তিনি জোর দিয়েছিলেন, "এখন অবধি মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের দক্ষিণ পাশে বসিয়া থাকিতে এবং আকাশের মেঘরথে আসিতে দেখিবে"–মথি ২৬:৬৪, এবং এর ফলে মহাযাজক নিজ পোশাক ছিঁড়ে ফেলেন এবং যীশুকে একজন ঈশ্বর নিন্দাকারী হিসাবে দোষী করেছিলেন। কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্তা একমাত্র ব্যক্তি যিনি কখনও ঈশ্বর নিন্দা করেননি। তিনি সত্য কথা বলেছেন। তাঁর আরোহণের পরে, যখন শিষ্যরা সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন যেখানে তাদের প্রভু অদৃশ্য হয়েছিলেন, তখন সাদা পোশাকে দুজন স্বর্গদূত তাদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে গালিলের লোকেরা, কেন তোমরা স্বর্গের দিকে তাকিয়ে আছ? এই যীশু, যাকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছে, তোমরা যেভাবে তাঁকে স্বর্গে যেতে দেখেছ সেভাবেই তিনি পুনরাই আসবেন"–প্রেরিত ১:১১। খ্রীষ্ট একদিন দৃশ্যমান এবং শারীরিকভাবে ফিরে আসবেন, ঠিক যেমন তিনি মেঘের মধ্যে উঠে গিয়েছিলেন এবং অদৃশ্য হয়েছিলেন।

খ্রীষ্ট আবার কখন আসবেন? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করেছেন কখন খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন। যিহোবা উইটনেস-রা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন হবে ১৮৭৮ সালে। যখন এটি ঘটেনি, তারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে এটি ১৮৮১ সালে হবে। আর যখন তা ঘটেনি, তারা বলেছিল যে এটি ১৯১৪-তে, তারপর ১৯১৮-তে, তারপর ১৯২৫ সালে হবে। তারপর ১৯৭৫-এর কথা বলে। তারা স্পষ্টতই মিথ্যা ভাববাদী। কিছু বছর আগে হ্যারল্ড ক্যাম্পিং, ফ্যামিলি রেডিওর সভাপতি এবং একজন সুপরিচিত বাইবেল শিক্ষককে অনেক প্রখ্যাতি দেওয়া হয়েছিল, যিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন খ্রীষ্ট সেপ্টেম্বর ১৯৯৪-এ ফিরে আসবেন। তিনিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিলেন।

আমাদের প্রভু যীশু বলেছিলেন যে "সেই দিন ও দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন"–মথি ২৪:৩৬। যদি এটি শাস্ত্রের মধ্যে থেকে করা যেতে পারত, তাহলে যীশু তা করতেন। তিনি অনেক কিছু জানতেন যা আমরা জানি না। তিনি ঈশ্বরের বাক্য এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাববাদী, তবুও তিনি দ্বিতীয় আগমনের সময় জানতেন না। যদি অবশ্যই, ঈশ্বর হিসাবে–ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি–তিনি সর্বজ্ঞ এবং তিনি সবকিছু জানেন, কিন্তু একজন মানুষ হিসাবে, তিনি সীমিত। তিনি শুধুমাত্র জানেন তাই জানেন যা ঈশ্বর, আত্মার মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রকাশ করার জন্য চয়ন করেন।। ঈশ্বরের সেই দিনটিকে তাঁর কাছ থেকে এবং আমাদের কাছ থেকেও গুপ্ত রাখার একটি উদ্দেশ্য আছে।

আমাদের কর্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে; "অতএব জাগিয়া থাক; কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই দণ্ড জান না" মথি ২৫:১৩। আমরা বিপজ্জনক সময়ে বাস করি। আমাদের সতর্ক থাকিতে হবে। চারিদিকে অনেক ভ্রান্ত ভাববাদী আছে। পুরাতন নিয়মের সময়ে, যে কেউ ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল আর তা ঘটেনি, তাঁকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়েছিল–দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:২০-২২। যীশু সেই মিথ্যা ভাববাদীদের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন: "তাহলে যদি কেউ তোমাদের বলে, দেখ, খ্রীষ্ট এখানে বা সেখানে; বিশ্বাস করো না। কারণ মিথ্যা খ্রীষ্ট এবং ভ্রান্ত ভাববাদীরা উঠবে এবং মহান চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ দেখাবে। এমনকি যদি সম্ভব হয়, তবে তারা নির্বাচিতদেরকে প্রতারিত করবে"–মথি ২৪:২৩-২৪। হ্যাঁ, সম্ভব হলে, এমনকি নির্বাচিতরাও প্রতারিত হবে। কিন্তু অবশ্যই, এটা সম্ভব নয়; "আর তোমরা সেই পবিত্রতম হইতে অভিষেক পাইয়াছ ও সকলেই জ্ঞান পাইয়াছ"–১ যোহন ২:২০। পিতর বিশ্বাসীদের তাদের সংরক্ষণের বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন; "ঈশ্বরের শক্তিতে তোমরাও পবিত্রাণের নিমিত্ত বিশ্বাস দ্বারা রক্ষিত হইতেছ, যে পরিত্রাণ শেষকালে প্রকাশিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে"–১ পিতর ১:৫।

কিন্তু খ্রীষ্ট কি তাঁর প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে ভুল করেছিলেন এই ভেবে যে এটি তাঁর শিষ্যদের জীবদ্দশায় ঘটবে? উদার শিক্ষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে খ্রীষ্ট তাঁর ফিরে আসার সময়ের বিষয়ে ভুল করেছিলেন। তারা

বলেন যে তিনি ভেবেছিলেন যে তিনি তাঁর শিষ্যদের জীবদ্দশায় থাকাকালীন ফিরে আসবেন। মথি ২৪ -এ, আমাদের অনেক বড় জিনিসের কথা বলা হয়েছে যা ঘটবে এমনকি তাঁর নিজের প্রত্যাবর্তন বিষয়েও বলা হয়েছে। আর তারপর যীশু বলেন, "আমি তোমাদের সত্যি কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখন হইবে না" (৩৪-৩৫ পদ)। উপরে উপরে এটি বোঝায় যে তাঁর প্রত্যাবর্তন বর্তমান কিছু ব্যক্তির জীবদ্দশায় ঘটবে। যাইহোক, আমরা উদার শিক্ষাতত্ত্ব এবং এর অবিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করি। যীশু যদি ভুল করে থাকেন তবে তিনি ঈশ্বরের পুত্র নন এবং তিনি এই কথা বলতে পারেন না। যদি কিছু ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ভুল হয়, তাহলে আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস করতে পারি না। প্রকৃত খ্রিস্টান হিসাবে, তাই, আমাদের সূচনা বিন্দু খ্রীষ্টের এবং শাস্ত্রের নির্ভুলতা।

কিন্তু তাহলে কীভাবে আমরা মথি ২৪-এ যীশুর শিক্ষা বুঝতে পারি? কিছু সুসমাচার প্রচারক এই অধ্যায়ের একটি পূর্ববাদী ধারণাকে অনুসরণ করেন। তাদের জন্য, মথি ২৪ এবং মার্ক ১৩-তে যা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা আসলে ইতিমধ্যেই ঘটেছে। তারা এই ঘটনাগুলিকে জেরুশালেম এবং ইহুদি জাতির ধ্বংসের মধ্যে পরিপূর্ণ হিসাবে দেখেন, যা ৭০ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল। তারা বলেন, যীশু সাধারণ অ্যাপোক্যালিপ্টিক ভাষা ব্যবহার করছেন, যা আমাদের কাছে এই নাটকীয় ঘটনাগুলি বর্ণনা করার জন্য অতিরিক্ত গ্রাফিক বলে মনে হয়। এখন অবশ্যই সেইভাবে অধ্যায়টিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তবে, আমার কাছে, অধ্যায়টি ৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাগুলিকে ছাড়িয়ে যায়, এমনকি এখানে অ্যাপোক্যালিপটিক ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

অন্যরা এটিকে আংশিকভাবে পূর্ববাদী উপায়ে ব্যাখ্যা করে। তারা ৩৫ পদের শেষে অধ্যায়টি বিভক্ত করে। পদ ৩৬ এর আগে যা ঘটেছিল, তা জেরুশালেমের ধ্বংসে পূর্ণ হয়েছিল, কিন্তু তারপরে ৩৬ পদে বিশ্বের শেষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যাইহোক, ৩৬ পদের আগের অংশের ভাষাটি জেরুশালেমের ধ্বংসের সময় যা ঘটেছিল তার বাইরে চলে গেছে বলে মনে হয়, যদিও সেই ঘটনাটি নাটকীয় ছিল।

অবশ্যই, আমরা ৩০ এবং ৩১ পদে যা পড়ি তা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনকে বর্ণনা করে; "আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাইবে, আর তখন পৃথিবীর সমুদয় গোষ্ঠী বিলাপ করিবে এবং মনুশ্যপুত্রকে আকাশে মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসিতে দেখিবে। আর তিনি মহা তুরিধ্বনি সহকারে আপন দূতগণকে প্রেরণ করিবে; তাহারা আকাশের এক সীমা অবধি অন্য সীমা পর্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার মনোনীতদিগকে একত্র করিবেন"–মথি ২৩:৩০-৩১। নিশ্চিতভাবে এটি শুধুমাত্র বিশ্বের শেষ এবং চূড়ান্ত বিচারকে নির্দেশ করতে পারে।

অন্যরা যুক্তি দেয় যে "এই কালের (প্রজন্মটি) লোকদের লোপ হইবে না" "দুষ্ট ও ব্যভিচারী প্রজন্মকে" বোঝায়, যেমনটি তখন উপস্থিত ছিল। সুতরাং ভবিষ্যত সময়ে একটি দুষ্ট এবং ব্যভিচারী প্রজন্ম–সবসময় এমন একটি দুষ্ট প্রজন্ম থাকবে। সব পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের প্রজন্ম শেষ হবে না। অথবা, বিকল্পভাবে, এটি ইহুদি জাতিকে বোঝায়, যে এই সমস্ত জিনিস পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইহুদি জাতি শেষ হয়ে যাবে না। তবে নিশ্চিতভাবে, যদি এটি হয়, তাহলে ব্যবহৃত শব্দটি হবে "জেনোস"–প্রকার বা জাতি, বরং "জিনিয়া"–যার অর্থ "প্রজন্ম"। নতুন নিয়মের অন্য সব জায়গায় যেখানে "জে-নিয়া"–"এই প্রজন্ম"–ব্যবহৃত হয়েছে, এটি সেই প্রকৃত প্রজন্মকে বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ, "কিন্তু আমি কাহার সহিত এই কালের লোকদের তুলনা দিব? তাহারা এমন বালকদের তুল্য, যাহারা বাজারে বসিয়া আপনাদের সঙ্গী দের ডাকিয়া বলে"–মথি ১১:১৬। আরেকটি উদাহরণ হতে পারে; "দক্ষিণ দেশের রানি বিচারের এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন; কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন আর দেখ, শলোমন হইতে মহান্ এই ব্যাক্তি এখানে আছেন"–মথি ১২:৪১। তাই যীশু এখানে তাদের কথা বলছেন যারা জীবিত আছেন এবং সেই সময়ে তারা তাঁর কথা শুনছেন। "এই প্রজন্ম" বলতে বোঝায় যারা তখন উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর কথা শুনছিলেন।

যীশু এখানে কী বলছেন তা বোঝার সর্বোত্তম উপায় হল তাঁকে জিজ্ঞাসা করা মূল প্রশ্নগুলিতে ফিরে

যাওয়া। অধ্যায় শুরু হয় শিষ্যদের যীশুকে মন্দির দেখানোর মাধ্যমে। তারা স্পষ্টতই সুন্দর ভবনগুলির জন্য গর্বিত ছিল। যীশু তাদের উত্তর দেন; "...তোমরা কি এই সকল দেখিতেছ না? আমি তোমাদগকে সত্য কহিতেছি, এ স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকিবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে"–মথি ২৪:২। এটা অবশ্যই শিষ্যদের হতবাক করেছিল। এটা তাদের মনে প্রশ্ন রেখে দেয়েছিল। পরে, যখন তিনি জেরুশালেমের দিকে তাকিয়ে জৈতুন পর্বতে বসেছিলেন, তখন "শিষ্যরা একান্তে তাঁর কাছে এসে," জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের বলুন, এসব কখন হবে? এবং আপনার আগমনের এবং জগতের শেষের চিহ্ন কী হবে?"–(৩ পদ)। সুতরাং এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে যীশুকে এখানে দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। প্রথমে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, মন্দিরটি কখন ধ্বংস হবে? এবং তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, দ্বিতীয় আগমন এবং বিশ্বের শেষ নির্দেশকারী চিহ্নটি কী হবে? এই প্রশ্নগুলির প্রথমটির উত্তর দিতে গিয়ে তিনি উত্তর দেন যে মন্দিরটি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এই বর্তমান প্রজন্ম শেষ হবে না এবং এর সাথে সম্পর্কিত এই সমস্ত জিনিসগুলি পূর্ণ হবে। সুতরাং মথি ২৪ এবং ২৫ ব্যাখ্যা করার অসুবিধা হল যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের দ্বারা পৃথক দুটি ভবিষ্যতের ঘটনা নিয়ে কথা বলে। এটা অনেকটা দূরের পর্বতমালা দেখার মতো। প্রকৃতপক্ষে দুটি পর্বতশ্রেণী অনেক মাইল দ্বারা পৃথক করা হয়েছে, তবে আপনি তাদের কাছে না আসা পর্যন্ত এগুলি দেখতে একটি রেঞ্জের মতো। পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরাও ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে একই বিষয় বলেছেন। আমরা খ্রীষ্টের প্রথম আগমনের সাথে কিছু জিনিস সংযুক্ত দেখি এবং কিছু জিনিস খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাথে যুক্ত, কিন্তু ভবিষ্যতে, আমরা এই জিনিসগুলিকে কিছুটা একত্রিত হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। এক সময়ে, ভাববাদীরা খ্রীষ্টের প্রথম আগমনের কথা বলছেন এবং তারপরে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কথাও বলছেন। তাই এখানে খ্রীষ্টের সাথে, তিনি ভবিষ্যতের ঘটনা বর্ণনা করছেন। কিছু প্রসঙ্গে, তিনি স্পষ্টভাবে জেরুশালেমের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করছেন এবং তারপরে তিনি বিশ্বের শেষের বর্ণনা দিয়েছেন। তারপরে তিনি আবার জেরুশালেমের ধ্বংসের দিকে ফিরে আসেন।

তাই যীশু যখন বলেন, "এই সব কিছু পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই লোকেরা লোপ পাবে না বা এই প্রজন্ম অতিক্রম করবে না, তিনি স্পষ্টতই শিষ্যদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, আর মন্দিরের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করছেন, যখন একটি পাথর অন্য পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল না। যখন প্রাথমিক খ্রিস্টানরা "বিধ্বংসীর ঘৃণ্যতা" অর্থাৎ সম্রাটের উপাসনার সাথে রোমান সেনাবাহিনীর দৃষ্টিভঙ্গি দেখেছিল, তখন তারা খ্রীষ্টের কথায় মনোযোগ দিয়েছিল। খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "তখন যাহারা যিহূদিয়াতে থাকে, তাহারা পাহার অঞ্চলে পলায়ন করুক" (১৬ পদ); আর তারা আসলে জেরুশালেম শহর থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এবং তাই তারা জেরুশালেমের ধ্বংস থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সুতরাং ১৫ থেকে ২০ পদ স্পষ্টভাবে জেরুশালেমের ধ্বংসের বিষয়ে প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেয়। যাইহোক, পদ ১৪ বা ২৭ বা ৩০ থেকে ৩১ পদে, তিনি স্পষ্টতই তাঁর নিজের আগমন এবং জগতের শেষের কথা বলছেন। ৩৪ এবং ৩৫ পদে, তিনি ধ্বংস হয়ে যাওয়া মন্দিরে ফিরে আসেন এবং ৭০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনার কথা স্পষ্টভাবে বলছেন। আবার, ৩৬ পদে তিনি বিশ্বের শেষের কথা বলছেন।

এখন আরও কিছু অনুচ্ছেদ রয়েছে যা খ্রীষ্টের আসন্ন প্রত্যাবর্তনকে বোঝায়। যীশু একবার বলেছিলেন, "আর তাহারা যখন তোমাদিগকে এক নগরে তাড়না করিবে, তখন অন্য নগরে পলায়ন করিও; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের কাজ শেষ হইবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র না আইসেন"–মথি ১০:২৩। নিশ্চিতভাবে এটি শিক্ষা দেয় যে খ্রীষ্ট শিষ্যদের জীবদ্দশায় ফিরে আসবেন। কিন্তু এই আগমন তাঁর ক্ষমতায় আসার কথাকে বোঝায়। আর তিনি তাঁর নিজের পুনরুত্থানে এবং পেন্টেকস্টে তাঁর আত্মার দ্বারা ক্ষমতায় এসেছিলেন। শিষ্যরা, তাঁর পুনরুত্থান এবং পেন্টেকস্ট পর্যন্ত অবশিষ্ট সময়ে, ইস্রায়েলের প্রতিটি শহরে সুসমাচার প্রচার করতে সক্ষম হবেন না। যীশু বলেছিলেন, "অইহুদীদের পথে যেও না এবং শমরীয়দের কোন শহরে প্রবেশ করো না, বরং ইস্রায়েল হারানো পরিবারের মেষদের কাছে যাও"–মথি ১০:৫-৬। পেন্টেকস্টের পরে, প্রভু, মহান আদেশ, নির্দেশ দেন যে সুসমাচার সমস্ত জাতির কাছে প্রচার করা উচিত, কেবল ইহুদিদের কাছে নয়–মথি ২৮:১৮-২০। একইভাবে, মার্কের সুসমাচারে আমাদের খ্রীষ্টের কথা রয়েছে; "এবং তিনি তাদের বললেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যারা এখানে

দাঁড়িয়ে আছে, যারা স্বর্গরাজ্য না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুর স্বাদ পাবে না, যা ঈশ্বরের শক্তি সঙ্গে আসবে।" এই অনুচ্ছেদটি অবিলম্বে রূপান্তরের একটি বিবরণ দ্বারা অনুসরণ করা হয়, যেখানে ঘোমটা সামান্য তুলে নেওয়া হয় এবং খ্রীষ্টের রাজত্ব ও গৌরব আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু খ্রীষ্টের রাজ্য শক্তি নিয়ে এসেছিল মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে এবং পেন্টেকস্টের দিনে তাঁর আত্মা ঢেলে দেওয়ায় মাধ্যমে এসেছিল।

তাহলে আমাদের কাছে প্রশ্ন হল, আমাদের কি আশা করা উচিত যে খ্রীষ্ট যে কোন দিন ফিরে আসতে পারেন? যীশু বলেছিলেন যে তাঁর প্রত্যাবর্তন নোহের দিনে যেমন হয়েছিল সেরকম হবে। তারপর, নোহ জাহাজে প্রবেশ করার দিন পর্যন্ত, তারা খাওয়া-দাওয়া করছিল, বিয়ে করছিল এবং আনন্দ করছিল, আর ততপরে বন্যা এসে তাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত কী হয়েছিল তা তারা বুঝতে পারেনি। আর যীশু সতর্ক করেছেন, "অতএব সজাগ থেকো, কারণ তোমরা জান না কোন সময়ে তোমাদের প্রভু আসবেন"–মথি ২৪:৪২। এটা লোটের দিনেও একই রকম ছিল বলে বলা হয়েছে; "লোটের দিনেও যেমন ছিল; তারা খেয়েছে, তারা পান করেছে, তারা কিনেছে, তারা বিক্রি করেছে, তারা রোপণ করেছে, তারা নির্মাণ করেছে; কিন্তু যেদিন লোট সদোম থেকে বের হয়ে গেলেন, সেদিনই আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিল"–লূক ১৭:২৮-২৯। আমাদের সতর্ক করা হয়েছে, "লোটের স্ত্রীর কথা মনে রেখো।" ফিরে তাকাবেন না; খ্রীষ্টের আগমন প্রতি আপনার চোখ রাখুন। প্রভু যীশু রাতে চোরের মতো আসবেন। "অতএব তোমরাও প্রস্তুত হও; কেননা এমন একটি সময়ে যখন তোমরা এই বিষয়ে চিন্তাও করবে না মনুষ্যপুত্র এসে উপস্থিত হবেন"–মথি ২৪:৪৪।

খ্রীষ্ট, অবশ্যই, দুটি উপায়ে আসতে পারেন। তিনি মৃত্যুতে আসতে পারেন, আমাদের অনন্ত গৃহে নিয়ে যেতে পারেন। অথবা তিনি দ্বিতীয় আগমনে আসতে পারেন, চূড়ান্ত বিচারের সূচনা করে। পৌল খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছেন; "কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, বিশেষ বিশেষ কালের ও সময়ের বিষয়ে তোমাদের কিছু লেখা অনাবশ্যক। কারণ তোমরা আপনারা বিলক্ষণ জান, রাত্রিকালে যেমন চোর, তেমনি প্রভুর দিন আসিতেছে। লোকে যখন বলে, শান্তি ও অভয়, তখনই তাহাদের কাছে যেমন গর্ভবতীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, তেমনি আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত হয়; আর তাহারা কোন ক্রমে এরাইতে পারিবে না। কিন্তু ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের ন্যায় তোমাদের উপরে আসিয়া পড়িবে"–১ থিষলনীকীয় ৫:১-৪। তাদের ঘুমানো উচিত নয়, কিন্তু প্রভুর ফিরে আসার প্রতি সজাগ করা উচিত। প্রভুর দিন, অর্থাৎ, বিচারে তাঁর ফিরে আসার দিন, হঠাৎ আসবে এবং অনেককে অবাক করে দেবে। পিতর আরও সতর্ক করেছেন; "কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে; তখন আকাশমণ্ডল হূহূ শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলিন হইবে এবং পৃথিবী ও তাঁহার মধ্যবর্ত্তী কাজ সকল পুড়িয়া যাইবে।" এইরূপে যখন এই সমস্তই বিলীন হইবে, তখনপবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিতে কিরূপ লোক হয় তোমাদের উচিত। ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে সেইরূপ হয় চাই, যে দিনের হেতু আকাশমণ্ডল জ্বলিয়া বিলীন হইবে এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া গলিয়া যাইবে"–২ পিতর ৩:১-১২। আবার, খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের আকস্মিকতার উপর জোর দেওয়া হয়।

কিন্তু আমরা এটির জন্য অপেক্ষা করছি এবং খ্রীষ্টের শীঘ্রই আসার জন্য প্রার্থনা করছি। প্রকাশিত বাক্যে শেষ কথাগুলিও প্রাসঙ্গিক এবং একটি আসন্ন প্রত্যাবর্তনের কথা বলে; "যিনি এই বিষয়গুলির সাক্ষ্য দেন তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আমি দ্রুত আসব; আমেন। আসুন, হে প্রভু যীশু, আসুন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সাথে থাকুক। আমেন"–প্রকাশিত বাক্য ২২:২০-২১। খ্রীষ্ট নিজেই আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি ফিরে আসবেন। দুই হাজার বছর কেটে গেছে। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে, হাজার বছর এক দিনের মতো, তাই তাঁর আগমন শীঘ্রই হবে।

কিন্তু তারপরও, খ্রীষ্টের ফিরে আসার আগে কী এমন কিছু ঘটনা আছে যা ঘটতে হবে? কিছু খ্রিস্টান মনে করে যে তারা প্রতিদিন উঠছে যে এটি খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের দিন হতে পারে। আমাদের কি এমন হওয়া উচিত– যীশুর আবির্ভাবের জন্য ক্রমাগত অন্বেষণ করা? আমাদের অবশ্যই প্রতিদিন সজাগ থাকা উচিত এবং প্রার্থনা করা উচিত, আর খ্রীষ্টের আগমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। এমনকি

যদি খ্রীষ্ট আজ ফিরে না আসেন, এই দিনই এই পৃথিবীতে আমাদের শেষ দিন হতে পারে। আমরা স্বর্গের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। যাইহোক, এমনও হতে পারে যে এই মনোভাব ভুলভাবে চরম পর্যায়ে যেতে পারে। থিষলনীকীয় মণ্ডলী এতে বিচলিত হয়েছিল, "খ্রীষ্টের দিন সন্নিকট"–২ থিষলনীকীয় ২:২। এই শিক্ষার ফলস্বরূপ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের সাধারণ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল এবং অপেক্ষা করছিল বিশ্বের শেষের । কিন্তু পৌল তাদের এই কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি লেখেন, "কেহ কোন মতে যেন তোমাদিগকে না ভুলায়; কেননা প্রথমে সেই ধর্ম্ম ভ্রষ্টতা উপস্থিত হইবে এবং সেই পাপপুরুষ, সেই বিনাশ সন্তান প্রকাশ পাইবে" –২ থিষলনীকীয় ২:৩। পরে, একই পত্রে, তিনি তাদের সতর্ক করেছেন যারা তাদের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন তাদের তিনি বলেন; "কারণ আমরা যখন তোমাদের সাথে ছিলাম, তখনও আমরা তোমাদের এই আদেশ দিয়েছিলাম যে, কেউ যদি কাজ না করে তবে সে যেন খাবারও না খায়। কেননা আমরা শুনি যে, তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করে, কাজ করে না, কিন্তু ব্যস্ত। এখন আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা এই ধরনের লোকদেরকে আদেশ ও উপদেশ দিই যে, তারা যেন নীরবে কাজ করে এবং নিজেদের রুটি ভক্ষন করে"–২ থিষলনীকীয় ৩:১০-১২। সুতরাং এটি থেকে স্পষ্ট যে খ্রীষ্টের ফিরে আসার আগে কিছু জিনিস ঘটবে। এখানে, আমাদের ধর্ম্ম ভ্রষ্টতা হবে যা প্রথমে ঘটতে হবে, আর পাপ-পুরুষের বা খ্রীষ্টবিরোধীর প্রকাশ প্রাপ্তি হবে। রোমীয় ১১-এ, খ্রীষ্টের ফিরে আসার আগে আমাদের অন্য কিছুর কথা বলা হয়েছে- ইহুদিদের খ্রীষ্টের মধ্যে মনপরিবর্তন করা। এখন, অবশ্যই, এই ঘটনাগুলি দ্রুত ঘটতে পারে, কিন্তু এটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে খ্রীষ্ট আজকে ফিরে আসতে পারেন না।

এখন আমি চাই আমরা শেষের লক্ষণগুলো নিয়ে ভাবি। যীশুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনার আগমন এবং জগতের শেষের চিহ্ন কী হবে?"–মথি ২৪:৩। লক্ষণগুলির একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। অনেক প্রতারক, মিথ্যা ভাববাদী এবং মিথ্যা খ্রীষ্ট থাকবে। যুদ্ধ এবং যুদ্ধের শব্দ হবে। অনেক জায়গায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী বা মহামারী এবং ভূমিকম্প হবে। খ্রিস্টানদের খ্রীষ্টের সাথে তাদের সম্পর্কের জন্য সমস্ত জাতির দ্বারা নির্যাতন, হত্যা এবং ঘৃণা করা হবে। অনেকে অসন্তুষ্ট হবে, বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাবে এবং এমনকি খ্রিস্টান ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অনেকে বিশ্বাস ত্যাগ করবে। সুসমাচার সমস্ত জাতির কাছে প্রচার করা হবে; মহাক্লেশ হবে–মথি ২৪:২৪-২৮।

আমরা ইতিমধ্যেই খ্রীষ্ট-বিরোধী বা পাপ-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছি যা এখনও প্রকাশ পাইনি। যোহন আমাদের খ্রীষ্ট-বিরোধী এবং অনেক খ্রীষ্ট-বিরোধীদের সম্পর্কেও বলেন; "শিশুগণ, শেশকাল উপস্থিত, আর তোমরা যেমন শুনিয়াছ যে, খ্রীষ্টারি আসিতেছে, তেমনি এখনই অনেক খ্রীষ্টারি হইয়াছে; ইহাতে আমরা জানি যে, শেষকাল উপস্থিত। তাহারা আমাদের হইতে বাহির হইয়াছে; কিন্তু আমাদের ছিল না; কেননা যদি আমাদের হইত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকিত কিন্তু তাহারা বাহির হইয়াছে, যেন প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, সকলে আমাদের নয়"–১ যোহন ২:১৮-১৯। যোহনের দিনে খ্রীষ্টবিরোধীরা ইতিমধ্যেই ছিল, কিন্তু সামনে এক বৃহৎ খ্রীষ্টবিরোধী রয়েছে।

দানিয়েল অধ্যায় ৭-এ, আমরা ক্ষুদ্র শৃঙ্গ সম্পর্কে বলা হয়েছে যেটি অন্য তিনজন রাজাকে স্থানচ্যুত করে, যা শিং দ্বারাও প্রকাশ করা হয়েছে; "আর তাহার মস্তকে স্থিত দশ শৃঙ্গের তথ্য ও যে অন্য শৃঙ্গ উথিয়াছিল, যাহার সাক্ষাতে তিন শৃঙ্গ পরিয়া গেল; সেই শৃঙ্গ, যাহার চক্ষু ও দর্পবাক্যবাদী মুখ ছিল, সহচরগণ অপেক্ষা যাহার বিপুল দৃশ্য ছিল, সেই শৃঙ্গের তথ্য জানিতে চাহিলাম। আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, সেই শৃঙ্গ পবিত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে জয় করিল; যে পর্যন্ত না সেই অনেক দিনের বৃদ্ধ আসিলেন, আর পরাৎপরের পবিত্রগণের হস্তে বিচার ভার দত্ত হইল এবং পবিত্রগণের রাজত্ব ভোগের সময় উপস্থিত হইল" (২০-২২ পদ)। আর তারপরে, "সে পরাৎপরের বিপরীতে কথা কহিবে, পরাৎপরের পবিত্রগণকে শীর্ন করিবে এবং নিরূপিত সময়ের ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিবে এবং এক কাল, [দুই] কাল ও অর্দ্ধ কাল পর্যন্ত তাহারা তাহার হস্তে সমর্পিত হইবে। পড়ে বিচার বসিবে, তাহার কর্ত্তত্ব তাহা হইতে নীত হইবে শেষ পর্যন্ত তাহার ক্ষয় ও বিনাশ করা যাইবে" পদ ২৫-২৬। দশটি শিং রোমান সম্রাটদের নির্দেশ করে বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে তিনজন ছোট শিং দ্বারা স্থানচ্যুত হয়েছে, যা রোমের পোপদের নির্দেশ করে বলে মনে হয়, যারা

সম্রাটদের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং রোমের ক্ষমতা অব্যাহত রাখে এবং যারা নিজেদের বিষয়ে মহান কথা বলে, আর বিশাল দাবি করে, কিন্তু যারা প্রভুর সাধুদের অনেক নিপীড়িত করে। তারা এটি করেছিল বিশেষত সংস্কারের সময়, যখন রোমান ক্যাথলিকে হাজার হাজার শহীদ হয়েছিল।

তখন পাপ পুরুষের কথা চিন্তা করুন। পৌল এই পাপ-পুরুষের সম্বন্ধে আমাদের বলেন; "যে প্রতিরোধী হইবে ও 'ঈশ্বর' নামে আখ্যাত বা পূজ্য সকলের হইতে আপনাকে বড় করিবে, এমন কি, ঈশ্বরের মন্দিরে বসিয়া আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া দেখাইবে। তোমাদের কি মনে পড়ে না, আমি পূর্ব্বে যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তোমাদিগকে এই সকল বলিয়াছিলাম? আর সে যেন স্বসময়ে প্রকাশ পায়, এই জন্য কিসে তাহাকে বাধা দিয়া রাখিতেছে, তাহা তোমরা জান। কারণ অধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব এখনই কার্য্য সাধন করিতেছে; কেবল এখন এক জন যে পর্য্যন্ত সে দূরীভূত না হয়, বাধা দিয়া রাখিতেছে। আর তখন সেই অধর্ম্মী প্রকাশ পাইবে, যাহাকে প্রভু যীশু আপন মুখের নিশ্বাস দ্বারা সংহার করিবেন, ও আপন আগমনের প্রকাশ দ্বারা লোপ করিবেন। সেই ব্যক্তির আগমন শয়তানের কার্য্যসাধন অনুসারে মিথ্যার সমস্ত পরাক্রম ও নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণ সহকারে হইবে, এবং যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে অধার্ম্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হইবে; কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সত্যের প্রেম গ্রহণ করে নাই। আর সেই জন্য ঈশ্বর তাহাদের কাছে ভ্রান্তির কার্য্যসাধন পাঠান, যাহাতে তাহারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করিবে; যেন সেই সকলের বিচার হয়, যাহারা সত্যে বিশ্বাস করিত না, কিন্তু অধার্ম্মিকতায় প্রীত হইত"–১ থিষলনীকীয় ২:৪-১১।

এই পাপ-পুরুষ, বা খ্রীষ্টবিরোধীদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ তাকে নিরোর মতো নির্যাতিত রোমান সম্রাট হিসেবে দেখেন। অন্যরা মনে করেন যে এটি ভবিষ্যতের কিছু মহান ব্যক্তিকে বোঝায়। সংস্কারক এবং পিউরিটানদের মধ্যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হল যে এটি রোমের পোপ। উদাহরণ স্বরূপ, ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ বলে, "প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া মণ্ডলীর অন্য কোন প্রধান নেই; বা রোমের পোপ কোন অর্থেই এর প্রধান হতে পারেন না; কিন্তু সেই খ্রীষ্ট-বিরোধী, সেই পাপ-পুরুষ এবং ধ্বংসের পুত্র, যে নিজেকে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে মণ্ডলীতে এবং যাকে ঈশ্বর বলা হয় তাঁর উপরে নিজেকে তুলে ধরেন"–এটি স্বীকারোক্তির অধ্যায় ২৫ ভাগ ৬ এ পাবেন। পৌলের দিনে খ্রীষ্টবিরোধী আত্মা ইতিমধ্যেই কাজ করছিল এবং তাই অতীতের সাথে পোপদের ধারাবাহিকতা রয়েছে, অর্থাৎ, সত্যিকারের সাধুদের নিপীড়নের ক্ষেত্রে রোমের সম্রাটদের সাথে। খ্রীষ্টবিরোধী স্পষ্টতই গির্জার মধ্যে কেউ, কারণ তিনি ঈশ্বরের মন্দিরে বসেন। তিনি ঈশ্বরের মতো অবস্থান দাবি করেন। পোপরা মণ্ডলীর রাজা বলে দাবি করেন, একটি মুকুট বা ত্রি-স্তরীয় মুকুট পরা, পৃথিবীতে মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে খ্রীষ্টের অবস্থান গ্রহণ করেন। আর রোম তার জাল অলৌকিক ঘটনা এবং মিথ্যা আশ্চর্যের জন্যও কুখ্যাত হয়েছে। এটি প্রতারণার সাথে কাজ করে এবং যারা ঈশ্বরের বাণীর সত্যকে ভালবাসে না তারা এর মিথ্যা শিক্ষার দ্বারা বিপথে পরিচালিত হয়।

প্রকাশিত বাক্যে, আমরা মহান বেশ্যা, ব্যাভিচারিদের–মাতার কথা পড়ি–প্রকাশিত বাক্য ১৭ অধ্যায়ে, যে একটি শহর- মহান ব্যাবিলনকেউ ইঙ্গীত করে। সে যীশুর শহীদদের রক্তে পানে মত্ত। সে সাত মাথা বিশিষ্ট একটি পশুর উপর উপবিষ্ট। আর এটি আমাদের জন্য সাতটি পর্বত হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার উপর মহিলাটি বসে আছে। প্রথম শতাব্দীতে ব্যাবিলন কোন শহর ছিল না, কিন্তু রোম সাতটি পাহাড় বা সাতটি পাহাড়ের উপর নির্মিত শহর। পিতরকে সাধারণত রোম থেকে লিখছে বলে মনে করা হয়, যখন তিনি স্থানীয় মণ্ডলী থেকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন যেখানে তিনি ছিলেন; "তোমাদের সহমনোনীতা বাবিলস্থা [মণ্ডলী] এবং আমার পুত্র মার্ক তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন"–১ পিতর ৫:১৩। এই মহিলাকে আমাদের জন্য আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "আর তুমি যে নারিকে দেখিলে, সে ঐ মহানগরী, যাহা পৃথিবীর রাজগণের উপর রাজত্ব করিতেছে" প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৮। আর ...মেষশাবকের সাথে যুদ্ধ করিবে–(১৪ পদ)। কিন্তু সেটি ধ্বংস হয়ে যান; "...পড়িল পড়িল মহতী বাবিল; সে ভূতগণের আবাস, সমস্ত অশুচি আত্মার কারাগার, ও সমস্ত অশুচি ও ঘৃণার্হ পক্ষির কারাগার হইয়া পরিয়াছে"–প্রকাশিত বাক্য ১৮:২। সে খ্রীষ্টের বধূ–নতুন জেরুশালেমের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে আছে; "আর আমি দেখিলাম, পবিত্র নগরী, নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকত হইতে, নামিয়া আসিতেছে; সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল"–প্রকাশিত বাক্য ২১:২।

ঐতিহ্যগতভাবে, সংস্কারক এবং পিউরিটানরা বাভিচ্যারি ব্যাবিলনকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধি হিসাবে দেখেছিল। অনেক আধুনিক সংস্কারবাদী ধর্মতাত্ত্বিক এটিকে দেখেন, বরং, বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করে এবং খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলীর প্রতি তার শত্রুতা। এটা লক্ষণীয় যে, ব্যাভিচারিনী পৃথিবীর রাজাদের থেকে আলাদা যারা তার সাথে ব্যভিচার করেছে এবং পৃথিবীর বণিকদের যারা তার কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করে ধনী হয়েছে। সুতরাং, রাজা এবং বণিকরা ব্যাভিচারিনী থেকে আলাদা। রোমান ক্যাথলিক চার্চ লক্ষ লক্ষ ধার্মিক পুরুষ ও নারীকে শহীদ করেছে এবং তবুও তারা খ্রীষ্টের বধূ বলে দাবি করে। রোমান সাম্রাজ্য তার সম্রাটদের সাথে প্রথম শতাব্দীতে প্রেরিত এবং বিশ্বাসীদের অত্যাচার করেছিল, কিন্তু পরে রোমান ক্যাথলিক চার্চ পরিবর্তিত হয়েছিল, তার পোপদের পরিচালনার দ্বারা, যা পরবর্তী দিনগুলিতে সংস্কারকদের নিপীড়ন করেছিল।

শেষের এই লক্ষণগুলো অনেকাংশে পূরণ হয়েছে। সুসমাচার এখন সমস্ত জাতির কাছে প্রচার করা হয়। খ্রিস্টান সব দেশে পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প এবং যুদ্ধ হয়েছে। মহামারী আছে–এই করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে এবং সরকার ও বিজ্ঞানীরা করোনভাইরাস মোকাবেলা করতে অনেক কষ্ট পাচ্ছেন। মণ্ডলীর মধ্যে একটি মহৎ পতন হয়েছে এবং অনেকের ভালবাসা শিথিল হয়েছে। বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস-একজন জেসুইট-কে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি চতুর এবং ধূর্ত মনে হচ্ছে। এমনকি তিনি ঈশ্বরের সত্যিকারের রক্তে কেনা সন্তানদের বিরোধিতা করে ওয়ান ওয়ার্ল্ড চার্চে মুসলমানদেরকে তার ব্যানারে প্রবেশ করার চেষ্টা করছেন।

তবে, এখনও একটি চিহ্ন রয়েছে যা খ্রীষ্টের ফিরে আসার আগে পূরণ হওয়ার দরকার এবং তা হল ইহুদিদের মনপরিবর্তন। আর আগের চেয়ে আজ অনেক বেশি ইহুদি মনপরিবর্তন করছে। আমরা ভবিষ্যতের বক্তৃতায় এটি বিবেচনা করব। ইহুদিদের মনপরিবর্তন হওয়ার পরে, একটি পতন হবে এবং একটি সংক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক অন্ধকার সময় হবে; “সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে সে পৃথিবীর কোণে স্থিত জাতিগণকে, গোগ ও মাগোগকে, ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে; তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রে বালুকার তুল্য। তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিত্য নগরটি ঘেরিল; তখন স্বর্গ হইতে অগ্নি পরিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল” প্রকাশিত বাক্য ২০:৭-৯। তীব্র নিপীড়ন হবে এবং পৃথিবীতে মণ্ডলীর অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে। এটি হার্মাগেডনের তথাকথিত যুদ্ধ হবে। তারপর যখন অন্ধকার সবচেয়ে বেশি হবে, প্রভু ফিরে আসবেন। তিনি সমস্ত মানবজাতির বিচার করবেন এবং শয়তান ও তার সঙ্গীদের আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করবেন এবং যারা তার পাশে থাকবে তাদের সবাইকেও করবেন। তিনি তাঁর সন্তানদের স্বর্গে গ্রহণ করবেন, চিরকাল তাঁকে উপভোগ করার জন্য। আমেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ৪

প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ৪

প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

আমরা এখন এস্ক্যাটোলজিতে আমাদের চতুর্থ বক্তৃতায় এসেছি। আজকের জন্য আমাদের বিষয়বস্তু হল প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা। এই পুস্তকটি অনেকের কাছে রহস্যময় প্রমাণিত হয়েছে। এর ভাষা এবং চিত্রকল্প চিত্রানুগ। এটি নতুন নিয়মের অন্যান্য বই থেকে বেশ আলাদা, কিন্তু পুরাতন নিয়মের অনুরূপ অংশ রয়েছে যেখানে আমরা এই অ্যাপোক্যালিপটিক ভাষাটি খুঁজে পাই, উদাহরণস্বরূপ, যিহিস্কেল এবং দানিয়েলের পুস্তকগুলিতে। কিছু শিক্ষাতাত্ত্বিক এবং ভাষ্যকার প্রকাশিত বাক্যকে এড়িয়ে যান এর চিত্রকল্প ব্যাখ্যা করার বিশেষ অসুবিধার কারণে। ক্যালভিন, উদাহরণস্বরূপ, এটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রদান করেনি। যাইহোক, এটি শাস্ত্রে রয়েছে, এটি একটি উদ্দেশ্যের জন্য রয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে, যখন সঠিকভাবে এটি ব্যাখ্যা করা হয়, এটি আমাদের দুর্দান্ত উৎসাহ দিতে পারে। এটি আমাদের সুবিধার জন্য এবং বিশেষত অসুবিধায় এবং নিপীড়নের সময়ে আমাদের উৎসাহিত করার জন্য রয়েছে।

এই বইটির ব্যাখ্যা করার জন্য মূলত চারটি ভিন্ন পন্থা রয়েছে। প্রথমত, প্রিটারিস্ট ভিউ (পুর্ণতাপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি) আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত বাক্যকে অতীতের ঘটনা বর্ণনা হিসাবে বিবেচনা করে। পূর্ববাদীদের যুক্তি, প্রথম শতাব্দীতে বইয়ের সবকিছু ইতিমধ্যেই ঘটেছে। জেরুশালেমের ধ্বংসযজ্ঞ এই ব্যাখ্যায় প্রধানভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত। তারা বলে যে লেখক রোমান সাম্রাজ্যের মন্দতা এবং মণ্ডলীর নিপীড়ন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তাঁর প্রত্যয় প্রকাশ করতে গ্রাফিক চিত্র ব্যবহার করেন যে ঈশ্বর তার মণ্ডলীকে উদ্ধার করতে হস্তক্ষেপ করবেন। এই ধরনের অন্তর্ব্যাখ্যা উদার ধর্মতাত্ত্বিকদের পক্ষপাতী। এই পদ্ধতির মধ্যে অবশ্যই কিছু সত্য আছে। কয়েকটি অনুচ্ছেদ প্রথম শতাব্দীতে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনামূলক। এছাড়াও, প্রথম শতাব্দীর সঙ্গে বইটিকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করা উচিত ও যথোপযুক্ত, কারণ এটি তখনকার বিদ্যমান মণ্ডলীর জন্য লেখা একটি বই ছিল, সেইসাথে বহু শতাব্দী ধরে মণ্ডলীর জন্যই এই প্রযোজ্য। প্রকাশিত বাক্য বইটিকে প্রথম শতাব্দীর নির্যাতিত বিশ্বাসীদের জন্য উৎসাহ প্রদানকারি হিসাবে দেখা ঠিক। যাইহোক, বইটিকে প্রথম শতাব্দীতে সংঘটিত ঘটনাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা একেবারে শুরুতে নিজের সম্পর্কে বইটির নিজের সাক্ষ্যের ইঙ্গীতে অনুপযুক্ত; “যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য, ঈশ্বর যাহা তাঁহাকে দান করিলেন, যেন তিনি, যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে, সেই সকল আপন দাসগণকে দেখাইয়া দেন; আর তিনি নিজের দূত প্রেরণ করিয়া আপন দাস যোহনকে তাহা জ্ঞাত করিলেন” প্রকাশিত বাক্য ১:১। এখানে আমাদের স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বইটি ভবিষ্যতের ঘটনাগুলির সাথে সম্পর্কিত, “ঘটনা যা ঘটবে।”

তারপর দ্বিতীয়ত, (হিস্তরিক্যাল ভিউ) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এই পদ্ধতিটি প্রকাশিত বাক্যকে প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাসের একটি প্যানোরামিক দৃশ্য নির্ধারণ হিসাবে দেখে। এই ধরনের ভাষ্যকাররা এটিকে যোহনের দিন থেকে বিশ্বের শেষ অবধি একটি ধারাবাহিক গল্প হিসাবে দেখেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খ্রিষ্টান মণ্ডলীতে এই পদ্ধতিটি একটি সাধারণ পদ্ধতি ছিল এবং এটি কিছু সংস্কারক অনুসরণ করে। কিন্তু গির্জার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্ব কিভাবে বইটির সাথে সম্পর্কিত তা নিয়ে অনেক বিরোধ রয়েছে। বিভিন্ন দোভাষী এই পদ্ধতি অনুসরণ করে, কিন্তু খুব ভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে আসে। ঐকমত্যের অভাব এই পন্থা যে সঠিক তা বোঝাতে সাহায্য করে না। এছাড়াও, এটি ইউরোপীয় ইতিহাসের সাথে আচরণ করার প্রবণতা রাখে এবং বাকি বিশ্বকে উপেক্ষা করে। যাইহোক, আবার, কিছু আছে এটিতে সত্য, যতটা না এটি ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বইটির উপর জোর দেয়।

তারপর তৃতীয়ত, (ফিউচারিস্ত ভিউ) ভবিষ্যতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আছে। ভবিষ্যতবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত বইটিকে সম্পূর্ণরূপে দেখে, অধ্যায় চার থেকে শুরু করে, পৃথিবীর শেষের কথা উল্লেখ করে। বইটি যোহনের দিনে বা তখনকার ঘটনাগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়, তবে এর সমস্ত কিছু খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলির সাথে

ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি সম্পর্কিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি দ্বিতীয় আগমন এবং খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের উপর জোর দিতে সহায়ক, যা বইয়ের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব, কিন্তু বইটিকে বর্তমান এবং অতীত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা ভুল।

চতুর্থত, (পোয়েটিক ভিউ) কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি জোর দেয় যে বইটি প্রথম শতাব্দীতে এবং তারপর থেকে নির্যাতিত খ্রিস্টানদের উৎসাহিত করার সাথে সম্পর্কিত। গ্রাফিক ভাষা কল্পনাপ্রসূত উপায়ে ঈশ্বরের বিজয় বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। প্রতীকী ভাষাটি আসলে যা ঘটবে তার বর্ণনা হিসাবে নেওয়া উচিত নয়, তবে কেবল খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্যের চূড়ান্ত বিজয় বর্ণনা করার একটি কাব্যিক উপায়। যদিও এই সামগ্রিক ধারণা এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে অবশ্যই সত্যতা রয়েছে, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সমস্যাটি হল যে, এই বইটির প্রথম পদটি দাবি করে যে এটি আসলে এক ভবিষ্যদ্বাণী।

তাহলে, আমরা কিভাবে বইটির ব্যাখ্যা করব? সর্বোত্তম পন্থা নিম্নরূপ। যে মতামতগুলি দেওয়া হয়েছে তার একটিও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নয়, যদিও সেগুলির মধ্যে সত্যের দানা রয়েছে। তাহলে আমরা কিভাবে বইটির ব্যাখ্যা করব? আমি বিশ্বাস করি যে উইলিয়াম হেড্রিকসেন, তার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য, শিরোনামে, বিজয়ীদের চেয়ে বেশি, প্রকাশিত বাক্য ব্যাখ্যা করতে আমাদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করে। আমি তার সমস্ত ব্যাখ্যা অনুসরণ করি না, তবে তাঁর সাধারণ রূপরেখা খুবই সহায়ক। তিনি বইটিকে প্রথম শতাব্দীর খ্রিস্টানদের উৎসাহিত করার জন্য লেখা দিয়ে শুরু করেন যারা গুরুতর নিপীড়নের শিকার হয়েছিল এবং অবশ্যই, শতাব্দী ধরে আমাদের বাকিদের উৎসাহিত করার জন্যও লিখেছেন। সুতরাং এতে, তিনি আংশিকভাবে Preterists দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেন, কিছু ঘটনাকে যোহনের বইটি লেখার পূর্বেই বাস্তবে সংঘটিত হিসাবে দেখেন। তিনি আদর্শবাদীদের অনুসরণ করেন, বইটিকে উৎসাহ প্রদানকারী হিসাবে দেখে, কেবল গোপনীয়তা প্রকাশ করার জন্য নয়। তিনি ঐতিহাসবিদদের প্রশংসা করেন যে তাদের পূর্বাভাসিত ইতিহাসের উপর জোর দেন এবং ভবিষ্যতবাদীদের দ্বিতীয় আগমনের উপর জোর দেন। যাইহোক, মূলত তিনি বইটিকে সাতটি বিভাগ নিয়ে গঠিত হিসাবে দেখেন যা সমান্তরাল এবং তাদের প্রত্যেকটি খ্রীষ্টের প্রথম থেকে দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত নতুন নিয়মের ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করে। বইটিতে সংখ্যাগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং সাতটি নিখুঁত সংখ্যা এবং মণ্ডলীর সংখ্যা। বেশিরভাগ ভাষা অবশ্যই প্রতীকী, এবং বৈশিষ্ট্যগতভাবে অ্যাপোক্যালিপ্টিক এবং আক্ষরিক অর্থে নেওয়া উচিত নয়।

আমরা এখন বইটি সংক্ষিপ্তভাবে দেখব এবং এর বিভিন্ন বিভাগগুলি দেখবো। সুতরাং প্রথম অধ্যায়, অধ্যায় ১ থেকে ৩। এই বিভাগে সাতটি সোনার প্রদিপের মধ্যে খ্রীষ্টকে বর্ণনা করা হয়েছে, যা মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করে। খ্রীষ্টকে তাঁর উচ্চ মহিমায় রাজা এবং মণ্ডলীর প্রধান হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এটি শাসন ও রক্ষায় সক্রিয়ভাবে জড়িত। এশিয়ার সাতটি মণ্ডলী প্রকৃতপক্ষে প্রথম শতাব্দীর এশিয়া মহাদেশের প্রকৃত মণ্ডলী ছিল। যাইহোক, তারা খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সমস্ত যুগে মণ্ডলীর প্রতিনিধি। সাতটি, যেমনটি আমরা লক্ষ্য করেছি, সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত সংখ্যা এবং মণ্ডলীর সংখ্যা। এই চিঠিগুলি আজকের মণ্ডলীগুলির জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, উভয়ই মণ্ডলীর মন্দকে তিরস্কার করে এবং মণ্ডলীগুলিকে বিশ্বস্ত হতে উৎসাহিত করে এবং অন্ধকার দিনে এবং নিপীড়নের দিনগুলিতে খ্রীষ্টের পক্ষে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় বিভাগ, অধ্যায় ৪ থেকে ৭, এই বিভাগে সাতটি সীলমোহর সহ বইটির বর্ণনা রয়েছে। প্রথমত, আমাদের স্বর্গে একটি দর্শন দেওয়া হয় এবং সেখানে আমরা সিংহাসন দেখতে পাই যা স্বর্গ ও পৃথিবীকে শাসন করে। যখন পৃথিবীতে শক্তিশালী, নিপীড়ক শক্তি আছে এটা সত্যি কী এক উৎসাহের বিষয় নয়। সদপ্রভু রাজত্ব করেন; পৃথিবী উল্লাসিত হউক, দ্বীপসমূহ আনন্দ করুক" গীতসংহিতা ৯৭:১। তারপর সিংহাসনে ঈশ্বরের হাতে একটি পুস্তক (পাণ্ডুলিপি) চিত্রিত হয়েছে। আর এই পুস্তকটি স্পষ্টতই বিশ্বের এবং বিশেষ করে তাঁর মণ্ডলীর বিষয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে ধারণ করে।

প্রাথমিকভাবে বইটি খোলার যোগ্য কাউকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু তারপর যিহূদা গোত্রের সিংহ এগিয়ে যায় এবং বইটি নেয় এবং সীলমোহরটি খোলেন। এই সিংহটি খ্রীষ্ট ছাড়া আর কেউ নয়, ঈশ্বরের মেষশাবক যাকে পৃথিবীর পাপ দূর করার জন্য হত্যা করা হয়েছিল। তিনি আবির্ভূত হন "যাঁহাকে যেন বধ করা হইয়াছিল"–প্রকাশিত বাক্য ৫:৬।

তাই এটি আমাদেরকে কালভেরির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সীলমোহর খোলা হল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের প্রকাশ, বা নতুন নিয়মের ব্যবস্থায় খ্রীষ্টের শাসন। যতক্ষণ না তাঁর শত্রুরা তাঁর পায়ের তলায় অনুশাসিত হয় ততক্ষণ তিনি শাসন করবেন। এই অধ্যায়টি শেষ হয় ঈশ্বরের মন্ডলীতে সংরক্ষিত এবং স্বর্গে বিশ্রাম ও শান্তিতে; "আমি

তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার প্রভু, তাহা আপনিই জানেন। তিনি আমাকে কহিলেন, ইহারা সেই লোক, যাহারা সেই মহাক্লেশের মধ্য হইতে আসিয়াছে এবং মেষশাবকের রক্তে আপন আপন বস্ত্র ধৌত করিয়াছে ও শুক্লবর্ণ করিয়াছে। এই জন্য ইহারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সন্মুখে আছে এবং তাহারা দিবারাত্র তাঁহার মন্দিরে তাঁহার আরাধনা করে, আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি ইহাদের উপরে আপন তাম্বু বিস্তার করিবেন। ইহারা আর কখন ক্ষুধিত হইবে না এবং ইহাদিগেতে রৌদ্র বা কোন উত্তাপ লাগিবে না; কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন এবং জীবনজলের উনুইয়ের নিকটে গমন করাইবেন, আর ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছিয়া দিবেন।" প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৪-১৭।

তৃতীয় বিভাগটি ৮ থেকে ১১ অধ্যায় পর্যন্ত। এই বিভাগে বিচারের সাতটি তুরীর বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী বিভাগটি সেই ক্লেশগুলি বর্ণনা করে যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের লোকেরা এই পৃথিবীতে অতিক্রম করে। তাই বিচার ও নিপীড়নের সীলমোহরগুলো বিচারের তূরীকে প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে। তাড়িত মণ্ডলীর প্রার্থনার উত্তরে, ঈশ্বর বহু শতাব্দী ধরে স্থল, সমুদ্র এবং বায়ুতে তাঁর মহামারী পাঠান। তাই আবার, এই বিভাগটি আগেরটির সমান্তরাল। খ্রীষ্টের কষ্টের বেদি থেকে ধূপের সাথে নিবেদিত ধার্মিকদের প্রার্থনা শোনা হয় এবং তাদের নির্যাতকদের শাস্তি দেওয়া হয়। খ্রীষ্ট শাসন করছেন, সংযত করছেন এবং তাঁর শত্রুদের জয় করছেন। আবার, শেষ বিন্দু হল চূড়ান্ত বিচার; "আর জাতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তোমার ক্রোধ উপস্থিত হইল, আর মৃত লোকদের বিচার করিবার সময় এবং তোমার দাস ভাববাদিগণকেও পবিত্রগণকে ও যাহারা তোমার নাম ভয় করে, তাহাদের ক্ষুদ্র ও মহান সকলকে পুরস্কার দিবার এবং পৃথিবীনাশকদিগকে নাশ করিবার সময় উপস্থিত হইল।"–প্রকাশিত বাক্য ১১:১৮।

চতুর্থ বিভাগ হল ১২ থেকে ১৪ অধ্যায় পর্যন্ত। প্রকাশিত বাক্যের প্রথমার্ধ যা আমরা সবেমাত্র দেখেছি তা পৃথিবীতে মণ্ডলীর সংগ্রামকে ব্যাখ্যা করে, কীভাবে এটি নির্যাতিত হয় এবং কীভাবে এটির প্রতিশোধ নেওয়া হয়, সুরক্ষিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়। প্রকাশিত বাক্যের দ্বিতীয়ার্ধ, যার দিকে আমরা এখন ফিরেছি, গভীর আধ্যাত্মিক পটভূমি বর্ণনা করে। খ্রীষ্ট এবং তাঁর মণ্ডলী শয়তান এবং তার সহযোগীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়। এই বিভাগ, অধ্যায় ১২ থেকে ১৪ আমাদের কাছে বর্ণনা করে কিভাবে নারী এবং পুরুষ শিশুটি ড্রাগন এবং তার সাহায্যকারীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়। মানব-সন্তানের জন্ম স্পষ্টতই খ্রীষ্টের জন্মকে বোঝায়, তাই এটি আমাদের নতুন নিয়মের যুগের শুরুতে নিয়ে যায়। শিশু যীশু খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণ করেন, কিন্তু ড্র্যাগন মহিলা এবং তার বীজের সাথে যুদ্ধ করে, যা অবশ্যই মণ্ডলী। খ্রীষ্ট এবং তার মণ্ডলী ড্রাগন দ্বারা নির্যাতিত হয়, শয়তানের প্রতিনিধিত্ব করে।

অধ্যায় ১৩-র পশুদের বিষয়ে, আমি হেন্ড্রিকসেন থেকে কিছুটা বিচ্যুত হব এবং ঐতিহ্যগত সংস্কারকৃত ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করব, যা পশুদেরকে খ্রীষ্টবিরোধী প্রতিনিধিত্ব করে। প্রথমটি সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়, যা জাতিগুলির প্রতিনিধি - একটি ভয়ঙ্কর, তাড়নাকারী জন্তু, আর একটি চিতাবাঘ, একটি ভালুক এবং একটি সিংহের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে হবে যা আদি মণ্ডলীকে ভয়ঙ্করভাবে তাড়িত করেছিল। এটাকে আজকের নিপীড়নকারী সরকার হিসেবেও দেখা উচিত। পৃথিবী থেকে জন্তুটিকে দুটি শিংওয়ালা মেষশাবকের মতো দেখায় এবং সিংহের মতো কথা বলে। এটি পোপতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মনে হচ্ছে। পোপ খ্রীষ্টের জায়গায় নিজেকে দাবি করেছিলেন, যিনি ঈশ্বরের মেষশাবক। তিনি ভদ্রতার ভান করেন, কিন্তু একটি ড্রাগনের মতো কথা বলেন, অহংকারীভাবে নিজেকে ঈশ্বরের মুখপত্র বলে দাবি করেন এবং তিনি প্রাক্তন ক্যাথেড্রার মতো কথা বলেন। তিনি এবং তার মিথ্যা মণ্ডলী ঈশ্বরের সত্যিকারের সন্তানদের তাড়না করে, যারা এই মিথ্যা মেষশাবক এবং এর অনুসন্ধানের জন্য অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেছিল। এটি দানিয়েল ৭:৮-এর ছোট্ট শৃঙ্গের মতো একই ব্যক্তি। সত্য মন্ডলীর সংখ্যা সাতটি, কিন্তু মিথ্যা মণ্ডলীর সংখ্যা - খ্রীষ্টবিরোধী মণ্ডলীর সংখ্যা, ছয়, ছয়, ছয়– প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৮। এটি সাতটি থেকে চ্যুত এবং এটি ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে যা গুরুত্বপূর্ণ তা অনুপস্থিত।

"ব্যাবিলনের পতন হয়েছে"–প্রকাশিত বাক্য ১৪:৮. ব্যাবিলন হল খ্রীষ্টবিরোধী মণ্ডলী এবং নতুন জেরুশালেমের বিপরীত, যা খ্রীষ্টের মণ্ডলী। আবার, এই অধ্যায়টি বিশ্ব ইতিহাসের শেষে দুষ্ট এবং জন্তু ও ড্রাগনের অনুসারীদের বিচারের সাথে শেষ হয়; "তাহাতে ঐ দূত পৃথিবীতে আপন কাস্ত্যা লাগাইয়া পৃথিবীর দ্রাক্ষাগুচ্ছ ছেদন করলেন, আর ঈশ্বরের রোষের মহাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। পরে নগরের বাহিরে ঐ কুণ্ডে তাহা দলন করা গেল, তাহাতে কুণ্ড হইতে রক্ত বাহির হইল এবং অশ্বগণের বলগা পর্যন্ত উঠিয়া এক সহস্র ছয় শত তীর ব্যাপ্ত হইল" প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৯-২০। খ্রীষ্টের অনুসারী হিসাবে, আমরা বিজয়ী পক্ষের দিকে আছি।

এখন পঞ্চম বিভাগ হল অধ্যায় ১৫ এবং ১৬। এই বিভাগে ড্রাগন এবং পশুদের অনুসারীদের উপর ঢেলে

দেওয়া ক্রোধের সাতটি বাটির বর্ণনা করা হয়েছে। এটি বিচারের সাতটি সীলমোহর খোলার সমান্তরাল এবং দণ্ডের সাতটি তূরী বাজানো হয়েছে। যারা সুসমাচার প্রত্যাখ্যান করতে অবিরত থাকে তাদের কী হবে তা এই বিভাগটি বর্ণনা করে। তাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধের সাতটি শেষ আঘাত ঢেলে দেওয়া হবে। প্রথমত, আমাদের বলা হয়েছে কাঁচের সমুদ্রের কথা এবং যারা ড্রাগন এবং জন্তুদের উপর বিজয়ী হয়েছে। এখানে লোহিত সাগরের কাছে ইস্রায়েলীয়দের এক চিত্র আঁকা হয়েছে, তারা মিশরীয়দের উপর জয়লাভ করেছিল, জয়গান গাইছে। তাই এখন, "আর তাহারা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের গীত গায়, বলে, "মহৎ ও আশ্চর্য তোমার ক্রিয়া সকল, হে প্রভু ঈশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্; ন্যায্য ও সত্য তোমার মার্গ সকল, হে জাতিগনের রাজন্। যে প্রভু, কে না ভীত হইবে? এবং তোমার নামের গৌরব কে না করিবে? কেননা একমাত্র তুমিই সাধু, কেননা সমস্ত জাতি আসিয়া তোমার সন্মুখে ভজনা করিবে, কেননা তোমার ধর্ম্মক্রিয়া সকল প্রকাশিত হইয়াছে" প্রকাশিত বাক্য ১৫:৩-৪। ক্রোধের বাটিগুলি পৃথিবীতে, সমুদ্র, নদী, সূর্য, পশুর আসন ইত্যাদির উপর ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। যারা সুসমাচারের আলোকে প্রত্যাখ্যান করবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। হার্মাগেডনের মহান যুদ্ধে, জাতিগুলি সত্যিকারের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে এটিকে ধ্বংস করার জন্য জড়ো হয়, কিন্তু খ্রীষ্ট চূড়ান্ত বিচারে তাঁর লোকদের উদ্ধার করতে ফিরে আসেন। আমাদের বলা হয়েছে যে "তাহাতে মহানগরী তিন ভাগে বিভক্ত হইল এবং জাতিগনের নগর সকল পতিত হইল এবং মহতী বাবিল্কে ঈশ্বরের সাক্ষাতে স্মরণ করা গেল, যেন ঈশ্বরের ক্রোধের রোষমদিরাতে পুর্ণ পানপাত্র তাঁহাকে দেওয়া যায়। আর প্রত্যেক দ্বীপ পালয়ান করিল ও পর্ব্বতগণকে আর পাওয়া গেল না" প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৯-২০। আবার, লক্ষণীয় যে ভ্রান্তদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ শেষ হল। তাদের উপর যে মহামারী আসে, সেই মহামারীগুলি মিশর দেশে যেগুলি এসেছিল তার চেয়েও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর।

এখন বিভাগ ছয় যার মধ্যবর্ত্তি রয়েছে ১৭-১৯ অধ্যায়। এই বিভাগে মহান ব্যভিচারি, ব্যাবিলন এবং পশুদের পতনের বর্ণনা রয়েছে। অধ্যায় ১৭ বর্ণনা করে যে মহিলাটি বেগুনি এবং লাল রঙের পোশাকে সজ্জিত এবং সোনা এবং মূল্যবান পাথর দিয়ে সজ্জিত, "আর সেই নারী বেগুনিয়া ও সিন্দূরবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা এবং সুবর্ণে ও মূল্যবান্ মনিতে ও মুক্তায় মন্দিতা এবং তাহার হস্তে সুবর্ণময় এক পানপাত্র আছে, ইহা ঘৃনাহ্য দ্রব্যে ও তাহার বেশ্যাক্রিয়ার মালিন্যে পরিপূর্ণ"–৪:১৭ পদ। এই মহান ব্যাবিলন, সাধুদের রক্ত পান করে মত্ত হয়েছে, ঈশ্বরনিন্দার নামে পূর্ণ একটি পশুর উপর চড়েছে, যার সাতটি মাথা এবং দশটি শিং রয়েছে। সাতটি মাথাকে সাতটি পাহাড় হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার উপর শহরটি নির্মিত হয়েছে–স্পষ্টতই, এটি আবারও রোমের একটি উল্লেখ। দশটি শিং হল দশজন রাজা যারা পশুর সাথে রাজত্ব করে। তারা মেষশাবকের সাথে যুদ্ধ করে। আমরা মনে করি রোমের সম্রাটরা কীভাবে প্রথম শতাব্দীতে খ্রিস্টান মণ্ডলীর বিরুদ্ধে নিজেদের স্থাপিত করেছিল। পরবর্তীতে, রোমান পোপরা তাদের স্থান গ্রহণ করেন এবং ঈশ্বরের প্রকৃত মণ্ডলীকে নিপীড়ন করেন। কেউ কেউ এই মহান শহরটিকে ব্যাখ্যা করেন, যেমন হেনড্রিকসেন করেন, বিশ্ব এবং এর বিরোধিতায় মণ্ডলী। পৃথিবী হল আনন্দ-পাগল, বিলাসবহুল, অহংকারী এবং খ্রিস্টান-বিরোধী সংস্কৃতি ও নিপীড়নের কেন্দ্র। তবে, আমি বিশ্বাস করি, বিংশ শতাব্দীর আগে বেশিরভাগ সংস্কারক এবং সংস্কারবাদী শিক্ষাতাত্ত্বিকদের সাথে, ব্যাবিলনকে মিথ্যা মণ্ডলী হিসাবে দেখা ভালো - রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টবিরোধী, খ্রীষ্টের ভান করা বধূ যে তাদের ধর্মানুষ্ঠান দিয়ে অনেককে প্রতারিত করে, দাবি করে অসম্পূর্ণতা, পাপকে ক্ষমা করতে সক্ষম হওয়ার ভান করে, আর দাবি করে যে যারা এর সদস্যপদে রয়েছে তাদের ছাড়া আর কারও কাছে পরিত্রাণ নেই এবং ঈশ্বরের প্রকৃত সাধুদের নিপীড়ন করে। যদি ব্যাবিলনকে বিশ্বের সাথে সমান করা হয়, তবে এটিকে একটি শহর হিসাবে আলাদা করা কঠিন যারা এর পতনের জন্য শোক করে, অর্থাৎ পৃথিবীর রাজা এবং বণিকদের থেকে। যদি মহতী ব্যাবিলনকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাথে সমতুল্য করা হয়, তবে এটি সহজেই দেখা যায় যে কীভাবে এর পতন তাদের জন্য দুঃখের কারণ যারা এটির সাথে ব্যবসার মাধ্যমে তাদের সম্পদ এবং ক্ষমতা অর্জন করে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ হল বিশাল সম্পদ এবং প্রভাবের একটি প্রতিষ্ঠান, এমন কি আজকের বর্তমান দিন পর্যন্তও। বেশ্যা খ্রীষ্টের নববধূ–সত্যিকারের মণ্ডলীর সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়েছে। আর যদি নতুন জেরুশালেম, খ্রীষ্টের বধূ, মণ্ডলী হয়, তাহলে কেন ব্যাভিচারি বা মিথ্যা বধূ, মিথ্যা মণ্ডলী হবে না?

কিন্তু তারপর, খ্রীষ্ট আবির্ভূত হন; "পরে আমি দেখিলাম, স্বর্গ খুলিয়া গেল, আর দেখ, শ্বেতবর্ণ একটি অশ্ব; যিনি তাঁহার উপরে বসিয়া আছেন, তিনি বিশ্বাস্য ও সত্যময় নামে আখ্যাত এবং তিনি ধর্ম্মশীলতায় বিচার ও যুদ্ধ করেন। তাঁহার চক্ষু অগ্নিশিখা এবং তাঁহার মস্তকে অনেক কিরীট এবং তাঁহার একটি লিখিত নাম আছে, যাহা তিনি

ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। আর তিনি রক্তে ডুবান বস্ত্র পরিহিত এবং "ঈশ্বরের বাক্য" এই নামে আখ্যাত। আর স্বর্গস্থ সৈন্যগণ তাঁহার অনুগমন করে, তাহারা শুক্লবর্ণ অশ্বে আরোহী এবং শ্বেত শুচি মসীনা বস্ত্র পরিহিত। আর তাঁহার মুখ হইতে এই তীক্ষ্ণ তরবারি নির্গত হয়, যেন তদ্দ্বারা তিনি জাতিগণকে আঘাত করেন; আর তিনি লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে শাসন করিবেন এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধরূপ মদিরাকুণ্ড দলন করেন" প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১-১৫। মেষশাবক এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যর্থতার জন্য নিশ্চিত। পশু এবং ভন্ড ভাববাদী এবং যারা পশুর চিহ্ন গ্রহণ করে, অর্থাৎ পশুর অনুসারী, তাদের আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হয়। খ্রীষ্ট এবং তাঁর মণ্ডলী সর্বদা বিজয়ী হবে।

পরবর্তী, সপ্তম বিভাগের মধ্যে রয়েছে ২০-২২ অধ্যায়। বইটির এই শেষ অংশটি অতল গহ্বরে শয়তানকে আটকে রাখার এবং পরে শয়তানের এবং সমস্ত মানবজাতির বিচার এবং চূড়ান্ত অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। সেইসঙ্গে এখানে নতুন জেরুশালেম এবং নতুন আকাশ এবং নতুন পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে। এখন, আমি চাই আমরা বিশেষ করে প্রকাশিত বাক্য ২০ এর দিকে তাকাই। এই অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা এখানে হাজার বছর বা সহস্রাব্দের (হাজার বছরের) উল্লেখ পেয়েছি, যার চারপাশে বিভিন্ন ইস্ক্যাটোলজিকাল দৃষ্টিভঙ্গি উত্থিত হয়েছে এবং তাই আমাদের এটির জন্য আরও সময় দিতে হবে। মূলত, তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, যদিও স্পষ্টতই, এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির অনেক বৈচিত্র রয়েছে।

প্রথমত, প্রাক-বর্ষসহস্র (Premillennialism) আছে, আর এটি বলে যে খ্রীষ্ট একদিন জেরুশালেমে রাজা হিসাবে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন এবং তাঁর রাজত্ব এক হাজার বছর ধরে চলবে। আদি মণ্ডলীর সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি অতি সাধারণ রূপে গ্রহনযোগ্য ছিল এবং এর নাম ছিল চিলিয়াজম। সংস্কারের সময় অ্যানাব্যাপ্টিস্টদের দ্বারা এই চিন্তাধারাটি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। এটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে এডওয়ার্ড আরভিংয়ের শিক্ষার কারণে কিছু লোকের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এটি ছিল রবার্ট মারে এম'চেইন, অ্যান্ড্রু এবং হোরাটিয়াস বোনার এবং সি.এইচ. স্পারজিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি। ডিসপেনসেশনালিজম, যা প্রাক সহস্রাব্দীবাদ বটে, এটি খ্রিষ্টান ব্রাদারেন এবং আমেরিকার মৌলবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিও হয়ে ওঠে এবং স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল এবং রেডিও এবং টিভি দ্বারা জনপ্রিয় হওয়ার কারণে বিংশ শতাব্দীতে ইভাঞ্জেলিক্যাল পরিসরে প্রাধান্য পায়। আমরা পরবর্তী বক্তৃতায় আরও বিশদে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি দেখব।

দ্বিতীয় মত হল বর্ষসহস্র-উত্তর। এই দৃষ্টিভঙ্গি বলে যে আশীর্বাদের একটি দীর্ঘ সময় থাকবে, খ্রীষ্টের মন্ডলীর জন্য মহান আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির, যা হাজার বছরের সাথে সমান হবে, যদিও এটিকে আক্ষরিক অর্থে এক হাজার বছর হিসাবে নেওয়া যায় না। আশীর্বাদযুক্ত বর্ষসহস্রের পরে, আধ্যাত্মিকভাবে পতন ঘটবে, প্রচণ্ড তাড়নার সময় হবে এবং তারপর খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন। সুতরাং খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তন বর্ষসহস্র এর পরে হবে সেটি হল বর্ষসহস্র-উত্তর। ইংরেজ ও ডাচ পিউরিটানদের মধ্যে এবং প্রাথমিক স্কটিশ ও আমেরিকান শিক্ষাতাত্ত্বিকবিদদের মধ্যেও এই মতই প্রচলিত ছিল। এটি হবে জোনাথন এডওয়ার্ডস, দ্য হজেস, আলেকজান্ডার, বিবি ওয়ারফিল্ড এবং অন্যান্য অনেক ধ্রুপদী সংস্কারধর্মী শিক্ষাতত্ত্ববিদদের অধিষ্ঠিত অবস্থান।

তারপর তৃতীয় অবস্থান। আমরা প্রাক- বর্ষসহস্রের কথা দেখেছি যা বলে খ্রীষ্ট বর্ষশস্রের পূর্বে আসবেন; আমরা দেখেছি বর্ষসহস্র-উত্তর, যা বলে খ্রীষ্ট বর্ষশস্রের পরে আসবেন এবং এখন দেখবো বর্ষসহস্র-বিরোধী । এই দৃষ্টিভঙ্গি বলে বর্ষসহস্র নেই, বা বরং, সম্পূর্ণ নতুন নিয়মের যুগকে বর্ষসহস্র হিসাবে দেখা হবে। সংস্কারবাদী শিক্ষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা আজকের দিনে এটিই সবচেয়ে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হবে। বিংশ শতাব্দীর ডাচ এবং ডাচ আমেরিকান শিক্ষাতাত্ত্বিকরা, যেমন হারমান ব্যাভিঙ্ক, লুইশ বারকোফ এবং উইলিয়াম হেন্ড্রিকসেন এই মতবাদের প্রচার করেছিলেন। এটি দৃষ্টিভঙ্গিতে হতাশাবাদী হওয়ার প্রবণতা রাখে, খ্রীষ্টের ফিরে না আসা পর্যন্ত জিনিসগুলি আরও খারাপ থেকে খারাপ হওয়ার প্রত্যাশা করে, যা খুব শীঘ্রই হতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে উচ্চতর সমালোচনা আন্দোলন, বিবর্তনবাদী চিন্তাধারা এবং যুক্তিবাদের কঠোর প্রভাব দ্বারা এটি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয়, যা মণ্ডলীগুলিতে এসেছিল এবং মূল মণ্ডলীগুলিকে ধ্বংস করেছিল এবং এটি দুই ধ্বংসাত্মক বিশ্বযুদ্ধের দ্বারা আরও তীব্র হয়েছিল। যেটি বিংশ শতাব্দীতে হয়েছিল।

প্রকাশিত বাক্য ২০ শুরু হয় একটি স্বর্গদূত ড্রাগনকে বন্দী করছে এই দিয়ে, পুরানো সর্প স্পষ্টতই এদনে উদ্যানে হবাকে প্রতারিত করার একটি উল্লেখ। এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করার জন্য, আমাদের বলা হয়েছে যে শয়তান এবং শয়তানকে আবদ্ধ করা হয়েছিল। স্বর্গদূতের একটি চাবি এবং একটি বড় শিকল রয়েছে এবং যা দিয়ে

শয়তানকে এক হাজার বছরের জন্য বেঁধে রাখে। আরও, আমাদের বলা হয়েছে যে স্বর্গদূত শয়তানকে অতল গর্তে ফেলেছিলেন এবং তাকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন–স্পষ্টতই একটি তালা বন্দী করা হয়েছিল এবং অতল গর্তে তার উপর একটি মুদ্রাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন, যাতে সে হাজার বছর পর্যন্ত জাতিদের আর প্রতারণা করতে না পারে এবং তারপর তাকে অল্প সময়ের জন্য মুক্ত করা হবে। কেউ কেউ প্রকাশিত বাক্যের এর ভাষাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে, তবে আমাদের অবশ্যই এটি করার বিরুদ্ধে খুব সতর্ক থাকতে হবে কারণ ভাষাটির বেশিরভাগ অংশ স্পষ্টতই প্রতীকী। আপনি, উদাহরণস্বরূপ, একটি শিকল দিয়ে একটি আত্মা বন্ধী করতে পারবেন না। কাউকে শৃঙ্খলিত করার জন্য একটি দেহের প্রয়োজন এবং শয়তানের কোন শরীর নেই। তাই শিকল, তালা এবং সীলমোহর হল এক চিত্র বিশেষ এবং হাজার বছরকে কেবল একটি দীর্ঘ সময় হিসাবে দেখা উচিত।

তাহলে প্রশ্ন জাগে যে শয়তানের এই বাঁধন কবে হবে বা হয়েছে? হেনড্রিকসেন আমাদেরকে সুসমাচারগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং শয়তানের বাঁধনকে দেখেন যেটি খ্রীষ্ট ক্রুশে করেছিলেন। তিনি অনুচ্ছেদের উল্লেখ করেছেন যেমন খ্রীষ্ট বলেছেন, "আর অগ্রে সেই বলবান্ ব্যাক্তিকে না বাঁধিলে কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্রব্য লুট করিতে পারে না; কিন্তু বাঁধিলে পর সে তাহার ঘর লুট করিবে"–মার্ক ৩:২৭। তিনি খ্রীষ্টকে সেই একজন হিসাবে দেখেন যিনি শয়তানের রাজ্য বন্দী করতে পারেন এবং এই সুসমাচার প্রচার করে সেই রাজ্য লুণ্ঠন করা যেতে পারে। খ্রীষ্টের মৃত্যুর আগে, ইস্রায়েলের ক্ষুদ্র ভূমি ছাড়া সমগ্র বিশ্ব বিধর্মীদের অন্ধকারে ঢলে ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণের পরে পেন্টেকস্টের দিন আসে এবং তারপরে মণ্ডলীর মিশনারি সম্প্রসারণ দ্রুত রোমান বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এই অবস্থানটি অবশ্যই একটি যথোপযুক্ত এবং বুদ্ধিমান অবস্থান এবং এর পক্ষে অনেক কিছু বলা যেতে পারে। তবে কিছু সমস্যা আছে। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রকাশিত বাক্য ২০ বলে যে শয়তান একটি অতল গর্তে বদ্ধ এবং মুদ্রাঙ্কিত করা হয়েছে, আর সেইজন্য বিশ্বজুড়ে নজরদারি করতে এবং দেশগুলিকে প্রতারিত করতে অক্ষম। তথাপি পিতর স্পষ্টভাবে বলেছেন, "শান্ত হও, সতর্ক হও; কারণ তোমার প্রতিপক্ষ শয়তান, গর্জনকারী সিংহের মতো, কাকে গ্রাস করতে পারে তার খোঁজে ঘুরে বেড়ায়।" নিঃসন্দেহে শয়তান লোকেদের গ্রাস করার জন্য তাদের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে এবং সেই সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। আমাদের বলা হয়েছে যে সে হাজার বছর ধরে জাতিকে প্রতারিত করতে পারবে না। যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে–মথি ২৪:২৪। পৌল আমাদের সতর্ক করেছেন যে দুষ্টের- সেই ড্রাগনের অগ্নিকুণ্ডগুলোকে নিভিয়ে ফেলার জন্য বিশ্বাসের ঢালের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে–ইফিষীয় ৬:১৬। আমরা আজ সারা বিশ্বে তাকাই এবং দেখতে পাই যে কোটি কোটি পুরুষ ও নারী শয়তানের দ্বারা প্রতারিত, ইসলামকে অনুসরণ করছে–ভন্ড নবী মোহাম্মদ, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দুধর্ম, নাস্তিকতা এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে অনুসরণ করছে। নিশ্চিতভাবে বিবর্তন শয়তানের একটি বড় প্রতারণা, তবুও এটি আজ কতটা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। বর্ষসহস্রে-বিরোধী শিক্ষাতত্ত্ববিদরা যুক্তি দেবেন যে পরিস্থিতি পুরাতন নিয়মের সময়ের তুলনায় অনেক ভাল। আর এটি অবশ্যই সত্য, যদিও অর্ধেকেরও বেশি পৃথিবী খ্রীষ্টের মৃত্যুর পরে ১৫০০ বছর আগে যেমন অন্ধকারে ছিল তেমনিই ছিল।

আরও একটি সমস্যা হল যে অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে বলে যে শেষ হওয়ার আগে, শয়তানকে একটু সময়ের জন্য মুক্ত করা হবে। শয়তান যদি কালভেরিতে খ্রীষ্টের মহান ঐতিহাসিক মুক্তির কাজ দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল, তাহলে ক্রুশে খ্রীষ্টের বিজয়কে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে না দিয়ে কিভাবে তাকে মুক্ত করা যায়? নিশ্চয়ই ক্রুশে খ্রীষ্টের মৃত্যু সাপের মাথাকে একবারের জন্য পিষে ফেলে। যারা বর্ষসহস্র-বিরোধী ব্যাখ্যা অনুসরণ করে, তারা এটিকে ব্যাখ্যা করে যে বিষয়গুলি শেষ হওয়ার আগে সত্যিই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই, অতীতে অনেকবারই এটা সত্যিই খারাপ হয়েছে, মুসলিমের দ্বারা নিপীড়ন এবং রোমান ক্যাথলিকদের দ্বারা নিপীড়ন। এটা কিভাবে আরও বেশি খারাপ হতে পারে?

আচ্ছা, আসুন তাহলে বর্ষসহস্র-উত্তরের দিকে তাকাই। বর্ষসহস্র-উত্তর এটি এইভাবে বোঝা, এই বর্ষসহস্রটি ভবিষ্যতের এবং পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা মহান আশীর্বাদের যুগের প্রতিশ্রুতির সাথে মিলে যায়। উদাহরণস্বরূপ, গীতসংহিতা ৭২-এ, যেখানে খ্রীষ্টের বিষয়ে বলা হয়েছে, "তিনি এক সমুদ্র অবধি অপর সমুদ্র পর্যন্ত, অই নদি অবধি পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত কর্ত্তত্ব করিবেন। তাহার সন্মুখে মরুনিবাসীরা নত হইবে, তাঁহার শত্রুগণ ধূলা চাটিবে। তর্শীশ ও দ্বীপগণের রাজগণ নৈবেদ্য আনিবেন; শিবা ও সবার রাজগণ উপহার দিবেন।" এখন পর্যন্ত এটি কখনও ঘটেনি। এই ভবিষ্যৎ বর্ষসহস্র রোমীয় ১১-এ বর্ণিত ইহুদিদের রূপান্তরকেও অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এর ফলস্বরূপ অইহুদী জগতের জন্য "মৃত থেকে জীবন পাবে"–রোমীয় ১১:১৫।

পরবর্তীতে আসুন দেখি বর্ষসহস্র-উত্তরের কীভাবে প্রকাশিত বাক্য ২০ ব্যাখা করে। পদ ১ এবং ২ আমাদের ভবিষ্যতের দিনের কথা বলে যখন স্বর্গ পৃথিবীর ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করবে এবং শয়তান ব্যাপকভাবে সংযত এবং সীমাবদ্ধ থাকবে। তার প্রতারণা করার ক্ষমতা অনেকাংশে কমে যাবে। মিথ্যা ধর্মগুলো অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উদারপন্থী শিক্ষাতত্ত্বের খুব কম আবেদন থাকবে এবং বিবর্তনকে বাজে কথা হিসেবে দেখা হবে। খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণে এবং রাজত্বে - স্বর্গেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন-এবং বর্তমানেও রাজত্ব করছেন। কিন্তু এখন তাঁর শত্রুরা স্পষ্টতই তাঁর পদতলে দলিত হতে দেখা যাবে। সুসমাচার শক্তির সাথে প্রচার করা হবে এবং অধিকাংশ মানুষ সংরক্ষিত হবে। বিজয়ের এই সময়কালে, যে শহীদরা খ্রীষ্টের জন্য মারা গিয়েছিল তারা তাঁর সাথে রাজত্ব করবে, এই অর্থে যে তারা সর্বজনীনভাবে সঠিক এবং বিজয়ী পক্ষে ছিল। তখন এক আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান হবে, মৃতদশা থেকে মণ্ডলী একটি জীবন দেখবে, যা এতদিন ধরে নাস্তিকতা, অবিশ্বাস এবং ধর্মদ্রোহিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছিল। নরকের দ্বিতীয় মৃত্যু সত্য খ্রিস্টানদের উপর কোন ক্ষমতা থাকবে না। প্রভুর লোকেরা আধ্যাত্মিক অর্থে যাজক এবং রাজা হবে। কিন্তু তারপরে, এই সময়ের শেষে, শয়তান আলগা হবে, আবার জাতিদের প্রতারণা করবে এবং ঈশ্বরের সত্য লোকেদের বিরুদ্ধে তীব্র তাড়না জাগিয়ে তুলবে। যখন মনে হবে যে মণ্ডলী ধ্বংস হতে চলেছে, খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন এবং তাঁর শত্রুদের ধ্বংস করবেন। মহান শ্বেত-সিংহাসন স্থাপন করা হবে এবং চূড়ান্ত বিচার হবে।

এটি এই অনুচ্ছেদের একটি ক্লাসিক্যাল প্রোটেস্ট্যান্ট ব্যাখ্যা। যাইহোক, আমাদের খুব গোঁড়া হতে হবে না। ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করা সর্বদাই কঠিন। ঈশ্বর প্রায়ই আমাদের অবাক করে দেন। একটি জিনিস আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে পরিত্রাণের শর্টকাট কখনও হবে না। পরিত্রাণের উপায় সবসময় একই। যীশু বলেছিলেন, "তোমাকে অবশ্যই নতুন জন্ম পেতে হবে।" পৌল ফিলিপীয় কারাগারের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, "মহাশয় উদ্ধার পাবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?" তিনি এক স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিলেন, "তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস কর তাহাতে রক্ষা পাইবে"–প্রেরিত ১৬:৩০-৩১। প্রত্যেক ব্যক্তি, ইহুদী বা অইহুদী, অনুতপ্ত হতে হবে এবং পরিত্রান পাবার জন্য সুসমাচারে বিশ্বাস করতে হবে। উইলিয়াম হেন-ড্রিকসেন যথার্থই বলেছেন, প্রকাশিত বাক্য বইটি প্রকাশ করে যে খ্রিস্টানরা বিজয়ীদের চেয়ে বেশি। অধ্যায় ২০ থেকে ২২ খ্রীষ্ট এবং তাঁর মণ্ডলীর জন্য সম্পূর্ণ বিজয় এবং ড্রাগন সহ তাঁর সমস্ত শত্রুদের সেই পুরানো সর্প শয়তান সকলের জন্য ধ্বংস ঘোষণা করে। এটি খ্রিস্টানদের আশীর্বাদপূর্ণ ভবিষ্যতের অবস্থা এবং অবিশ্বাসীদের জন্য অপেক্ষা করছে আগুনের দুর্ভাগ্যজনক হ্রদ সম্পর্কে আমাদের বলে। আমেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ৫

ইহুদীরা

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ৫

ইহুদীরা

আজ আমরা এস্ক্যাটোলজির উপর আমাদের পঞ্চম বক্তৃতায় আসি এবং আমাদের বিষয় হবে ইহুদি। খ্রীষ্টের ফিরে আসার আগে ঘটতে হবে এমন ঘটনাগুলির কথা চিন্তা করার সময় আমাদের বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় রয়েছে। অনেক খ্রিস্টান বিশ্বাস করে যে ইহুদিরা, একটি জাতি হিসাবে, একদিন মনপরিবর্তন করে যীশুকে তাদের মশীহ হিসাবে বিশ্বাস করবে। এই বিশেষ নতুন নিয়মে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার সময় বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা হল, রোমীয় ১১ অধ্যায়। আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর সেখানে ইহুদিদের বিষয়ে মহান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও পূরণ করা হয়নি। রোমানদের কাছে পৌলের পত্রটি তাঁর সমস্ত পত্রের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষাতাত্ত্বিক এবং খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের অনেক বড় সত্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে, যা সাধারণত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সারাংশ হিসাবে বিবেচিত হয়। রোমীয় প্রথম অধ্যায়ে পৌল একটি দুর্দান্ত বিবৃতি দিয়েছেন, যা, একভাবে, পত্রের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে এবং ঘোষণা করে যে এটি কী। তিনি বলেন, "কারণ আমি খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য লজ্জিত নই, কারণ এটা ঈশ্বরের শক্তি যারা বিশ্বাস করে তাদের প্রত্যেকের মুক্তির জন্য; প্রথমে ইহুদীদের কাছে এবং গ্রীকদের কাছেও৷ কারণ এতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা বিশ্বাস থেকে বিশ্বাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে; যেমন লেখা আছে, ধার্মিকরা বিশ্বাসের দ্বারা বাঁচবে"–রোমীয় ১:১৬-১৭।

এটি পড়ে যাবার সময় একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো যে, কীভাবে আমাদের এখানে বলা হয়েছে যে সুসমাচারটি প্রথমে ইহুদিদের কাছে। আজকে অনেক খ্রিস্টান "প্রতিস্থাপন ধর্মতত্ত্ব" বলে বিশ্বাস করে। এই ধারণা বলে যে, পুরাতন নিয়মের সমস্ত প্রতিশ্রুতি যা ইহুদিদের বিষয়ে করা হয়েছে তা এখন মণ্ডলীর অন্তর্গত। তাদের জন্য, ইস্রায়েল মণ্ডলীতে প্রতিস্থাপিত হয়েছে, আর নতুন ইস্রায়েল হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে খ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে ইহুদিরা তাদের একসময়ের বিশেষ অবস্থান হারিয়েছে। যদিও এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ গল্প নয়, আমাদের অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, পাছে আমরা শাস্ত্রের শিক্ষাকে অতি সরলীকরণ করি। আমরা এখানে দেখছি, রোমীয় ১ অধ্যায়ে, রোমের মণ্ডলীর কাছে লিখিতভাবে, পৌল জোর দিয়েছিলেন যে ইহুদিদের এখনও একটি বিশেষ অগ্রাধিকার রয়েছে। সুসমাচার প্রথম ইহুদিদের জন্য। পৌল যেখানেই সুসমাচার প্রচার যাত্রায় গিয়েছিলেন, তিনি ইহুদিদের কাছে এবং সুসমাচার নিয়ে সমাজগৃহে গিয়েছিলেন এবং যখন লোকেরা বার্তা প্রত্যাখ্যান করেছিল তখনই তিনি অইহুদীদের দিকে ফিরেছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, যখন তাঁকে রোমে বন্দী হিসাবে আনা হয়েছিল, তখন তিনি প্রথমে ইহুদিদের কাছে সুসমাচার ব্যাখ্যা করেছিলেন, আর শুধুমাত্র যখন তাদের অধিকাংশই সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখনই তিনি অইহুদীদের দিকে ফিরেছিলেন, ইহুদিদের সতর্ক করেছিলেন, "অতএব আপনারা জ্ঞাত হউন, পরজাতিয়দের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রান প্রেরিত হইল; আর তাহারা শুনিবে" প্রেরিত ২৮:২৮। পৌলা আরও এগিয়ে যান, রোমীয় ১ অধ্যায়ের বাকি অংশে অইহুদীদের পাপ এবং তাদের প্রয়োজন দেখান, যে যদিও তাদের কাছে পুরাতন নিয়মের লিখিত আইন ছিল না, তবুও, তারা আইন ভঙ্গকারী ছিল। অধ্যায় ২, তিনি ইহুদিদের পাপপূর্ণতা প্রদর্শন করেছেন যাদের কাছে লিখিত আইন ছিল। অধ্যায় ৩-এ, তিনি উপসংহারে পৌঁছেছেন যে ইহুদি এবং পরজাতীয় উভয়ই পাপী - ঈশ্বরের সামনে দোষী এবং তাদের পরিত্রাণের প্রয়োজন। অধ্যায় ৩-এর দ্বিতীয় অংশে, তিনি যীশু খ্রীষ্টকে প্রয়োজনীয় ত্রাণকর্তা হিসাবে উপস্থাপন করেন, যিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন–আমাদের প্রায়শ্চিত্ত। অধ্যায় ৪ এবং ৫-এ, তিনি ঘোষণা করেছেন যে ধার্মিক গণিত হওয়া শুধুমাত্র খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমেই সম্ভব। অধ্যায় ৬ থেকে ৮, তিনি আলোচনা করেন পবিত্রকরণ এবং নিশ্চয়তা। এবং তারপর, রোমান থেকে ১১-এ, তিনি নির্বাচন এবং শুদ্ধিকরনের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব ব্যাখ্যা করেন। আর এই বিভাগে আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক।

রোমীয় ৯-এ, পৌল তাঁর সহকর্মী ইহুদিদের প্রতি তাঁর মহান ভালবাসা এবং তারা সাধারণত খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাঁর নিজের দুঃখের কথা লিখেছেন। তিনি নিজেকে ব্যার্থ মনে করছেন যদি ইহুদিদের রক্ষা না পাই। তিনি তাদের সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে বলেন; "কারণ তাহারা ইস্রায়েলীয়; দত্তকপুত্রতা, প্রতাপ, ধর্ম্মনিয়ম সকল, ব্যবস্থাদান, আরাধনা ও প্রতিজ্ঞাসমূহ তাহাদেরই" রোমীয় ৯:৪। ইহুদিদের সমস্ত ভালো জিনিস ছিল। কিন্তু সব ইহুদি হারিয়ে যায় না। মনোনয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর ইসহাককে বেছে নিয়েছেন, কিন্তু ইস্মায়েলকে নয়। রেবেকার যমজ সন্তান ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের মনোনয়ন এরূপে দেখানো হয়েছিল, এমনকি তাদের জন্মের আগে, যখন তারা ভাল বা মন্দ কাজের প্রভেদ জানে না, সেই সময় বলা হয় যে "জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হইবে"–রোমীয় ৯:১২। "যেমন লিখিত আছে, আমি যাকোবকে প্রেম করিয়াছি, কিন্তু এষৌকে অপ্রেম করিয়াছি" (১৩ পদ)। মাটির উপর কুম্ভকারের ক্ষমতা আছে তার ইচ্ছামত পাত্র তৈরি করার। ঈশ্বর সকলের প্রতি করুণা দেখাতে পারতেন, বা কারো প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন না, কিন্তু তিনি কিছুজনকে বাঁচানোর জন্য বেছে নিয়েছিলেন; "অতএব তিনি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দয়া করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে কঠিন করেন" (১৮ পদ)। যদিও ইস্রায়েল মূলত একটি বিদ্রোহী জাতি ছিল, ঈশ্বর সর্বদা তাদের মধ্যে তাঁর মনোনীত ব্যাক্তিদের রেখেছিলেন; "আর যিশাইয় ইস্রায়েলের বিষয়ে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে বলেন, ইস্রায়েল সন্তানগণের সংখ্যা যদি সমুদ্রের বালুকার ন্যায়ও হয়, অবশিষ্টাংশই পরিত্রান পাইবে" (২৭ পদ)। অধ্যায় ১০-এ, পৌল তাঁর সহকর্মীর প্রতি নিজ ভালবাসার কথা বলেছেন। ইহুদি; "ভাইয়েরা, আমার হৃদয়ের সুবাসনা এবং তাহাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে বিরতি এই, যেন তাহাদের পরিত্রান হয়। কেননা আমি তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে, ঈশ্বরের বিষয়ে তাহাদের উদ্যোগ আছে, কিন্তু তাহা জ্ঞানানুজায়ী নয়"–১০:১-২। ইস্রায়েল এখানে সম্ভবত মণ্ডলী বোঝাতে পারে না। তিনি তাঁর আত্মীয়দের, ইহুদিদের উল্লেখ করছেন, যারা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগী ছিল, কিন্তু এটি তাদের নিজস্ব কাজের দ্বারা হয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করেন পরিত্রাণের পথ সম্ভব একমাত্র বিশ্বাস দ্বারা। তিনি উল্লেখ করেছেন যে ইস্রায়েল এখনও সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করছে, ঠিক যেমন যিশাইয়া ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তারা হবে; "কিন্তু ইস্রায়েলের বিষয়ে তিনি কহেন, আমি সমস্ত দিন অবাধ্য ও প্রতিকূলবাদী প্রজাবৃন্দের প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়াছিলাম"–রোমীয় ১০:২১।

এখন রোমীয় ১১ অধ্যায়ের দিকে ফিরে, পৌল এই অধ্যায় শুরু করেন এই প্রশ্ন করে যে ঈশ্বর ইহুদিদের সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন যে এটি হতে পারে না, কারণ তিনি নিজে একজন ইহুদি এবং তিনি পরিত্রান লাভ করেছেন। তিনি দাবি করেন যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের দূরে সরিয়ে দেননি যাদের তিনি আগে থেকেই জানতেন এবং ভালোবাসতেন। ঈশ্বরের নির্বাচনে ইস্রায়েলের একটি বিশেষ স্থান ছিল এবং রয়েছে। তিনি অবগত আছেন যে একটি ঈশ্বরীয় অবশিষ্টাংশ রয়েছে, ঠিক যেমনটি এলিয়র দিনে হয়েছিল; "তদ্রূপ এই বর্ত্তমান কালেও অনুগ্রহের নির্ব্বাচন অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ রহিয়াছে"–রোমীয় ১১:৫। শুধুমাত্র একজন ইস্রায়েলী হওয়া কাউকে রক্ষা করবে না। এর দ্বারা কেউ কখনো রক্ষা পাইনি আর পাবেও না। কিন্তু মনোনয়ন রক্ষা/উদ্ধার করে "ইস্রায়েল যাহার অন্বেষণ করে, তাহা পায় নাই, কিতু নির্ব্বাচিতেরা তাহা পাইয়াছে" পদ ৭। প্রেরিত পৌল তারপর ১১ পদে একটি সমালোচনামূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন; ইহুদিরা কি হোঁচট খেয়েছে যাতে তারা সম্পূর্ণভাবে পড়ে যায়? তিনি একটি শক্তিশালী নেতিবাচক উত্তর দেন, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব করে; "বরং তাহাদের পতনে পরজাতীয়দের কাছে পরিত্রাণ উপস্থিত, যেন তাহাদের অন্তর্জালা জন্মে" (১১ পদ)। এক অদ্ভুত উপায়ে, ইহুদিদের সুসমাচার প্রত্যাখ্যানের অর্থ হল যে ঈশ্বর তাদের আত্মার পরিত্রাণের জন্য ইহুদিদের মধ্যে ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য তাদের থেকে তুচ্ছকৃত অইহুদীদের দিকে তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি করা হয়; "তাহাদের পতনে যখন জগতের ধনাগম হইল এবং তাহাদের ক্ষতিতে যখন পরজাতীয়দের ধনাগম হইল, তখন তাহাদের পুর্ণতায় আর কত অধিক না হইবে" (১২ পদ)। যদি ঘটনাটি ছিল, ইহুদিদের পতন অইহুদীদের জন্য আশীর্বাদ, তাহলে তাদের পূর্ণতা এবং পুনরুদ্ধার কতটা আশীর্বাদযুক্ত হবে? পত্রের এই অংশের মাধ্যমে, পৌল স্পষ্টতই "ইস্রায়েল" এবং জাতিগত ইস্রায়েলের "ইহুদি" শব্দটি ব্যবহার করছেন, এবং মণ্ডলীকে বলেননি। পৌল একটি মহান প্রতিশ্রুতি দিতে এগিয়ে যান, তিনি বলেন; "কারণ তাহাদের দূরীকরণে যখন জগতের সম্মিলন হইল, তখন তাহাদিগকেগ্রহন করণে মৃতদের মধ্য হইতে জীবনলাভ বই আর কি হইবে? (১৫ পদ)। পৌলের যুক্তি এইরূপ, যদি ইহুদীদের দ্বারা যীশুর প্রত্যাখ্যান করা অনেক অইহুদীদের জন্য পরিত্রাণ নিয়ে আসে, তাহলে অবশ্যই, ইহুদীদের পরিত্রাণ অইহুদী মন্ডলীতে ব্যাপক পুনরুজ্জীবন-মৃত থেকে জীবন

নিয়ে আসবে।

প্রেরিত পৌল পরবর্তীতে মণ্ডলীকে জলপাই গাছের মতো বর্ণনা করেছেন। এর শিকড় পুরাতন নিয়মের সময়ে রয়েছে। মূলটি পবিত্র এবং তাই শাখাগুলি, মূলত পৌত্তলিক বিধর্মীরাও পবিত্র। অইহুদীরা বন্য জলপাই গাছের মত এবং তার থেকে ডাল কেটে ভাল জলপাই গাছে কলম করা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, ইহুদিদের ডালগুলি ভাল জলপাই গাছ থেকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল যাতে এটি ঘটতে পারে। অইহুদীদের অবশ্য অহংকারের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে; "কিন্তু যদি তুমি অহংকার কর, তবে তুমি মূল নয়, মূল তোমাকে বহন করবে। তখন তুমি বলবে, ডালগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল, যাতে আমি কলম করা যেতে পারি। অবিশ্বাসের কারণে তারা ভগ্ন হয়েছিল, আর তুমি বিশ্বাসের দ্বারা স্থির আছ। অহংকার করো না, কিন্তু ভয় করো; কারণ ঈশ্বর যদি প্রাকৃতিক শাখাগুলিকে রেহাই না দেন, তবে সাবধান হও, পাছে তিনি তোমাকেও রেহাই দেবেন না"–এটি আমরা ১৮-২১ পদে পাই। অইহুদীদের গর্ব করার কিছু নেই এবং তাদের সতর্ক করা হয়েছে যে তারাও ভগ্ন হতে পারে। ভাঙ্গা এবং প্রত্যাখ্যাত পৌল অবিশ্বাসী ইহুদিদের উৎসাহিত করেন যে তারা যেন নিরাশ না হয়, তবে তারা যেন অনুতপ্ত হয় এবং বিশ্বাস করে এবং তারা পরিত্রাণ পাবে; "আবার উহারা যদি আপনাদের অবিশ্বাসে না থাকে, তবে উহাদিগকেও লাগান যাইবে, কারণ ঈশ্বর উহাদিগকে আবার লাগাইতে সমর্থ আছেন। বস্তুত যেটি স্বভাবত বন্য জিতবৃক্ষ, তোমাকে তাহা হইতে কাটিয়া লইয়া যখন স্বভাবের বিপরীতে উত্তম জিতবৃক্ষে লাগান গিয়াছে, তখন প্রকৃত শাখা যে উহারা উহাদিগকে নিজ জিতবৃক্ষে লাগান যাইবে, ইহা কত অধিক নিশ্চয়" (২৩-২৪ পদ)।

পরের পদ, অর্থাৎ ২৫ নং পদটি প্রেরিতের পৌলের যুক্তিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: "কারণ ভাতৃগণ, তোমরা যেন আপনাদের জ্ঞানে বুদ্ধিমান্ না হও, এজন্য আমি ইচ্ছা করি না যে, তোমরা এই নিগূঢ়তত্ত্ব অজ্ঞাত থাক যে, কতক প্রমানে ইস্রায়েলের কঠিনতা ঘটিয়াছে, যে পর্যন্ত পরজাতিয়দের পূর্ণ সংখ্যা প্রবেশ না করে" পদ ২৫। নতুন নিয়মের একটি রহস্য অতীত প্রজন্মের কাছ থেকে লুকানো ছিল এবং এখন প্রকাশিত হয়েছে। পুরাতন নিয়মের সময়ে, পরিত্রাণ মূলত ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন, বিস্ময়কর কিছু ঘটেছে। আংশিকভাবে অন্ধত্ব ইহুদিদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। ঈশ্বর, নিজ সার্বভৌমত্ব এবং ন্যায়বিচারে, তাদের অন্ধ করে দিয়েছেন, যাতে তারা দেখতে না পায় যে যীশুই মশীহ। সৌভাগ্যক্রমে, এটি শুধুমাত্র আংশিক হয়েছে, আর সেখানে পিতর এবং পৌলের মতো ইহুদিরা রক্ষা পেয়েছেন। আর প্রকৃতপক্ষে, বহু শতাব্দী ধরে, প্রেরিতদের সময় থেকে, সর্বদা কিছু ইহুদি মনপরিবর্তন করেছেন। ইহুদিরা সামগ্রিকভাবে যীশুকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ঈশ্বর তার পরিবর্তে অইহুদীদের দ্বারা নিজ মণ্ডলীকে পূর্ণ করেছেন। যাইহোক, এখানে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি রয়েছে–"যতক্ষণ"। ইহুদীদের উপর যে অন্ধত্ব এসেছে তা কেবলমাত্র "পরজাতিদের পূর্ণতা না আসা পর্যন্ত।" তাই প্রেরিত পৌল এমন একটি দিনের কথা কল্পনা করেছেন যখন এটি পরিবর্তিত হবে, যখন অইহুদীদের পূর্ণতা রক্ষা করা হবে, তাদের একটি বড় সংখ্যক মানুষ মন পরিবর্তন করবে, তারপর নতুন কিছু ঘটবে; "এবং সমস্ত ইস্রায়েল রক্ষা পাবে"–(২৬ পদ)।

এই মুহূর্তে, অনেক ভাষ্যকার হঠাৎ এবং অব্যক্তভাবে "ইস্রায়েল" মানে বিধর্মীদের এবং কিছু ইহুদীদের সমন্বয়ে গঠিত "মণ্ডলী" কে বোঝায় বলে উল্লেখ করেছেন। যখন রোমীয় ৯ থেকে ১১ এর অন্যান্য সমস্ত উল্লেখগুলিতে, "ইস্রায়েল" স্পষ্টভাবে জাতিগত ইস্রায়েলকে বোঝায়। অবশ্যই এটি এক খারাপ ব্যাখ্যা, যদিও এটি খুব সাধারণ। এর জন্য একটি অপ্রতিরোধ্য কারণ না থাকলে, ইস্রায়েলকে অধ্যায়ের বাকি অংশে যা বোঝায় তা বোঝানো উচিত। এখানে একটি সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে এত বেশি ইহুদি রক্ষা পাবে যে বলা যেতে পারে সমস্ত ইস্রায়েলকে রক্ষা করা হবে, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছিল যে, ইস্রায়েলকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যদিও একটি অবশিষ্টাংশ সংরক্ষিত হয়েছিল, তাই এখন বলা হচ্ছে যে সমস্ত ইস্রায়েলকে রক্ষা করা হবে। এটি অবশ্যই বোঝায় না যে প্রতিটি ইস্রায়েলীয়কে রক্ষা করা হবে, বরং সমগ্র ইস্রায়েলকে রক্ষা করা হবে।

এটি জোর দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ যে তারা শুধুমাত্র খ্রীষ্টে বিশ্বাস অনুশীলনের মাধ্যমেই পরিত্রাণ পেতে পারে। তারা অবিশ্বাসে চলতে থাকবে না। ইহুদি এবং পরজাতীদের জন্য পরিত্রাণের একটিই উপায় রয়েছে। যেমন শাস্ত্র বলে, "সিয়োন হইতে মুক্তিদাতা আসিবেন; তিনি যাকোব হইতে ভক্তিহীনতা দূর করবেন" (২৬ পদ)। এই মুক্তিদাতা হলেন প্রভু যীশু, যিনি তাঁর আত্মার দ্বারা, পাপীদের তাদের ভক্তি হীনতা থেকে ফিরিয়ে দেন, এখন অনুতাপ মঞ্জুর হয়েছে ইহুদিদের কাছেও, প্রকৃতপক্ষে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদিদের, সেইসাথে অইহুদীদের কাছে এবং তাই সমস্ত ইস্রায়েল রক্ষা পাবে।

একই জিনিস পরবর্তী ২৭ নং পদে অব্যাহত রয়েছে। আর সেই পদে "তাদের" উল্লেখ করা হয়েছে,

সেইসাথে নিম্নলিখিত পদে "শত্রু" স্পষ্টতই জাতিগত ইহুদিদের ছাড়া আর কাউকেই বোঝাতে পারে না; "আর ইহাই তাহাদের পক্ষে আমার নিয়ম, যখন আমি তাহাদের পাপ সকল হরণ করিব। উহারা সুসমাচারের সমন্ধে তোমাদের নিমিত্ত শত্রু, কিন্তু নির্ব্বাচনের সমন্ধে পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত প্রিয়পাত্র" ২৭-২৮ পদ। কেন ইস্রায়েলকে ২৬ পদে "ইস্রায়েল" এবং ২৭-২৮ পদে "তাদের" এবং "শত্রু" এই ভিন্ন অর্থ দেওয়া হয়েছে৷ ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে তাঁর চুক্তি করেছিলেন এবং এটি অনুগ্রহের চুক্তি - সমস্ত অনুগ্রহ, আর তাই, এটি ছিল এক চিরন্তন চুক্তি। একইভাবে, মোশি এবং ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের চুক্তি ছিল অনুগ্রহের চুক্তি। হ্যাঁ, ইহুদিদের কিছু সময়ের জন্য দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারপর ঈশ্বর তাদের কাছে ফিরে আসেন। ঈশ্বরের নির্বাচনের পরিকল্পনায় তাদের এখনও জায়গা আছে। ইহুদিরা শত্রু হয়ে ওঠে যাতে সুসমাচার অইহুদীদের কাছে পৌঁছাতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের নির্বাচনের পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বাস্তব রূপে বাকি আছে। ইস্রায়েল পিতার জন্য প্রিয় (২৮ পদ)। ঈশ্বরের এখনও ইহুদিদের জন্য দয়ার উদ্দেশ্য রয়েছে। ২৯ পদ আশ্চর্যজনকভাবে আশ্বস্ত করে; "কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহদান সকল ও তাঁহার আহবান অনুশোচনা রহিত।" ঈশ্বর তাঁর উপহার এবং ইস্রায়েলীয়দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং তারা এখনও তাঁর চোখে বিশেষ। তিনি তাদের অবিশ্বাসের কারণে কিছু সময়ের জন্য তাদের কঠোর করেছিলেন, কিন্তু তারা এখনও তাঁর কাছে বিশেষ। এখানে, তিনি তার মণ্ডলীর একটি কেন্দ্রীয় স্থানে ইস্রায়েলকে পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

ভবিষ্যতের একটি সময়। পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে রোমের অইহুদীরা অতীতে তাদের ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কারণে শত্রু ছিল, কিন্তু এখন তারা ইহুদীদের অবিশ্বাসের মাধ্যমে করুণা পেয়েছে; "তেমনি ইহারাও এখন অবাধ্য হইয়াছে, যেন তোমাদের দয়াপ্রাপ্তিতে তাহারাও এখন দয়া পায়" (৩১ পদ)। ইহুদিদের জন্য আমাদের হৃদয়ে একটি বিশেষ উদ্বেগ এবং ভালবাসা থাকতে হবে এবং বিশেষ করে তাদের পরিত্রাণ খুঁজতে হবে। এই বিষয়গুলির চিন্তা আমাদের এগিয়ে দেয় সেই দিনের অপেক্ষায় যেদিন তার জ্ঞাতি-উদ্ধারকর্ত্তা অনুসারে আবার মণ্ডলীর জলপাই গাছে সংযুক্ত করা হবে, পৌল একটি ডক্সোলজিতে প্রকাশ করেন; "আহা! ঈশ্বরের ধনাঢ্যতা ও প্রজ্ঞা ও জ্ঞান কেমন অগাধ! তাঁহার বিচার সুল কেমন বোধাতীত! তাঁহার পথ সকল কেমন অনুসন্ধেয়! কেননা প্রভুর মন কে জানিয়াছে? তাঁহার মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে? অথবা কে অগ্রে তাঁহাকে কিছু দান করিয়াছে যে, এজন্য তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে হইবে? যেহেতুক সকলই তাঁহা হইতে ও তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত। যুগে যুগে তাহারই গৌরব হইক। আমেন" ৩১-৩৩। ঈশ্বর তাঁর পরিত্রাণের পরিকল্পনা কাজ করছেন এবং ঈশ্বরের এখনও ইহুদিদের জন্য একটি মহান উদ্দেশ্য আছে। যদিও প্রেরিত পৌল শোক প্রকাশ করেন যে আপাতত ইহুদিরা অবিশ্বাসী, তবে সেই ভবিষ্যতের দিনটির কথা ভেবে তাঁর হৃদয় আনন্দে ভরে যায় যখন ইহুদিরা, একটি জাতি হিসাবে, মনপরিবর্তন করবে এবং সত্য মশীহকে গ্রহণ করবে।

এখন, সমস্ত সংস্কারকৃত শিক্ষাতত্ত্ববিদরা রোমীয় ১১-এর এই ব্যাখ্যার সাথে একমত হবেন না। উদাহরণস্বরূপ, স্টুয়ার্ট অলিয়ট, রোমানদের উপর তার ভাষ্য, "দ্য গসপেল এস ইট রিয়্যালি ইজ" শিরোনামে, যুক্তি দেন যে ইহুদিদের জন্য কোন বিশেষ প্রতিশ্রুতি নেই। নিজ ক্লাসিক সিস্টেমেটিক থিওলজিতে, লুই বার্খফ খ্রীষ্ট সম্পর্কে লিখেছেন, "তিনি ইহুদি জনগণের কোনও সম্ভাব্য পুনরুদ্ধার এবং রূপান্তরের দিকে ইঙ্গীত দেন না" (বের্খফের সিস্টেমেটিক থিওলজিতে পৃষ্ঠা ৬৯৯)। খ্রীষ্ট, ইহুদিদের কোনো পুনরুদ্ধার বা রূপান্তরের ইঙ্গীত দেননি; -এটা কি সত্যিই বাস্তব? প্রকৃতপক্ষে, বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যেখানে যীশু ইঙ্গীত দিয়েছেন যে ইহুদিদের জন্য সামনে একটি আশীর্বাদপূর্ণ দিন আসবে। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের প্রভু বলেছেন, "আর জাতিগনের সময় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যিরূশালেম জাতিগণের পদ দলিত হইবে"–লূক ২১:২৪। "পর্যন্ত" স্পষ্টভাবে বোঝায় যে এমন একটি সময় আসছে যখন ইহুদিরা আর অইহুদীদের পায়ের নিচে মাড়াবে না। এটা বোঝায় যে জেরুশালেম এবং ইহুদিদের জন্য আশীর্বাদের সময় আসছে। যীশুর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ইহুদিদের মনপরিবর্তন হওয়ার কথাও বোঝায়। যীশু ইহুদিদের জন্য শোক করেন এবং তাঁকে মশীহ রূপে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের উপর আসা বিচারের জন্য কাঁদেন। কিন্তু তিনি এমন একটি আসন্ন দিনের কথাও বলেছেন যখন তাদের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে; "হা যিরূশালেম, তুমি ভাববাদিগণকে বধ করিয়া থাক ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক! কুক্কুতি যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্র করে, তদ্রূপ আমিও কত বার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না। দেখ তোমাদের গৃহ তোমাদের নিমিত্ত উতসন্ন পরিয়া রহিল। কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা এখন অবধি

আমাকে আর দেখিতে পাইবে না, যে পর্যন্ত না বলিবে, "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন"–মথি ২৩:৩৭-৩৯। এখানে, যীশু ইহুদিদের মনপরিবর্তনের জন্য উন্মুখ। তিনি বলেছেন, তিনি আর ফিরে আসবেন না, তারা তাঁকে আর দেখতে পাবে না, যতক্ষণ না অধিকাংশ ইহুদি অনুতপ্ত হবে এবং বিশ্বাস করবে এবং তাঁর আগমনে আনন্দ করবে, এই বলে যে "ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন।"

যদিও এটা সত্য যে বর্তমানে, "জীবনে যাইবার দ্বার সঙ্কীর্ণ ও পথ দুর্গম এবং অল্প লোকেই তাঁহা পায়"–মথি ৭:১৪। যীশুর অনেক দৃষ্টান্ত আসন্ন ভালো দিনের কথা বলে। খামিরের দৃষ্টান্তে, খ্রীষ্ট সমগ্র বিশ্বকে খামির বা খ্রিস্টান না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যের বিস্তারের কথা বলেছেন। সরিষার বীজের দৃষ্টান্তটি বোঝায় যে মণ্ডলী একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু থাকবে না, তবে একটি মহান গাছে পরিণত হবে, যাতে বাতাসের পাখিরা এসে নিজের শাখাগুলিতে বাস করে। যীশু ইহুদিদেরকে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে লাগানো ডুমুর গাছের সাথে তুলনা করেন। মালিক মালীর কাছে এসে বললেন, "তাহাতে তিনি দ্রাক্ষাপালককে কহিলেন, দেখ, আজ তিন বৎসর আসিয়া এই ডুমুরগাছে ফল অন্বেষণ করিতেছি, কিন্তু কিছুই পাইতেছি না; ইহা কাটিয়া ফেল; এটি কেন ভূমিও নষ্ট করে"–লূক ১৩:৭। তিন বছর ধরে, খ্রীষ্ট ইহুদিদের মধ্যে পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু সামান্য ফল হয়েছিল। "সে উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, প্রভু, এই বৎসরও ওটা থাকিতে দিউন, আমি উহার মূলের চারিদিকে খুঁড়িয়া সার দিব, তাঁহার পরে উহাতে ফল ধরে ত ভালই, নয় ত ওটা কাটিয়া ফেলিবেন" পদ ৮-৯। খ্রীষ্ট, মধ্যস্থতাকারী, ইহুদি অনুর্বর ডুমুর গাছের জন্য ওকালতি করেন। এটি আরও একটি বছর বাঁচানো হয়েছিল, হ্যাঁ, এটি ৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রক্ষা করা হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে অনেক ইহুদি রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু মশীহের সাধারণ প্রত্যাখ্যান অব্যাহত ছিল যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত ডুমুর গাছটি কেটে ফেলা হয়, ৭০ খ্রীষ্টাব্দতে। যাইহোক, দানিয়েল ৮-এ নবুখদ্‌নেসর কাণ্ডের মতো স্তূপটি মাটিতে রয়ে গেছে। যীশু ডুমুর গাছের কথা আবার উল্লেখ করেছেন, যখন তাঁর দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগের ঘটনাগুলির কথা বলছেন; "ডুমুরগাছ হইতে দৃষ্টান্ত শিখ; যখন তাঁহার শাখা কোমল হইয়া পত্র বাহির করে, তখন তোমরা জানিতে পার, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট; সেইরূপে তোমরা ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই জানিবে, তিনি সন্নিকট, এমন কি, দ্বারে উপস্থিত"–মথি ২৪:৩২-৩৩। যখন ঈশ্বরের ডুমুর গাছ আবার অঙ্কুরিত হতে শুরু করে এবং পাতা বের করে, তখন খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তন ঘনিয়ে আসবে। আবার, এখানে নিহিতার্থ হল যে ইহুদিরা এখনও রক্ষা পাবে এবং প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে একটি ফলদায়ক ডুমুর গাছে পরিণত হবে।

বাইবেলের অন্যান্য অনুচ্ছেদের দিকে তাকালে, সেখানে অনেক পুরাতন নিয়মের অনুচ্ছেদ রয়েছে যা ইস্রায়েলের পুনরুদ্ধার শিক্ষা দেয়। সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হল যিহিস্কেল ৩৭–মৃত হাড়ের উপত্যকার দর্শন। এখানে, যিহিস্কেল ভাববাদীকে একটি আশ্চর্যজনক দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। প্রভুর আত্মা তাঁকে একটি উপত্যকায় নিয়ে যায় যা হাড়ে পরিপূর্ণ ছিল। পরিস্থিতির ভয়াবহ বাস্তবতায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তাকে তাদের মধ্যে হাঁটতে হয়েছিল। অনেক হাড় ছিল এবং সেগুলি খুব শুকনো ছিল। এটি একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ছিল–চারপাশে এই সমস্ত কঙ্কাল। তারপর তিনি একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন; "এই হাড়গুলি কি বাঁচতে পারে?" নিশ্চয় উত্তর সুস্পষ্ট। সাধারণ জ্ঞান বলে, না। ভাববাদী অবশ্য বিজ্ঞতার সাথে উত্তর দেন, "হে প্রভু ঈশ্বর, আপনি জানেন"–যিহিস্কেল ৩৭:৩। ঈশ্বর তাঁকে বলেন, "হে মনুষ্য-সন্তান, এই সকল অস্থি সমস্ত ইস্রায়েল কুল; দেখ, তাহারা বলিতেছে, আমাদের অস্থি সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং আমাদের আশ্বাস নষ্ট হইয়াছে; আমরা একেবারে উচ্ছিন্ন হইলাম" (১১ পদ)। ইস্রায়েল ব্যাবিলনে বন্দী হয়ে আছে, জেরুশালেম ধ্বংস হয়ে গেছে, মন্দিরটি আগুনে পুড়ে গেছে এবং প্রতিশ্রুত দেশ কনান শুন্য পড়ে আছে। ইস্রায়েল ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতের জন্য আমাদের আশা শেষ হয়ে গেছে।

তখন যিহিস্কেলকে একটি অদ্ভুত আদেশ দেওয়া হয়; "তখন তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই সকল অস্থির উদ্দেশে ভাববাণী বল, তাহাদিগকে বল, যে শুষ্ক অস্থি সকল, সদাপ্রভুর বাক্য শুন। প্রভু সদাপ্রভুর এই সকল অস্থিকে এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের মধ্যে আত্মা প্রবেশ করাইব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে। আর আমি তোমাদের উপরে শিরা দিব, তোমাদের উপরে মাংস উৎপন্ন করিব, চর্ম্ম দ্বারা তোমাদিগকে আচ্ছাদন করিব ও তোমাদের মধ্যে আত্মা দেব, তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে, আর তোমরা জানিবে, যে, আমিই সদাপ্রভু" (৪-৬ পদ)। ভাববাদীকে হাড়ের স্তূপের উদ্দেশে ঈশ্বরের বাণী ঘোষণা করতে হবে। যিহিস্কেল যখন ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, তখন আমাদের বলা হয়, "আমার ভাববাণী বলিবার সময়ে শব্দ হইল, আর দেখ, মড়মড় ধ্বনি হইল এবং সেই সকল অস্থির মধ্যে প্রত্যেক অস্থি আপন আপন অস্থির সহিত সংযুক্ত হইল। পরে আমি দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ,

তাহাদের উপরে শিরা হইল, ও মাংস উৎপন্ন হইল এবং চর্ম্ম তাহাদিগকে আচ্ছাদন করিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা ছিল না" (৭-৮ পদ)। কি একটি অসাধারণ, সত্যিই, চুল উত্থাপনকারি এক দৃশ্য। উপত্যকার চারপাশে, হাড়গুলি নড়াচড়া করছিল, অন্যান্য হাড়গুলি খুঁজে পাচ্ছিল, শিরা এবং মাংস বেড়ে উঠছিল এবং শরীরের হাড়গুলিকে চামড়া ঢেকে পড়ছিল। এর ফলে সেই উপত্যকা এখন শবে পরিপূর্ণ হল। অনেক ছিল এবং তখনও সেগুলি মৃত।

ভাববাদীকে এখন আদেশ দেওয়া হল, "আত্মার উদ্দেশে ভাববাণী বল, হে মনুষ্য সন্তান, ভাববাণী বল এবং আত্মাকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, হে আত্মন্; চারি বায়ু হইতে আইস্ এবং এই নিহত লোকদের উপরে বহ, যেন তাহারা জীবিত হয়" পদ ৯। মনে রাখবেন, হিব্রুতে "নিশ্বাস", "বাতাস" এবং "আত্মা" -র জন্য একই শব্দ ব্যবহৃত হয়- "রুয়াহ"। এখন যিহিস্কেল আমাদের বলেন, "তখন তিনি আমাকে যে আজ্ঞা দিলেন, তদনুসারে আমি ভাববাণী বলিলাম; তাহাতে আত্মা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহারা জীবিত হইল ও আপন আপন পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল; সে অতিশয় মহতী বাহিনী" (১০ পদ)। ঈশ্বরের আত্মা তাদের উপর নেমে এসে একটি বিস্ময়কর পুনরুত্থান ঘটায়। কি দৃশ্য! হাজার হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দর্শনটি তখন ভাববাদীর কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে; "এই জন্য তুমি ভাববাণী বল, তাহাদিগকে বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব, হে আমার প্রজা সকল, তোমাদের কবর হইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিব এবং তোমাদিগকে ইস্রায়েল দেশে লইয়া যাইব। তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই সদাপ্রভু, কেননা আমি তোমাদের কবর সকল খুলিয়া দিব এবং হে আমার প্রজা সকল, তোমাদের কবর হইতে তোমাদিগকে উত্থাপন করিব। আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন আত্মা দিব তাহাতে তোমরা জীবিত হইবে এবং আমি তোমাদের দেশে তোমাদিগকে বসাইব, তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমি সদাপ্রভু ইহা বলিয়াছি এবং ইহা সিদ্ধ করিয়াছি; সদাপ্রভু এই কথা বলেন" (১২-১৪ পদ)। না, সেই নির্দিষ্ট সময়ে, পরিস্থিতি হতাশ বলে মনে হয়েছিল, তবুও ঈশ্বর মহৎ কাজ করতে চলেছেন। ইস্রায়েলকে আধ্যাত্মিকভাবে পুনরুত্থিত হতে হবে, তাদের নিজস্ব ভূমিতে ফিরে আসতে হবে এবং ঈশ্বরের জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী হতে হবে। সত্তর বছর পর ইহুদিরা ফিরে আসে। মন্দিরটি আরও পরিমিত মাপে নির্মিত হয়েছিল এবং অবশেষে জেরুশালেমের দেয়ালগুলি পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েকজন ইহুদি ফিরে এসেছিল। তাদের শত্রুরা তাদের সম্বন্ধে বলেছিল, "এই নিস্তেজ যিহূদীরা কি করিতেছে? নহিমিয় ৪:২। ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু শক্তিশালী সেনাবাহিনীর কোনো চিহ্ন ছিল না। তারা লড়াই করেছিল, তাদের চারপাশের মহান শক্তি, পারস্য, গ্রীক এবং রোমানদের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করেছিল।

তাহলে কিভাবে এই অনুচ্ছেদটি পরিপূর্ণ হবে? যিহিস্কেলের দিন থেকে, ইহুদিদের সেরকম পুনরুত্থান হয়নি, বা ঈশ্বরের জন্য দাঁড়ানো একটি মহান সেনাবাহিনী ছিল না। প্রতিস্থাপন শিক্ষাতাত্ত্বিকরা এটিকে আধ্যাত্মিক করে তোলে এবং বলে যে এটি খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীকে বোঝায় এবং তবুও এখানে ইহুদি জনগণের জন্য একটি নির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে - তাদের বন্দিত্ব এবং তাদের ভূমি। ঈশ্বর বলেন, "দেখ, আমি ইস্রায়েলের সন্তানদের জাতিদের মধ্য থেকে নিয়ে যাব, যেখানে তারা চলে যাবে এবং তাদের চারপাশ থেকে জড়ো করব এবং তাদের নিজেদের দেশে নিয়ে যাব"–(২১ পদ)। নিশ্চয়ই কেউ গত দুই হাজার বছরের ইহুদিদের ইতিহাস বিবেচনা করে এবং সেই লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ হাত ও উদ্দেশ্য দেখতে ব্যর্থ হয়। পীলাত যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তিনি জেনেছিলেন যে যীশু নির্দোষ এবং ইহুদিদের দ্বারা তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি হিংসার কারণে, আর ইহুদিরা তাঁর উপস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে চায়; "তারপর সমস্ত লোককে উত্তর দিয়ে বললেন, , তাঁর রক্ত আমাদের এবং আমাদের সমস্ত সন্তানদের উপর বর্তুক" মথি ২৭:২৫। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে, রোমানরা জেরুশালেম এবং মন্দির ধ্বংস করেছিল এবং লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে গণহত্যা করেছিল এবং বাকিদেরকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করেছিল। পরবর্তী দুই হাজার বছর ধরে তারা দেশে দেশে শিকার হয়েছিল। তারা রোমান ক্যাথলিক আইন দ্বারা ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতিত হয়েছিল, রাশিয়ানদের দ্বারা অত্যাচারের শিকার হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৬ মিলিয়ন নাজিসদের দ্বারা নিহত হয়েছিল এবং আজ অবধি সর্বত্র ইহুদি বিরোধীতার শিকার হয়ে চলেছে। তবুও, তারা বেঁচে আছে এবং তারা তাদের পরিচয় রেখেছে।

তদুপরি, সমস্ত ঐতিহাসিক নজির বিপরীতে, তারা আবার তাদের নিজস্ব ভূমিতে বসতি স্থাপন করেছে এবং ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে ৮ মিলিয়ন - বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি ইহুদি–ইস্রায়েলের দেশে ফিরে এসেছে। সেখানে, তারা অসংখ্য এবং শক্তিশালী শত্রুবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত–মিশর, সিরিয়া, জর্ডান, ইরাক, ইরান ইত্যাদি, যারা

১৯৪৮ সালে তাদের স্বাধীনতার দিন থেকে বারবার তাদের আক্রমণ করেছে। তবুও তারা বেঁচে আছে। আর শুধু ইহুদিরা টিকে থাকেনি, এখন তারা মধ্যপ্রাচ্যের মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। ঈশ্বরের হাত ছাড়া তাদের মঙ্গলের পক্ষে এটি কিভাবে ঘটতে পারে? কিন্তু আমরা এখনও ইহুদিদের খ্রীষ্টে মনপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছি। ১৯৪৮ সালে, ইস্রায়েলে প্রায় ত্রিশজন খ্রিস্টান ইহুদি ছিল। আজ এটি গণনা করা হয় যে প্রায় ত্রিশ হাজার আছে এবং এই সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা আরও বেশি কিছু করার জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছি। আমরা প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছি, যেমনটি ছিল, তাদের মৃতাবস্থা থেকে তাদের পুনরুত্থিত করা এবং তাদের তাঁর জন্য একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনীতে রূপান্তর করা, যা বিশ্বকে সুসমাচার প্রচার করার একটি মহান শক্তি হবে।

কিন্তু ইহুদিদের মনপরিবর্তনের এই ধারণাটি কি কিছু অদ্ভুত লোকেরদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি? প্রকৃতপক্ষে, এটি সংস্কারের সময় থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গোঁড়া শিক্ষাতাত্ত্বিকদের সবচেয়ে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। ওয়েস্টমিনস্টার স্ট্যান্ডার্ড হল সারা বিশ্বে প্রেসবিটারিয়ান চার্চের মহান মানদণ্ড। এগুলি সপ্তদশ শতাব্দীতে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাসেম্বলি অফ ডিভাইনস দ্বারা উৎপাদিত হয়েছিল। দ্যা লারজার ক্যাতাকিসম-এর প্রশ্ন #১৯১-এর উত্তর খুবই তথ্যপূর্ণ। প্রভুর প্রার্থনার বিষয় আলোচনা করার সময়, যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয় তা হল, "দ্বিতীয় (অনুরোধে) পিটিশনে আমরা কিসের জন্য প্রার্থনা করি?" উত্তরটি নিম্নরূপ দেওয়া হয়েছে; "দ্বিতীয় আবেদনে, (যা হল, তোমার রাজ্য আসুক), নিজেদের এবং সমস্ত মানবজাতিকে পাপ ও শয়তানের আধিপত্যের অধীনে প্রকৃতিগতভাবে স্বীকার করে আমরা প্রার্থনা করি যে পাপ ও শয়তানের রাজ্য যেন ধ্বংস করা হয়। আর যেন সুসমাচার সারা বিশ্বে প্রচার করা হয় এবং ইহুদিদের আহবান করা হয়"–এটিকে কার্যকর আহ্বান"–"অইহুদীদের সম্পূর্ণ সংখ্যা আনিত হয়েছে; মণ্ডলী সুসমাচার প্রচারক এবং অধ্যাদেশ প্রদানকারীদের দ্বারা সজ্জিত, দুর্নীতি মুক্ত, সিভিল ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা মুখোশিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে: যাতে খ্রীষ্টের অধ্যাদেশগুলি বিশুদ্ধভাবে বিতরণ করা যায় এবং যারা এখনও তাদের পাপে রয়েছে তাদের মনপরিবর্তন করার জন্য কার্যকর করা হয়, আর যারা ইতিমধ্যেই মনপরিবর্তন করেছে তাদের নিশ্চিত করা, সান্ত্বনা দেওয়া এবং গঠন করা; যে খ্রীষ্ট এখানে আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করবেন এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় ত্বরান্বিত, আর তাঁর সাথে আমাদের চিরকাল রাজত্ব করার অধিকার দেবেন; আর তিনি রাজত্ব প্রয়োগ করতে পেরে খুশি হবেন। সমস্ত বিশ্বে তাঁর শক্তি প্রদর্শিত, যা এই উদ্দেশ্যগুলিকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করতে পারে।" এটা স্পষ্ট যে প্রেসবিটারিয়ান মানদণ্ডগুলি ইহুদিদের মনপরিবর্তনের এবং বিধর্মীদের পূর্ণ সংখ্যাকে কল্পনা করে, যার অর্থ হল ইহুদিদের মনপরিবর্তন থেকে প্রবাহিত ফলস্বরূপ অনেক বিধর্মীদের মনপরিবর্তন। দ্বিতীয় আগমনের আগে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদিদের খ্রীষ্টে রূপান্তরের জন্য প্রার্থনা করা, কাজ করা এবং আশা করা উচিত।

এটা অনেক পুরাতন নিয়মের অনুচ্ছেদে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সখরিয়, ঈশ্বর তাকে যা বলেছিলেন তা লিখেছিলেন; "আর দায়ুদ কুলের ও যিরূশালেম নিবাসীদের উপরে আমি অনুগ্রহের ও বিনতির আত্মা সেচন করিব; তাহাতে তাহারা যাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে এবং তাঁহার জন্য বিলাপ করিবে, যেমন একমাত্র পুত্রের জন্য বিলাপ করা যায় এবং তাঁহার জন্য শোকাকুল হইবে, যেমন প্রথমজাত পুত্রের জন্য লোকে শোকাকুল হয়" (১২:১০)। এখানে আবার, আমাদের কাছে ইহুদিদের খ্রীষ্টের প্রতি মনপরিবর্তনের একটি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আমেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ৬

ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রাক্-সহস্রাব্দ / প্রাক্-বর্ষসহস্র

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ৬

ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রাক্-বর্ষসহস্র

আমরা এখন এস্ক্যাটোলজিতে আমাদের ষষ্ঠ বক্তৃতায় আসি এবং আমাদের আজকের বিষয় হল ডিসপেনসেশনাল প্রিমিলেনারিজম। ডিসপেনসেশন প্রিমিলেনারিয়ানিজম বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি গত একশত পঞ্চাশ বছর ধরে বেশিরভাগ ইভাঞ্জেলিক্যাল চার্চের সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি। এটি রেডিও এবং টিভি প্রচার, স্কোফিল্ড রেফারেন্স বাইবেল, বাইবেল ইনস্টিটিউটস এবং কলেজ এবং হ্যাল লিন্ডসে, দ্য লেট গ্রেট প্ল্যানেট আর্থের মতো জনপ্রিয় বই দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

ফিলিস্তিনের ভূমিতে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন এবং ইস্রায়েল জাতি গঠনকে আসন্ন সহস্রাব্দের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসাবে ডিসপেনসেশনালিস্টরা দেখেন। এখনকার সময়ে এমন কিছু লক্ষণ রয়েছে যা বোঝায় যে ডিসপেনসেশনালিজম ইভাঞ্জেলিক্যাল চার্চের উপর নিজের দখল হারাতে শুরু করেছে, সংস্কারকৃত ধর্মতত্ত্ব (রিফম্ থিওলজি) থেকে সমালোচনা আসছে, যা ডিসপেনসেশনালিজমের সাথে সাধারণ সংযুক্তিকে দুর্বল করেছে। ডিসপেনসেশনালিজমের প্রচারের জন্য মহান শিক্ষাকেন্দ্র, যেমন বৃহৎ ডালাস সেমিনারী, তাদের ডিসপেনসেশনাল শিক্ষাতত্ত্বকে পরিবর্তন করতে এবং তার প্রচার বন্ধ করতে শুরু করেছে, যদিও ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গি এখনও অনেক খ্রিস্টান ব্যাপকভাবে ধারণ করেন।

যদিও প্রথমে, আমি সংক্ষিপ্তভাবে ঐতিহাসিক প্রিমিলেনিয়ালিজমের/ (প্রভু যীশু মিলেনিয়াম বা হাজার বছরের রাজত্বের পুর্বেই আসবেন) দিকে তাকাতে চাই। ঐতিহাসিক প্রিমিলেনিয়ালিজমকে ডিসপেনসেশনাল প্রিমিলেননিয়ালিজম থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা করতে হবে। এটি প্রারম্ভিক মণ্ডলীর সাধারণ ধারনা ছিল এবং এটিকে চিলিয়াজম বলা হত। উদাহরণস্বরূপ, এটি জাস্টিন মার্টিয়ার এবং আইরেনিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিন্তু অগাস্টিন দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং তাই সাধারণত অনুগ্রহ হারিয়েছিল এবং মধ্যযুগীয় চার্চে এই ধারনাটি খুব একটি বর্তমান ছিল না। সংস্কারের সময়ে, অনেক অ্যানাব্যাপ্টিস্টদের দ্বারা প্রাক্-সহস্রাব্দবাদ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, কিন্তু লুথার, ক্যালভিন এবং অন্যান্য প্রধান সংস্কারকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ক্যালভিন এটিকে বর্ণনা করেছেন, "খণ্ডন করা খুবই শিশুসুলভ।" ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এটি পুনরুজ্জীবিত এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এডওয়ার্ড আরভিং দ্বারা, বিখ্যাত বক্তৃতায় যা তিনি এডিনবার্গের সাধারণ পরিষদের সময় দিয়েছিলেন এবং ব্যান্যের ব্রাদার্স, হোরাটিয়াস এবং অ্যান্ড্রু ব্যান্যের এবং রবার্ট মুর্যে দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। লন্ডনের বিখ্যাত ব্যাপটিস্ট প্রচারক, চার্লস হ্যাডন স্পারজিয়নও একজন প্রিমিলেনারিয়ান ছিলেন, যদিও তিনি তাঁর উপদেশ বা তাঁর লেখায় এটিকে খুব বেশি জায়গা দেন না।

প্রিমিলেনারিজম শিখায় যে খ্রীষ্ট যে কোনও দিন ফিরে আসতে পারেন এবং যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন জেরুশালেমে এক হাজার বছর রাজত্ব করা শারীরিকভাবে ক্রমানুসারে হবে। প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় এইরূপে শিক্ষা দেয় যে পতন এবং নিপীড়নের একটি সময় পরে, খ্রীষ্ট আসবেন এবং খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করবেন - প্রথম পুনরুত্থান এবং তারা সেই হাজার বছর ধরে খ্রীষ্টের সাথে রাজত্ব করবে। সেই সময়ের শেষে, দ্বিতীয় পুনরুত্থান হবে, যখন দুষ্টদের উত্থাপিত করা হবে এবং বিচার করা হবে। হাজার বছরের সময়কাল শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং সুসমাচারের আশীর্বাদের সময় হবে এবং পুরাতন নিয়মের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে, আর পুরুষরা তাদের তরবারিগুলিকে লাঙলের ফালগুলিতে এবং তাদের বর্শাগুলিকে ছাঁটাইয়ের হুকগুলিতে মারবে। এই সহস্রাব্দটি শয়তানের বিদ্রোহী-সিংহের একটি ছোট সময়ের সাথে শেষ হবে, যা খ্রীষ্টের দ্বারা নামানো হবে, তারপরে বিচার হবে এবং চূড়ান্ত অবস্থা হবে।

আমরা এখন ডিসপেনসেশনাল প্রিমিলেনারিজমের দিকে তাকাই। ডিসপেনসেশনাল প্রিমিলেনারিয়ানিজম অনেক বেশি সাম্প্রতিক উৎস রয়েছে। এটা গত দেড়শ বা দুই শত বছর ধরে চলে আসছে। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে,

এটি খুব বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, যাতে অনেকে ভেবেছিল যে এই ধারনা পোষণ না করলে আপনি একজন ইভাঞ্জেলেক্যাল খ্রিস্টান হতে পারবেন না। এটি ঐতিহাসিক প্রাক্ সহস্রাব্দের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত এবং আরও অনেক এগিয়ে যায়। আর মূলত এটি সংস্কারকৃত শিক্ষাতত্ত্ব এবং বাইবেলের সঠিক ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটাকে ধর্মান্ধভাবে এর অনুগামীরা গোঁড়ামির একটি মৌলিক বিষয় হিসেবে সমর্থন করে এবং তারা মনে করে যে যারা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করে না তারা সত্যই অবিশ্বাসী উদারপন্থী হিসাবে বাতিল হয়ে যাবে।

ডিসপেনসেশনালিজম, একটি সিস্টেম হিসাবে, জে এন ডার্বি দ্বারা বিকশিত হয়েছিল, যার তারিখ ১৮০০ থেকে ১৮৯২। তিনি প্লিমথ ব্রাদারেন-এর অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি অ্যাংলো-আইরিশ পিতামাতার লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওয়েস্টমিনস্টার স্কুলে নিজ শিক্ষা শুরু করেন, কিন্তু আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে তা সম্পন্ন করেন। তিনি একজন অ্যাংলিকান ধর্মযাজক হিসেবে নিযুক্ত হন এবং চার্চ অফ আয়ারল্যান্ডের মধ্যে তার সেবা শুরু করেন। তিনি রোমান ক্যাথলিকদের মনপরিবর্তনে কিছু প্রাথমিক সাফল্য দেখেছিলেন। কিন্তু আর্চবিশপ যখন আয়ারল্যান্ডের সঠিক রাজা হিসেবে চতুর্থ জর্জ-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের জন্য মনপরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন, তখন এটি আইরিশদের মধ্যে বৈরিতা তৈরি করে এবং তাই মনপরিবর্তনগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ডারবি প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন এবং পরবর্তী কয়েক বছরে তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র শিক্ষাতত্ত্ব গড়ে তোলেন।

তিনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে ঈশ্বরের রাজ্য যা যিশাইয়তে এবং অন্যান্য পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মূল ধারণাটি হল যে যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন রাজা হওয়ার জন্য, দায়ুদের সিংহাসন থেকে ইহুদিদের উপর রাজত্ব করার জন্য, কিন্তু তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাই, তিনি বিধর্মীদের দিকে ফিরেছিলেন। কিন্তু একদিন, মণ্ডলীর অনুশাসন কালের পরে, তিনি আবার ইহুদিদের উপর রাজত্ব করবেন। অইহুদীদের মধ্যে খ্রীষ্টিয় গির্জা ছিল পরের এক ধরনের চিন্তা-ভাবনা-এটা কখনই ঘটার চিন্তাধারা ছিলনা। ডিসপেনসেশনালিজম-সংস্কারকৃত ধর্মতত্ত্বকে এবং এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে যে ঈশ্বর সার্বভৌম এবং যা কিছু ঘটবে তা পূর্বনির্ধারিত। মূলত, ডিসপেনসেশনালিস্টদের অবশ্যই আর্মিনিয়ান হতে হবে, স্বাধীন ইচ্ছায় বিশ্বাসী এবং ঈশ্বরের কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। ডিসপেনসেশনালিজম সমস্ত ইতিহাসকে ঈশ্বরের ডিসপেনসেশন বা ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের আচরনের ভিত্তিতে বিভক্ত। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট অনুশাসনেরকাল, যে সময়ে ঈশ্বর নিজের সাথে বিভিন্ন উপায়ে এবং স্বতন্ত্র চুক্তিতে আচরণ করেছিলেন, প্রত্যেকটি একে অপরের থেকে আলাদা এবং পরিত্রাণের উপায়টি অনুশাসনের কাল অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছিল।

এখন সংস্কারকৃত শিক্ষাতাত্ত্বিকরাও ডিসপেনশন নিয়ে কথা বলেন–তাদের পুরাতন নিয়ম ডিসপেনসেশন এবং নতুন নিয়ম ডিসপেনসেশন নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু সেগুলি অনুগ্রহের চুক্তির ডিসপেনশন এবং তাদের কাছে পুরাতন ও নতুন নিয়মে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় রয়েছে। পুরাতন নিয়মের সাধুরা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, খ্রীষ্ট যিনি আসবেন এবং তিনি যে কাজটি করবেন তাঁর উপর বিশ্বাস করে। যারা নতুন নিয়মে আছেন তারাও খ্রীষ্টের দ্বারা পরিত্রাণ পান, কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর কাজ যা তিনি কালভেরিতে সম্পূর্ণ করেছিলেন। দুটি ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে–পুরাতন নিয়মের ব্যবস্থায় রক্ত বলিদান দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সারমর্মে, অনুগ্রহের একমাত্র চুক্তি রয়েছে এবং যারা উদ্ধা পাচ্ছে, তারা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারা উদ্ধার পাচ্ছে।

ডিসপেনসেশনালিস্ট এর থেকে অনেক এগিয়ে গিয়ে বিষয়টি দেখেন। সাধারণত তারা সাতটি অনুশাসনেরযুগ বা ডিসপেনসেশনকে আলাদা করে। প্রথমত, নিষ্কলুষতার কাল, পতনের আগে। তারপর ন্যায়বোধের কাল, পতন থেকে নোহ পর্যন্ত। তারপর মানব শাসনতন্ত্রের কাল, নোহ থেকে অব্রাহাম পর্যন্ত। তারপর প্রতিশ্রুতির কাল, অব্রাহাম থেকে মোশি পর্যন্ত। তারপর ব্যবস্থার কাল, মোশি থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত। তারপর অনুগ্রহ বা মণ্ডলীর কাল এবং তারপর বর্ষ-সহস্রাব্দে কাল। এই বিশ্বের ইতিহাস অনুসরণ করে, আসে শাশ্বত অবস্থা। ডিসপেনসেশনালিস্টদের জন্য পরিত্রানের উপায় প্রতিটি ডিসপেনসেশনে আলাদা। এই প্রতিটি সময়কাল এমন একটি সময় যেখানে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার কিছু নির্দিষ্ট প্রকাশের আনুগত্যের ক্ষেত্রে পরিক্ষিত হয় এবং প্রতিবারই মানুষ ব্যর্থ হয়। মানুষের ব্যর্থতা আনুগত্যের একটি নতুন পরীক্ষা দিয়ে বরাদ্দের প্রতিস্থাপনের দিকে নিয়ে যায় এবং এইভাবে, একটি নতুন ব্যবস্থা শুরু হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শেষ তিনটি কাল।

এখন আমরা ডিসপেনসেশনালিজমের ত্রুটিগুলি নিয়ে চিন্তা করি। ডিসপেনসেশনালিস্টরা একটি সুনির্দিষ্ট পার্থক্য চিত্রিত করেন-ইস্রায়েল এবং মণ্ডলীর মধ্যে। প্রথাগত ডিসপেনসেশনালিস্টরা শিক্ষা দেন যে পুরাতন নিয়মের

ইস্রায়েলীয়রা ব্যবস্থা মেনে, আদেশ পালন করে পরিত্রাণ পেয়েছিল। যদিও কিছু আধুনিক, প্রগতিশীল ডিসপেনসেশনালিস্টরা (প্রোগ্রেসিভ ডিসপেনসেশনালিস্টরা) এটিকে কিছুটা পরিবর্তন করেন এবং অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণের কথা বলবেন। কিন্তু গতানুগতিক ডিসপেনস্যানালিস্টের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যে একজন পুরাতন নিয়মের দশটি আদেশ এবং আনুষ্ঠানিক আইন পালন করে পরিত্রাণ পায়।

যীশু নিকোদিমকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যিনি পুরানো ব্যবস্থার অধীনে ছিলেন, যে কেউ আবার নতুন রূপে জন্ম না নিয়ে পরিত্রাণ পেতে পারে না–যোহন ৩:৩; "তোমাকে নতুন জন্ম প্রাপ্ত হইতে হইবে।" পৌল জোর দিয়ে বলেছেন যে ব্যবস্থা পালন করে ঈশ্বরের দ্বারা কাউকেই নির্দোষ প্রতিপন্ন, ক্ষমা করা এবং গৃহীত করা যায় না; "যেহেতুক, ব্যবস্থার কাজ দ্বারা কোন প্রানি তাঁহার সাক্ষাতে ধার্ম্মিক গণিত হইবে না, কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে"–রোমীয় ৩:২০। আমরা আদেশ পালন করে পরিত্রাণ পেতে পারি না, কারণ আদেশ শুধুমাত্র আমাদের পাপের দিকে নির্দেশ করে এবং আমাদের নিন্দা করে। অন্য একটি পত্রে, পৌল লিখেছেন, "কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাঁহা কর্ম্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে"–ইফিষীয় ২:৮-৯। পরিত্রাণ সর্বদা অনুগ্রহের দ্বারা হয়েছে এবং সর্বদা থাকবে, যাতে ঈশ্বর সমস্ত গৌরব পান এবং মানুষ নিজেকে বাঁচানোর জন্য কোনোভাবেই গর্ব করতে পারে না। অনেক ইহুদিদের সমস্যা এই ছিল; "ফলত, ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা না জানায় এবং নিজ ধার্ম্মিকতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করায়, তাহারা ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার বশীভূত হয় নাই"–রোমীয় ১০:৩। ইহুদি বা কেউ তাদের ভাল কাজ, বা ব্যবস্থা পালন, বা আচার পালনের দ্বারা স্বর্গ পেতে পারেন না। পরিত্রাণ হয় অনুগ্রহে। ইব্রীয়ের পুস্তকে এটি পুরোপুরি পরিষ্কার করা হয়েছে যে পুরাতন নিয়মের সময়ে পুরুষ এবং মহিলারা অবিশ্বাসের কারণে ধ্বংস হয়েছিলেন, আদেশ পালনের ব্যর্থতার কারনে নয়; "কাহাদের প্রতিই বা তিনি চল্লিশ বৎসর অসন্তুষ্ট ছিলেন? তাহাদের প্রতি কি নয়, যাহারা পাপ করিয়াছিল, তাহাদের শব প্রান্তরে পতিত হইল? তিনি কাহাদের বিরুদ্ধেই বা এই শপথ করিয়াছিলেন যে, ইহারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করিবে না, অবাধ্যদের বিরুদ্ধে কি নয়? ইহাতে আমরা দেখতে পাইতেছি যে, অবিশ্বাস প্রযুক্তই তাহারা প্রবেশ করিতে পারিল না"–ইব্রীয় ৩:১৭-১৯।

ইস্রায়েল এবং মণ্ডলীর মধ্যে একটি পার্থক্য চিত্রিত করার ত্রুটিটি দেখানো হয়েছে যখন স্টিফেন মোশি সম্পর্কে বলেছেন; "তিনিই প্রান্তরে মণ্ডলীতে ছিলেন; যে দূত সিনয় পর্ব্বতে তাঁহার কাছে কথা বলিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহার এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত ছিলেন। তিনি আমাদিগকে দিবার নিমিত্ত জীবনময় বচন কলাপ পাইয়াছিলেন" প্রেরিত ৭:৩৮। এখানে, মণ্ডলীর জন্য যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার হয়েছে তা হল "এক্লেসিয়া", নতুন নিয়মে "মণ্ডলীর" এর জন্য ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ। মরুভূমির যাত্রার সময় ইস্রায়েল ছিল ঈশ্বরের মণ্ডলী। মণ্ডলী সেই সকল মানুষদের নিয়ে গথিত যারা আদমের দিন থেকে বর্তমান পর্যন্ত, পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আসবে। মূলত পরিত্রাণের একটি মাত্র উপায় আছে–কেবল একজন পরিত্রাতা–একজন ত্রাণকর্তা যার বিষয়ে আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পুরাতন নিয়মে, লোকেরা মশীহ কী সম্পাদন করবে তার জন্য বিশ্বাসের সাথে অপেক্ষা করেছিল এবং আমরা আজ তা পিছনে ফিরে তাকাই। অবশ্যই, পুরাতন নিয়মের মণ্ডলী হিসাবে ইস্রায়েলের মধ্যে এবং নতুন নিয়মের মণ্ডলীর মধ্যে উপরিগত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু পুরাতন নিয়মের সময়ে ইস্রায়েল ছিল মণ্ডলী। ইস্রায়েলের বাহ্যিক সদস্যপদ আজ একটি মণ্ডলীর বাহ্যিক সদস্যতার মতই পরিত্রাণের নিশ্চয়তা দিত না; রোমীয় ৯:৬ "কারণ যাহারা ইস্রায়েল হইতে উৎপন্ন, তাহারা সকলেই হে ইস্রায়েল, তাহা নয়।

প্রথাগত ডিসপেনসেশনালিস্টদের আরেকটি ত্রুটি হল স্বর্গরাজ্য এবং ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে তীব্রভাবে পার্থক্য করা। স্বর্গের রাজ্য হল যা মণ্ডলীর অন্তর্গত এবং ঈশ্বরের রাজ্য হল যা ইহুদীদের। যাইহোক, এই পরিভাষাগুলির যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে মথি "স্বর্গরাজ্য" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন কারণ তিনি মূলত ইহুদি শ্রোতাদের কথা মাথায় রেখে লিখেছিলেন এবং ইহুদিরা পবিত্র নাম ব্যবহার করার পরিবর্তে "স্বর্গ" শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করত। ঈশ্বর মথিতে স্বর্গের রাজ্য কী এবং মার্ক এবং লুকের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য কী তা ব্যাখ্যা করার জন্য একই দৃষ্টান্তগুলি ব্যবহার করেছেন।

ডিসপেনসেশনালিস্টরা মণ্ডলীকে একটি বন্ধনী বা ইস্রায়েলের ইতিহাসের অগ্রগতিতে এক ধরনের অস্থায়ী বাধা হিসাবে উল্লেখ করেন। তারা মণ্ডলীর সময়কালকে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়বস্তু রূপে দেখেন না। তারা লক্ষ করে যে পৌল কলসীয়দের কাছে লিখেছিলেন; "যদি তোমরা বিশাসে বদ্ধমূল ও অটল হইয়া স্থির থাক এবং সেই সুসমাচারের প্রত্যাশা হইতে বিচলিত না হও, যাহা শুনিয়াছ, যাহা আকাশমণ্ডলের অধস্থিত সমস্ত সৃষ্টির

কাছে প্রচারিত হইয়াছে, আমি পৌল যাহার পরিচারক হইয়াছি। এখন তোমাদের নিমিত্ত আমার যে সকল দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে আনন্দ করিতেছি এবং খ্রীষ্টের ক্লেশভোগের যে অংশ অপুর্ণ রহিয়াছে তাহা আমার মাংসে তাঁহার দেহের নিমিত্ত পূর্ণ করিতেছি; সেই দেহ মণ্ডলী। তোমাদের পক্ষে ঈশ্বরের যে দেওয়ানী কাজ আমাকে দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে আমি মণ্ডলীর পরিচারক হইয়াছি, যেন আমি ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণরূপে প্রচার করি; তাহা সেই গভীরতত্ত্বের, যাহা যুগযুগানুক্রমে ও পুরুষপুরুষানুক্রমে গুপ্ত ছিল, কিন্তু এখন তাহার পবিত্রগণের কাছে প্রকাশিত হইল; কারণ পরজাতিগনের মধ্যে সেই নিগুরহততের গৌরব ধন কি, তাহা পবিত্রগণকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল; তাহা তোমাদের মধ্যবর্ত্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা" কলসীয় ১:২৩-২৭। একটি "রহস্য" যা "গোপন ছিল এখন প্রকাশ করা হয়েছে"। তাই মণ্ডলী, কিছু ইহুদি এবং অনেক অইহুদীদের সমন্বয়ে গঠিত, এমন কিছু যা পুরাতন নিয়মের সময়ে লুকানো ছিল, কিন্তু এখন প্রকাশিত হয়েছে। ইহুদীদের দ্বারা খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হল ঈশ্বর তাদের থেকে অইহুদীদের দিকে ফিরে গেছেন। তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল, অনেক অইহুদীরা বিশ্বাস করেছিল এবং পরিত্রাণ পেয়েছিল এবং তাই আমাদের কাছে এখন যেমন মণ্ডলী রয়েছে–অনেক অন্যজাতি এবং শুধুমাত্র কিছু ইহুদি। রহস্য প্রকৃতপক্ষে সত্য যে পরিত্রাণ ইহুদিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু অইহুদীরাও পরিত্রাণ পেয়েছে। যদিও এটি পুরাতন নিয়মের সময়ে অনেকাংশে লুকানো ছিল, এটি কিছু ভাববাদীদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। ডিসপেনসেশনালিস্টরা বলছেন যে এটি পুরাতন নিয়মের সময়ে জানা ছিল না, তবে যাকোব স্পষ্ট করে দেন যখন তিনি জেরুশালেম কাউন্সিলে কথা বলার সময় উল্লেখ করেন যে এই বিষয়ে ভাববাদীদের কাছে পরিচিত ছিল। সারসংক্ষেপ করার সময়, তিনি যুক্তি দেন যে অন্যজাতিদের আনুষ্ঠানিক আইন রাখতে হবে না, তিনি আমোষ ৯:১১-১২ থেকে উদ্ধৃত করেন; "ইহার পরে আমি ফিরিয়া আসিব দায়ূদের পতিত কুতির পুনরায় গাঁথিব, তাঁহার ধ্বংসস্থান সকল পুনরায় গাঁথিব, আর তাহা পুনরায় স্থাপন করিব; যেন অবশিষ্ট লোক সকল প্রভুর অন্বেষণ করে, আর যে জাতিগনের উপরে আমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছি, তাহারা সকলেও করে, প্রভু এই কথা কহেন; তিনি পুরাকাল অবধি এই সকল বিষয় জ্ঞাত করেন"–প্রেরিত ১৫:১৬-১৮। আমোষের দিনে এবং সৃষ্টির শুরু থেকেই ঈশ্বর এটি জানতেন। ঈশ্বর তার মন পরিবর্তন করেননি। সর্বদাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল অইহুদীদের তাঁর মণ্ডলীতে জড়ো করার।

এখন, ঊর্দ্ধোত্থান (রেপচ্যার) দিকে যাওয়া যাক ডিসপেনসেশনালিজম রেপচ্যারের উপর প্রচন্ড জোর দেয়। ডিসপেনস্যানালিস্ট হারমেনিউটিক্স দাবি করে যে বাইবেল এবং ভবিষ্যদ্বাণীকে, যদি সম্ভব হয়, আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, যার মধ্যে সংখ্যা, সময়কাল, ব্যবহৃত উপকরণ, ভবন ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, যিহিস্কেলের শেষের অধ্যায়গুলি থেকে এটি প্রদর্শিত হবে। মন্দির পুনঃনির্মাণ করা হবে এবং আবার উৎসর্গ করা হবে এবং তারা তাই বলে। এটি নতুন নিয়মের প্রকাশিত বাক্য এবং বিশেষ করে ইব্রীয়ের বইয়ের অস্বীকার করা হয়েছে, যেখানে খ্রীষ্টকে সর্বশেষ মহান বলি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা অন্য যেকোন প্রয়োজনকে দূর করা হয়েছে। একটি শ্লোক বা অধ্যায়ের পুরো প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে, বাইবেলে ব্যবহৃত সাহিত্যের বিভিন্ন রূপগুলি লক্ষ্য করতে এবং প্রতীকী ভাষাকে যেমন ব্যাখ্যা করতে ডিসপেনসেশনালিস্টদের অনীহা রয়েছে।

ডিসপেনসেশনালিস্টরা শেখান যে খ্রীষ্ট যে কোন সময় আসতে পারেন। থিষলনীকীয়দের উদ্দেশে পৌল যা লিখেছিলেন তার উপর তারা খুব জোর দেয়; "কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা চাহি না যে, যাহারা নিদ্রাগত হয়, তাহাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাক; যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই, সেই অন্য সকল লোকের মত তোমরা দুঃখার্ত্ত না হও। কেননা আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, যীশু মরিয়াছেন, এবং উঠিয়াছেন, তখন জানি, ঈশ্বর যীশু দ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকেও সেইরূপে তাঁহার সহিত আনয়ন করিবেন। কেননা আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি যে, আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা প্রভুর আগমন পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকিব, আমরা কোন ক্রমে সেই নিদ্রাগত লোকদের অগ্রগামী হইব না। কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ, এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে, তাহারা প্রথমে উঠিবে। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সকসঙ্গে তাহাদের সহিত মেষযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব"–১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৭।

ডিসপেনসেশনালিস্টরা শেখায় যে খ্রীষ্ট প্রথমে আসবেন, তার লোকেদের ছৌ মেরে নিয়ে যেতে বা রেপচ্যার করতে। তিনি যখন আবির্ভূত হবেন, তখন মৃত সাধুগণ উঠবেন। কবর খোলা হবে, একটি পুনরুত্থান হবে এবং তারা যারা এখনও জীবিত তাদের সাথে যোগ দেবেন এবং মেঘে প্রভুর সাথে দেখা করবেন। সেখান থেকে তারা অদৃশ্য

হয়ে যাবে স্বর্গে, যেখানে, সাত বছর ধরে, তারা মেষশাবকের বিবাহের ভোজ উপভোগ করবে। এই শিক্ষার অনেক বৈচিত্র আছে, কিন্তু এটি সবচেয়ে সাধারণ হবে। তারা বিশ্বাস করে যে প্রকাশিত বাক্য ২০:৪-৬ তে বলা হয়েছে প্রথম পুনরুত্থান হল রেপচ্যারের আগের পুনরুত্থান। সহস্রাব্দ-বিরোধী এবং কিছু সহস্রাব্দ–উত্তর বাদীরা বিশ্বাস করেন যে প্রকাশিত বাক্য ২০-এ বলা প্রথম পুনরুত্থান হল পুনর্জন্মের আধ্যাত্মিক পুনরুত্থান–নতুন জন্ম। অন্যান্য সহস্রাব্দ-উত্তর বাদীরা বিশ্বাস করেন যে প্রথম পুনরুত্থান হল মহান আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন যা বর্ষ-সহস্রাব্দের শুরুতে ঘটে। সংস্কারকৃত শিক্ষাতাত্ত্বিকরা বিচারের দিনে জগতের শেষে শুধুমাত্র একটি শারীরিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করেন। ডিসপেনসেশনালিস্টদের জন্য, বেশ কয়েকটি পুনরুত্থান রয়েছে, যা দুয়ের বেশি।

আমরা লক্ষ করেছি যে ডিসপেনসেশনালিস্টরা মণ্ডলীর অনুশাসনের কালকে একটি বন্ধনী হিসাবে দেখেন। তাহলে এটা কখন শেষ হয়? স্পষ্টতই, যখন মণ্ডলীর সাধুরা স্বর্গে রেপচ্যার হবেন। তারপর ঈশ্বর ইস্রায়েল এবং মশীহের সঙ্গে তাঁর মূল পরিকল্পনায় ফিরে যাবেন। খ্রীষ্ট তাঁর সাধুদের জন্য আসার মধ্যে–যা হল রেপচ্যার এবং খ্রীষ্ট সাত বছরের শেষে তাঁর সাধুদের সাথে আসবেন, এই দুয়ের মধ্যে এক পার্থক্য দেখানো হয়েছে। সাত বছরের সময় শেষে, সাত বছরের সময়কালে মারা যাওয়া সাধুদের আরেকটি পুনরুত্থান হবে। ডিসপেনসেশনালিস্টরা দাবি করেন যে পৃথিবীতে মহাক্লেশের সময়–সাত বছরের সময়কাল যা পরমানন্দের অনুসরণ করে–সেখানে ভয়ানক তাড়না হবে। খ্রীষ্টবিরোধী, সমুদ্র থেকে আগত পশু-প্রকাশিত বাক্য ১৩ তে প্রকাশিত হবে, আর তিনি পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন। সেই সময়, সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি মনপরিবর্তন করবে। তারপর খ্রীষ্ট তাঁর সাধুদের সাথে ফিরে আসবেন। খ্রীষ্ট জলপাই পাহাড়ে অবতরণ করবেন যা দুটি টুকরে বিভক্ত হবে এবং সেখানে একটি নতুন উপত্যকা তৈরি করবে–সখরিয় ১৪ অধ্যায়–এবং খ্রীষ্টীয় ইহুদিরা এই নতুন উপত্যকায় পালিয়ে যাবে যা খ্রীষ্টবিরোধীদের সেনাবাহিনী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গঠিত হয়েছে-সখরিয় ১৪:৫। খ্রীষ্ট হার্মাগিদোনের যুদ্ধে খ্রীষ্টশত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং খ্রীষ্টশত্রুরা ধ্বংস হবে। শয়তানকে বেঁধে রাখা হবে এবং হাজার বছরের জন্য অতল গর্তে ফেলে দেওয়া হবে–প্রকাশিত বাক্য ৩০। খ্রীষ্ট এখন জেরুশালেমে তাঁর বিশ্বাসী ইহুদিদের সাথে, সমগ্র পৃথিবীতে, এক হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবেন। সমস্ত জাতি তাঁর অধীন থাকবে। সাত বছরের ক্লেশের শেষে পুনরুত্থিত সাধুরা, সেই সময়ের শুরুতে প্রফুল্ল সাধুদের সাথে, হাজার বছর ধরে স্বর্গে বাস করবেন এবং রাজত্ব করবেন। এই সময়ে দুটি বিচার ঘটবে; অইহুদীদের বিচার যারা ক্লেশের সময় ঈশ্বরের লোকদের নিপীড়ন করেছিল এবং ইহুদিদের বিচার–যিহিস্কেল ২০:৩৩-৩৮। কিছু ডিসপেনসেশনালিস্ট আসলে সাতটি ভিন্ন বিচার এবং সাতটি ভিন্ন পুনরুত্থানের পার্থক্য করেন।

বর্ষ-সহস্রাব্দ মহান সমৃদ্ধি এবং শান্তির একটি সময় হবে, যখন প্রতিশ্রুতি এবং পুরাতন নিয়মের ভাববাদীমূলক অনুচ্ছেদগুলি পূর্ণ হবে। উদাহরণস্বরূপ, "কিন্তু ধর্ম্মশীলতায় দীনহীনের বিচার করিবেন, সরলতায় পৃথিবীস্থ নম্রদের জন্য নিষ্পত্তি করিবেন; তিনি আপন মুখস্থিত দণ্ড দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করিবেন, আপন ওষ্ঠাধরের নিঃশ্বাস দ্বারা দুষ্টকে বধ করিবেন। আর ধর্ম্মশীলতা তাঁহার কটিদেশের পটুকা ও বিশ্বস্ততা তাঁহার কক্ষের পটুকা হইবে। আর কেন্দুয়াব্যাঘ্র মেষশাবকের সহিত একত্র বাস করিবে; চিতাব্যাঘ্র ছাগবৎসের সহিত শয়ন করিবে; গোবৎস, যুবসিংহ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু একত্র থাকিবে; এবং ক্ষুদ্র বালক তাহাদিগকে চালাইবে। ধেনু ও ভল্লুকী চরিবে, তাহাদের বৎস সকল একত্র শয়ন করিবে, এবং সিংহ বলদের ন্যায় বিচালি খাইবে। আর স্তন্যপায়ী শিশু কেউটিয়া সর্পের গর্ত্তের উপরে খেলা করিবে, ত্যক্তস্তন্য বালক কৃষ্ণসর্পের বিবরের উপরে হস্ত রাখিবে। সে সকল আমার পবিত্র পর্ব্বতের কোন স্থানে হিংসা কিম্বা বিনাশ করিবে না; কারণ সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভু-বিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে"–যিশাইয় অধ্যায় ১১ পদ ৪-৯। খ্রীষ্টের রাজ্য হবে সর্বজনীন। সমুদ্র থেকে সমুদ্রে এবং নদী থেকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব থাকবে। যারা মরুভূমিতে বাস করে তারা তাঁর সামনে মাথা নত করবে এবং তাঁর শত্রুরা ধুলো চাটবে। তর্শীশ ও দ্বীপের রাজারা উপহার আনবে; শিবা ও সেবার রাজারা উপহার দেবে। হ্যাঁ, সমস্ত রাজা তাঁর সামনে পড়ে যাবে; সমস্ত জাতি তাঁর সেবা করবে"–গীতসংহিতা ৭২:৮-১১।

যিহিস্কেল চূড়ান্ত অধ্যায়গুলি ৪০-৪৮ ব্যাখ্যা করার সময়, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে জেরুশালেমের মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করা হবে এবং সেই বলিদান আরও একবার দেওয়া হবে। তবে এটি খ্রীষ্টের কাজকে দুর্বল করবে। তারা বলে যে পুরাতন নিয়মের যাজকেরা আবার বলি উৎসর্গ করবেন, কিন্তু পুরাতন নিয়মের যাজকেরা এমন বলি উৎসর্গ করেছিলেন যা স্বর্গীয় জিনিসগুলির একটি উদাহরণ এবং ছায়া হবে–ইব্রীয় ৮:৫। "কিন্তু খ্রীষ্ট, আগত উত্তম উত্তম বিষয়ের মহাযাজকরূপে উপস্থিত হইয়া, যে মহত্তর ও সিদ্ধতর তাম্বু অহস্তকৃত, অর্থাৎ এই সৃষ্টির অসম্পর্কীয়, সেই

তাম্বু দিয়া–ছাগদের ও গোবৎসদের রক্তের গুণে নয়, কিন্তু নিজ রক্তের গুণে–একবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, ও অনন্তকালীয় মুক্তি উপার্জ্জন করিয়াছেন। কারণ ছাগদের ও বৃষদের রক্ত এবং অশুচিদের উপরে প্রোক্ষিত গাভী-ভস্ম যদি মাংসের শুচিতার জন্য পবিত্র করে, তবে, যিনি অনন্তজীবী আত্মা দ্বারা নির্দ্দোষ বলিরূপে আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত তোমাদের সংবেদকে মৃত ক্রিয়াকলাপ হইতে কত অধিক নিশ্চয় শুচি না করিবে, যেন তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পার!"–ইব্রীয় ৯:১১-১৪। খ্রীষ্টের কাজ পশু বলি দিয়ে চিরতরে দূর করে দেয়। এই ধরনের চিহ্ন এবং প্রতীক প্রতিস্থাপিত হয়েছে। "কারণ এটা সম্ভব নয় যে বলদ এবং ছাগলের রক্ত পাপ দূরীকৃত করে"–ইব্রীয় ১০ আবার উদ্ধৃত করে; "কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন।" পশু বলি চিরকালের জন্য খ্রীষ্টের একটি বলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যীশু বললেন, "... তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে উহা উঠাইব। তখন যিহূদিরা কহিল, এই মন্দির নির্ম্মান করিতে ছেচল্লিশ বৎসর লাগিয়াছে; তুমি কি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইবে?"–যোহন ২:১৯-২০। ইহুদিরা যখন খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল তখন পার্থিব মন্দিরটি ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু তিনি এখন আরও ভাল একটি তৈরি করেছেন, যা তার শরীর-মণ্ডলী। ছায়া চলে গেছে, আমাদের এখন বাস্তবতা আছে। এসব ছায়ার কাছে ফিরে আসা যায় না।

এই গৌরবময় বর্ষ-সহস্রাব্দের পরে, ডিসপেনসেশনালিস্টরা বিশ্বাস করেন যে শয়তানকে অল্প সময়ের জন্য মুক্ত করা হবে। সে নামধারি খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের জড়ো করবে এবং খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহ করবে, কিন্তু সে খ্রীষ্টের দ্বারা চূর্ণ হবে। তারপর বর্ষ-সহস্রাব্দের সময় মারা যাওয়া সাধুদের পুনরুত্থান উত্থাপিত হবে এবং সমস্ত অবিশ্বাসীদের দ্বিতীয় পুনরুত্থান ঘটবে, প্রকাশিত বাক্য ২০:৫-এর প্রথম পুনরুত্থানের বিপরীতে। মহান শ্বেত সিংহাসনের চূড়ান্ত বিচার অনুসরণ করা হবে এবং তারপর চিরন্তন কাল হবে। ইহুদিদের নতুন পৃথিবীতে তাদের চিরন্তন অবস্থা থাকবে এবং বিশ্বাসী ইহুদি এবং অন্যজাতিদের নিয়ে গঠিত মণ্ডলী স্বর্গে তাদের চিরন্তন অবস্থা পাবে। সুতরাং ভবিষ্যতে তিনটি অবস্থা আছে; স্বর্গ, পৃথিবী এবং নরক। অনেক আধুনিক ডিসপেনসেশনালিস্ট এই চরমপন্থা থেকে সরে এসেছেন, কিন্তু এটাই হবে প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি।

সমস্ত প্রাক্ সহস্রাব্দবাদীদের জন্য একটি বাস্তব সমস্যা রয়েছে–এটি হল যে খ্রীষ্ট ইতিমধ্যেই সিংহাসনে রয়েছেন! তিনি ইতিমধ্যে স্বর্গ এবং পৃথিবীতে রাজত্ব করছেন। পিতর, পেন্তিকস্তের দিনে, ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বর খ্রীষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন এবং তাঁকে সিংহাসনে, স্বর্গের সিংহাসনে, স্বর্গ ও পৃথিবীর উপরে স্থাপন করেছেন; "অতএব তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উচ্চীকৃত হওয়াতে এবং পিতার নিকত হইতে অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হওয়াতে, এই যাহা তোমরা দেখিতেছ ও শুনিতেছ, তাঁহা তিনি সেচন করিলেন। কেননা দায়ূদ স্বর্গারোহণ করে নাই, কিন্তু আপনি এই কথা বলেন, প্রভু আমার প্রভুকে কহিলেন, তুমি আমার দক্ষিণে বস, যাবত আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি। অতএব ইস্রায়েলের সমস্ত কুল নিশ্চয় জ্ঞাত হউক যে, যাহাকে তোমরা ক্রুশে দিয়াছিলে, সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করিয়াছেন" প্রেরিত ২:৩৩-৩৬। খ্রীষ্টের স্বর্গারোহণ অবিলম্বে তাঁর রাজ্যাভিষেকের পরে হয়েছিল। খ্রীষ্টের এই রাজত্বকে পৌল করিন্থীয়াদের কাছে বর্ণনা করেছেন; "তৎপরে পরিণাম হইবে, তখন তিনি সমস্ত আধিপত্য এবং সমস্ত কর্ত্তিত্ব ও পরাক্রম লোপ করিলে পর পিতা ঈশ্বরের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিবেন। কেননা যাবত তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁহার পদতলে না রাখিবেন, তাঁহাকে রাজত্ব করিতেই হইবে। শেষ শত্রু যে মৃত্যু, স বিলুপ্ত হইবে। কারণ তিনি সকলই বশীভূত করিয়া তাঁহার পদতলে রাখিলেন। কিন্তু যখন তিনি বলেন যে, সকলই বশীভূত করা হইয়াছে, তখন স্পস্ত দেখা যায়, যিনি সকলই তাঁহার বশীভূত করিলেন, তাঁহাকে বাদ দেওয়া হইল"–১ করিন্থীয় ১৫:২৪-২৬। পৌল খ্রীষ্টর রাজ্যাভিষেককে তাঁর পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পরেই উল্লেখ করেন, যখন তিনি ফিলিপীয়দের কাছে লেখেন; "এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবত প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্নীত করিলেন এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল নিবাসীদের সমুদয় জানু পাতিত হয় এবং সমুদয় জিহবা যেন স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন"–ফিলিপীয় ২:৮-১১।

খ্রীষ্ট যিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত দূতদের ও মানুষের উপর রাজত্ব করছেন, স্বর্গের সুন্দর পাপহীন পরিপূর্ণতায়, এই পৃথিবীতে ফিরে এসে, একটি পাপপূর্ণ পৃথিবীতে ইহুদীদের উপর রাজত্ব করা, প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টের জন্য দ্বিতীয় অপমান হবে। নিশ্চয়ই খ্রীষ্টের কষ্ট শেষ! কিভাবে খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারেন, যখন তিনি তাঁর

অপমানে এই পৃথিবীতে তাঁর দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন? উদাহরণস্বরূপ, যখন তিনি বলেছিলেন, "হে অবিশ্বাসী এবং বিকৃত প্রজন্ম, আমি কতদিন তোমাদের সাথে থাকব? আর কতদিন তোমাদের প্রতি সহিষ্ণুতা করিব?"–মথি ১৭:১৭। খ্রীষ্টের অপমান শেষ হয়েছে এবং তাঁর উচ্চতা শুরু হয়েছে। তিনি আর কখনো শয়তানের সাথে লড়াই করবেন না। তিনি কালভেরিতে তার মাথা চুর্ণ করেছেন। তিনি শয়তানকে ক্রুশে ধ্বংস করেছিলেন। তিনি প্রথমবার এসেছিলেন, "যেন মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি তাকে ধ্বংস করতে পারেন যার মৃত্যুর উপর ক্ষমতা ছিল, অর্থাৎ শয়তানকে"–ইব্রীয় ২:১৪, আর তিনি তা করতে সফল হন।

রেপচ্যার চিন্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই শব্দগুলি, "পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সাথে সাক্ষাত করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব"–১ থিষলনীকীয় ৪:১৭। এখানে বিশ্বাসীদের মেঘযোগে উর্দ্ধে নীত হওয়ার ধারণাটি বলা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, তবে পদটির দ্বিতীয়ার্ধটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ; "এইরূপে আমরা সতত প্রভুর সহিত থাকিব।" নিশ্চিতভাবে এটি বিশ্বের শেষ এবং একটি স্থায়ী অবস্থা বর্ণনা করছে–আমরা চিরকাল প্রভুর সাথে বাড়িতে থাকব। সভাটি মেঘে হবে, তবে এটি কেবল অনন্তকালের শুরু। কিন্তু তাহলে এই শব্দগুলোর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে; "ঈশ্বর যীশু দ্বারা নিদ্রাগত লোকদিগকে তাঁহার সহিত আনয়ন করিবেন" (১৪ পদ)? এটি কেবল তাদের দেহে প্রবেশ করার জন্য স্বর্গ থেকে খ্রীষ্টের সাথে তাদের আত্মার প্রত্যাবর্তনকে বোঝায়। অথবা, এটি স্বর্গে খ্রীষ্টের সাথে চিরতরে থাকার জন্য যাওয়া সাধুদের ইঙ্গীত করতে পারে।

একাধিক শারীরিক পুনরুত্থান এবং একাধিক বিচার দিবসের ধারণা যীশুর দৃষ্টান্তে কোন সমর্থন খুঁজে পায় না। সবার হিসাব-নিকাশের জন্য একটি মাত্র দিন আছে। উদাহরণস্বরূপ, মাছোয়ারা ভাল এবং মন্দ মাছ ধরে এবং জগতের শেষে, সেগুলিকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়–মথি ১৩:৪৭-৫০–একটি বিচারের দিন। গম শ্যামাঘাস থেকে আলাদা করা হবে এবং তা পৃথিবীর শেষে হবে আগে নয়–মথি ১৩:২৯-৩০। খ্রীষ্ট যখন ফিরে আসবেন, তখন বিচার করতে আসবেন এবং ধার্মিক-বা মেষদের, ডানদিকে রাখা হবে এবং ছাগ-বা দুষ্টদের, তাঁর বাঁদিকে রাখা হবে-মথি ২৫:৩২।

ডিসপেনসেশনাল প্রাক্-সহস্রাব্দ একটি খুব সংকীর্ণ জায়গায় একটি সম্পূর্ণ সিস্টেম তৈরিতে ভুল করে। দু-একটি পদকে চরম পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া হয়। শাস্ত্রের অনেক অনুচ্ছেদের প্রতীকী ভাষাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থতা রয়েছে, বিশেষ করে যখন ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে কাজ করা হয়। আমেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ৭

দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

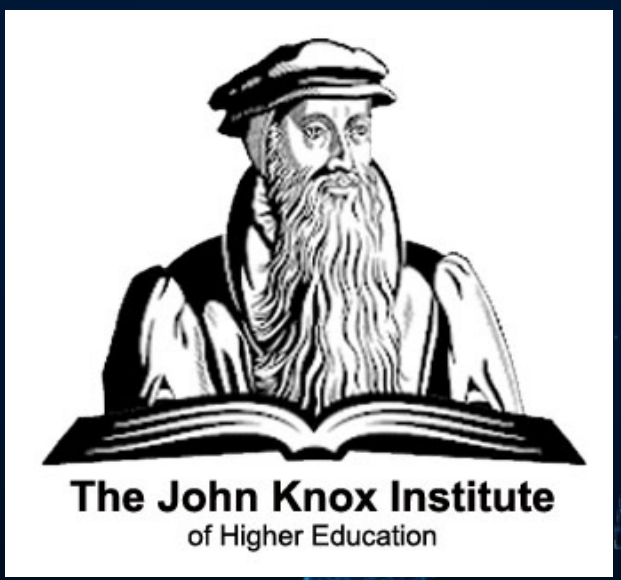

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ৭

দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

আজ আমরা এস্ক্যাটোলজিতে আমাদের সপ্তম বক্তৃতায় আসি, এবং আমাদের বিষয় হল দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান। আমরা অতীতের বক্তৃতাগুলিতে এমন কিছু ঘটনা দেখেছি যা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের আগে হওয়া আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, আমরা বিশ্বাস করি যে ইহুদিদের, একটি জাতি হিসাবে, প্রথমে যীশুকে মশীহ হিসাবে রূপান্তরিত করতে হবে। এটি, ঘুরে, মণ্ডলীর উপর বিশ্বব্যাপী আশীর্বাদের দিকে পরিচালিত করবে। অন্যরা যুক্তি দেয় যে খ্রীষ্ট যে কোন সময় আসতে পারেন। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন খুব বেশি গোঁড়ামি না হয়। ভবিষ্যদ্বাণী ব্যাখ্যা করা শোচনীয়ভাবে কঠিন। যখন খ্রীষ্ট প্রথমবার এসেছিলেন, বেশিরভাগ লোক তাদের প্রত্যাশায় ভুল ছিল।

খ্রীষ্ট কখন ফিরে আসবেন কেউ জানে না। যারা ভবিষ্যদ্বাণী করার চেষ্টা করেছেন তারা বারবার ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। এমনকি যীশু, যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি কখন ফিরে আসবেন তা তিনিও জানতেন না। স্পষ্টতই, ঈশ্বর হিসাবে, তিনি সবকিছু জানেন, কিন্তু একজন মানুষ হিসাবে, তিনি সীমিত, তাই তিনি বলেছিলেন, "কিন্তু সেই দিন এবং ঘন্টা কেউ জানে না, স্বর্গের দূতেরাও জানে না, কিন্তু শুধুমাত্র আমার পিতা জানেন" - মথি ২৪:৩৬। এই কথায়, তিনি তাঁর মনুষ্যত্বের বাস্তবতা প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় আগমন হবে আকস্মিক এবং বেশিরভাগের দ্বারা অপ্রত্যাশিত, তাই যীশু সতর্ক করেছিলেন, "এই জন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কেননা যে দণ্ড তোমরা মনে করিবে না, সেই দণ্ডে মনুষ্যপুত্র আসিবেন" মথি ২৪:৪৪। অবশ্যই শেষের পুর্ব্বে অন্ধকার সময় আসবে, কারণ যীশু বলেছেন, "সেই সময়ে লোকেরা ক্লেশ দিবার জন্য তোমাদিগকে সমর্পণ করিবে ও তোমাদিগকে বধ করিবে, আর আমার নাম প্রযুক্ত সমুদয় জাতি তোমাদিগকে দ্বেষ করিবে। আর তৎকালে অনেকে বিঘ্ন পাইবে, এক জন অন্যকে সমর্পন করিবে, এক জন অন্যকে দ্বেষ করিবে। আর অনেক ভাক্ত ভাববাদী উঠিয়া অনেককে ভুলাইবে। আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হইয়া যাইবে।"এই শব্দগুলি আমরা পাই মথি ২৪:৯-১২ পদে। আমাদের প্রভু সেখানে ইঙ্গীত করেছেন যে খ্রীষ্টীয় ধর্মের একটি বড় পতন হবে। তিনি বলেছিলেন, "তবুও, যখন মনুষ্যপুত্র আসবেন, তখন তিনি কি পৃথিবীতে বিশ্বাস পাইবেন?"—লূক ১৮:৮. কোন বিশ্বস্ত শিষ্য কি থাকবে?

সহস্রাব্দের আশীর্বাদ অনুসরণ করে, আমাদের প্রকাশিত বাক্য ২০ তে বলা হয়েছেঃ "সেই সহস্র বৎসর সমাপ্ত হইলে শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা হাইবে। তাহাতে সে পৃথিবীর চারি কোণে স্থিত জাতিগণকে, গোগ ও মাগোগকে, ভ্রান্ত করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে; তাহাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালুকার তুল্য। তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পবিত্রগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘেরিল; তখন স্বর্গ হইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল। আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল, যেখানে ঐ পশু ও ভাক্ত ভাববাদীও আছে; আর তাহারা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে দিবারাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিবে" প্রকাশিত বাক্য ২০:৯-১০। এটি চূড়ান্ত ধর্মত্যাগ এবং খ্রীষ্টের ফিরে আসার ঠিক আগে বড় নিপীড়নের কথা বলে। বর্ষসহস্রাব্দের আশীর্বাদের পরে, পতনের কথা আমরা পড়ি। শয়তান নামধারী খ্রীষ্টান এবং অবিশ্বাসীদের জড়ো করবে এবং সত্যিকারের মণ্ডলীকে ধ্বংস করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করবে। সাধুদের শিবির ঘেরাও করবে এবং মণ্ডলীকে ধ্বংসের হুমকি দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর প্রভু কাজ করবেন, এবং স্বর্গ থেকে আগুন আসবে এবং শয়তানের বাহিনীকে ধ্বংস করবে। চূড়ান্ত বিচার হবে এবং শয়তানকে চিরতরে যন্ত্রণা পাওয়ার জন্য আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে।

সমাপ্তির ঠিক আগে শয়তানের এই পরাজয় আকর্ষণীয়। যারা সহস্রাব্দের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করে

তাদের জন্য এটি একটি সমস্যা তৈরি করে। সংস্কারকৃত খ্রিস্টানদের মধ্যে সাধারণ বিশ্বাস হল যে হাজার বছর কালভারীতে শুরু হয়। সেখানে, খ্রীষ্ট, ক্রুশে তাঁর মহান মুক্তিমূলক কাজ দ্বারা, শয়তানের সাথে যুদ্ধ করেন এবং তার মাথা চূর্ণ করেন এবং এই প্রক্রিয়ায়, তার পাদমূল বিচূর্ণ হয়। যীশু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে "শক্তিশালী ব্যক্তিকে" তার জিনিসপত্র লুট বা নষ্ট হওয়ার আগে আবদ্ধ হতে হবে। খুব বাস্তব অর্থে, যীশু শয়তানকে বেঁধেছিলেন, সেই শক্তিশালী ব্যক্তি, যাতে তার জিনিসপত্র লুট করা যায়–মার্ক ৩:২৭। এটা যদি প্রকাশিত বাক্য ২০-তে ড্রাগনের আবদ্ধ দ্বারা বোঝানো হয়, তাহলে এই "পরাজয়" কী? এটি সহস্রাব্দের যুক্তির দুর্বল বিন্দু। অবশ্যই, ক্রুশের কাজ পূর্বাবস্থায় ফেরানো যাবে না। কালভেরীর মহান মুক্তির কাজটি শয়তানের সর্বকালের জন্য একটি পরাজয় ছিল। তার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে এবং এটি নিরাময় করা যাবে না। তাই বেশিরভাগ পিউরিটান এবং বয়স্ক ডিভাইনরা, আমরা সহস্রাব্দকে নতুন নিয়মের যুগে আশীর্বাদের সময় হিসাবে বুঝি এবং এটি পতিত হওয়ার সময় দ্বারা অনুসরণ করা হয়।

এটি তখন আমাদের মহিমান্বিত আবির্ভাবে নিয়ে যায়। খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তন সকলের কাছে পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট হবে। যা ঘটছে তা কেউ সন্দেহ করবে না; "কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ প্রধান দূতের রব সহ এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছেন, তাঁহার প্রথমে উঠিবেন। পরে আমরা যাহারা জীবিত আছি, যাহারা অবশিষ্ট থাকিব, আমরা আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাত করিবার নিমিত্ত একসঙ্গে তাহাদের সহিত মেঘযোগে নীত হইব; আর এইরূপে সতত প্রভুর সঙ্গে থাকিব"–১ থিষলনীকীয় ৪:১৬-১৭। একটি মহান শব্দ হবে, যা সারা বিশ্ব এবং প্রকৃতপক্ষে মহাবিশ্বে শোনা যাবে এবং সেই কণ্ঠ মৃতদেরকে জীবিত করবে। ঈশ্বরের তূরী বাজবে, আর সেই শব্দ কি অদ্ভুদই না হবে! খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন রেডিও, বা টেলিভিশন, বা সোশ্যাল মিডিয়াতে ঘোষণা করা হবে না-এর জন্য কোন সময় থাকবে না। যীশু ব্যাখ্যা করেছেন; "দেখ, আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিলাম। অতএব লোকে যদি তোমাদিগকে বলে, দেখ তিনি প্রান্তরে তোমরা বাহিরে যাইও না; দেখ তিনি অন্তরাগারে, তোমরা বিশ্বাস করিও না" মথি ২৪:২৫-২৬। এটা হবে আকস্মিক, অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত এবং যারা জীবিত আছে তারা প্রত্যক্ষ করবে।

খ্রীষ্ট যখন ফিরে আসবেন, তখন তিনি তাঁর লোকেদের আত্মাদের সঙ্গে নিয়ে আসবেন যারা তাঁর সঙ্গে স্বর্গ উপভোগ করেছে; "যারা যীশুতে নিদ্রাগত হইয়াছেন তাদেরও ঈশ্বর তাঁর সাথে নিয়ে আসবেন"–১ থিষলনীকীয় ৪:১৪। এই প্রত্যাবর্তনকারী আত্মা অবিলম্বে নিজ মৃতদেহে প্রবেশ করবে যা তারা মৃত্যুর সময় রেখে গিয়েছিল। তাদের দেহগুলি ঈশ্বরের অলৌকিক সৃজনশীল শক্তি দ্বারা পুনর্গঠিত হবে এবং উত্থিত হবে এবং আত্মা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। থিষলনীকীয়ের বিশ্বাসীরা ভেবেছিল যে সেই সাধুরা যারা মারা গিয়েছিল তারা খ্রীষ্টের ফিরে আসা এবং তাঁর মহিমায় আবির্ভাব থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু না, পৌল তাদের এবং আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন যে, অন্য কিছু ঘটার আগে, খ্রীষ্টে মৃতরা প্রথমে পুনরুত্থিত হবে–১৬ পদ। তাই, জীবিতদের রূপান্তরের আগে, কবরগুলি খোলা হবে এবং মৃতদের উত্থান হবে। তারপর যারা এখনও জীবিত তাদের পরিবর্তন করা হবে এবং যারা পুনরুত্থিত হয়েছে তাদের সাথে তারা আকাশে খ্রীষ্টের সাথে দেখা করবে এবং চিরকাল প্রভুর সাথে থাকবে। বাইবেলের অংশ যা বিশেষ করে পুনরুত্থানের সাথে সম্পর্কিত তা হল ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়। এই অধ্যায়টি পৌল যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন এবং যেটি করিন্থীয় বিশ্বাসীরা গ্রহন করেছিল সেই বিষয়টি বর্ননা করে, যার দ্বারা তারা রক্ষাও পেয়েছিল। সেই সুসমাচারের কেন্দ্রবিন্দু হল খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের অত্যাবশ্যক সত্য, যা বিভিন্ন লোকের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়েছিল। কিন্তু করিন্থে এমন শিক্ষক ছিলো যারা বলছিলেন যে পুনরুত্থান হবে না। দেহের পুনরুত্থানের পুরো ধারণাটি গ্রীক দার্শনিকদের দ্বারা উপহাস করা হয়েছিল। পৌল যখন এথেন্সে মার্স হিলে পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তখন তারা তাঁর উপদেশের সমাপ্তি ঘটিয়েছিল; "কেউ কেউ উপহাস করেছিল: এবং অন্যরা বলেছিল, আমরা এই বিষয়ে আপনাকে আবার শুনবো"–প্রেরিত ১৭:৩২। পৌল এখানে করিন্থীয়ানদের কাছে লিখছেন এবং তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে যদি পুনরুত্থান না হয়, তাহলে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানও হয় নিই, আর যদি খ্রীষ্টের পুনরুত্থান না হয়ে থাকে, তবে পৌলের প্রচারও ছিল মিথ্যা, কারণ পুনরুত্থান তাঁর প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তিনি রোমানদের বলেছিলেন যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হলেন, "আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমাদের প্রচার বৃথা, তোমাদের

বিশ্বাসও বৃথা"–১ করিন্থীয় ১৫:১৪। এটা বোঝায় যে পৌল নিজেই একজন মিথ্যা সাক্ষী ছিলেন। আরও, এটি বোঝায় যে করিন্থিয়ানরা এখনও তাদের পাপে রয়েছে এবং যারা যীশুতে বিশ্বাস করে মারা গেছেন তারা ধ্বংস হয়ে গেছে–১ করিন্থীয় ১৫:১৮। আমাদের ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান ব্যতীত, আমাদের ত্রাণকর্তা মৃত এবং একজন মৃত, পরিত্রাতা হতে পারে না এবং আমাদের রক্ষাও করতে পারে না; সে নিজেকেও বাঁচাতে পারেনি। পৌল তাঁর শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে এগিয়ে যান; "যদি এই জীবনে আমরা কেবল খ্রীষ্টের উপর প্রত্যাশা রাখি, তবে আমরা সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ভাগা" (১৯ পদ)। যখন প্রেরিত পৌল সুসমাচার প্রচার করার জন্য যা ভোগ করেছেন সে সকল বিষয়ের চিন্তাভাবনা করা হয়–তিনি মারধর, চাবুক, কারাবাস, জাহাজ ভাঙা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঠান্ডা, তাপ, ক্লান্তি সহ্য করেছেন–তবে এ সবের কোন অর্থ হয় না? তাঁর সমস্ত শ্রম মিথ্যার জন্য। নিশ্চয় করিন্থীয়রা এটা বিশ্বাস করবে না এবং আমরাও করবো না। তাই পৌল জোর দিয়ে এগিয়ে যান যে খ্রীষ্ট প্রকৃতপক্ষে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং তিনি তাদের প্রথম ফল যারা বিশ্বাসী হিসাবে মারা গিয়েছিলেন এবং সেই অর্থে ঘুমিয়েছিলেন। যেহেতু যীশু, প্রথম ফল, তিনি উত্থিত হয়েছেন, তাই যারা যীশুতে নিদ্রিত হয়েছেন তারাও উঠবেন। মানুষের দ্বারা মৃত্যু এসেছে, অর্থাৎ আদম এবং তাঁর প্রথম পাপের মাধ্যমে। একইভাবে মানুষের দ্বারা, অর্থাৎ খ্রীষ্ট দ্বারা পুনরুত্থান এসেছে। খ্রীষ্ট প্রথমে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং তাই যারা খ্রীষ্টে আছে তারাও উত্থিত হবে।

তারপর সমাপ্তি আসে, যখন খ্রীষ্ট পিতার কাছে তাঁর ক্ষমতার রাজ্য সমর্পণ করেন–পদ ২৪। এটি সেই রাজ্য যা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল যখন তিনি তাঁর পুনরুত্থানের পরে স্বর্গারোহণ করেছিলেন। তাঁকে তাঁর মণ্ডলীর সুবিধার জন্য সমস্ত কিছুর প্রধান করা হয়েছিল–ইফিষীয় ১:২২। তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, তাঁর রাজ্যাভিষেকের প্রত্যাশায়; "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে"–মথি ২৮:১৮। "কেননা তাঁকে রাজত্ব করতে হবে, যতক্ষণ না তিনি সমস্ত শত্রুকে নিজের পায়ের তলায় না ফেলেন"–১ করিন্থীয় ১৫:২৫। তারপর তিনি পিতার হাতে ক্ষমতার রাজত্ব তুলে দেবেন। যুদ্ধ এবং পরাস্ত করার জন্য আর কোন শত্রু নেই। তাঁর সাফল্য সম্পূর্ণ, কিন্তু তিনি এখনও, অবশ্যই, রাজা এবং তাঁর জনগণের প্রধান রয়ে গেছেন। আমাদের বলা হয়েছে যে "শেষ শত্রু যা ধ্বংস হবে তা হল মৃত্যু"–১ করিন্থীয় ১৫:২৬। খ্রীষ্ট, তাঁর ব্যক্তিগত পুনরুত্থানে, মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং তারপরে বিশ্বের শেষের দিকে, তিনি তাঁর লোকেদের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করার জন্য মৃত্যুকে জয় করবেন। খ্রীষ্ট, সকলকে জয় করেছেন এবং নিজে মৃত্যুর উপর বিজয়ী হয়ে উঠেছেন, তিনি তাঁর লোকেদের জন্য মৃত্যুকেও জয় করেছেন এবং তাদের পুনরুত্থানের যোগ্যতা অর্জন করেছেন, যাতে তারাও মৃত্যুর ক্ষমতার অধীনে না থাকে। পৌল করিন্থীয়দেরকে তাদের কাছে সুসমাচার আনার জন্য তিনি কী কষ্ট পেয়েছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ করেন। কেন তিনি নিজেকে ক্রমাগত কষ্ট ও তাড়নার বিপদে ফেলেছিলেন? "যদি মৃতেরা পুনরুত্থিত না হয়" তবে ইফিষীয়তে পশুদের সাথে তার লড়াই করার অর্থ কী ছিল? একজনের দর্শন পরিবর্তন করা এবং ক্ষণিকের আনন্দের জন্য বেঁচে থাকা আরও বুদ্ধিমান বলে মনে হবে, "আসুন আমরা খাই এবং পান করি; কারণ আগামীকাল আমরা মারা যাবো"–পদ ৩২। কিন্তু তারপর তিনি সতর্ক করেন; "প্রতারিত হবেন না," মন্দ সঙ্গীরা বিপথে নিয়ে যাবে। প্রভুর কাছ থেকে না শিখে, আপনার চারপাশের লোকদের কাছ থেকে শেখার বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

পুনরুত্থিত শরীর কেমন হবে? কবর থেকে উঠে আসা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের দেহ স্বর্গে অনন্তকালের জন্য উপযুক্ত হবে। এই জীবনে, আমাদের দেহ বার্ধক্য, রোগ, মৃত্যু এবং ক্ষয় প্রাপ্ত হবে। কিন্তু পুনরুত্থান দেহ হবে মহিমান্বিত, শক্তিশালী, আধ্যাত্মিক এবং চিরন্তন, যা ক্ষুধা বা তৃষ্ণাও পাবে না। ঘুমের প্রয়োজন হবে না, কারণ সেখানে রাত নেই। খ্রীষ্ট তাঁর পুনরুত্থিত দেহের সাথে বন্ধ দরজা দিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন আর দ্রুত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পেরেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ক্রমাগত মাধ্যাকর্ষনের অধীনে ছিলেন না। এটা সম্ভব যে পুনরুত্থানে সাধুদের অনুরূপ এক শরীর থাকবে। যখন তিনি ফিরে আসেন তখন তারা মধ্য আকাশে খ্রীষ্টের সাথে দেখা করতে সক্ষম হবেন।

খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের সময়, মৃত খ্রিস্টানরা প্রথমে উঠবে, তারপর সেই সাধুরা যারা জীবিত আছে তাদের রূপান্তরিত করা হবে এবং একই রকম পুনরুত্থিত দেহ দেওয়া হবে। "দেখ, আমি তোমাদিগকে এক নিগুরতত্ত্ব

বলি; আমরা সকলে নিদ্রাগত হইব না; কিন্তু সকলে রুপান্তরীকৃত হইব; এই মুহূর্ত্তের মধ্যে, চক্ষুর পলকে, শেষ তূরীধ্বনিতে হইব; কেননা তূরী বাজিবে, তাহাতে মৃতেরা অক্ষয় হইয়া উত্থাপিত হইবে এবং আমরা রুপান্তরীকৃত হইব। কারণ এই ক্ষয়নীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করিতে হইবে এবং এই মর্ত্ত্যকে অমরতা পরিধান করিতে হইবে। আর এই ক্ষয়ণীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত হইবে এবং এই মর্ত্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হইবে, তখন এই যে কথা লিখিত আছে, তাহা সফল হইবে" (৫১-৫৪ পদ)। এই মুহুর্তে, বিশ্বাসীর জন্য মৃত্যুর উপর চিরকালের জন্য বিজয়ী করা হয় এবং অভিশাপের সমস্ত প্রভাব–আদম এবং মানব জাতির উপর অভিশাপ - মুছে ফেলা হয়।

ব্যবস্থা বলে যে পাপের শাস্তি মৃত্যু দ্বারা হওয়া উচিত এবং পাপী সেই মাটিতে ফিরে আসে যেখান থেকে তাকে নেওয়া হয়েছিল; "তুমি ধূলি এবং ধূলিতেই প্রতিগমণ করিবে"–আদিপুস্তক ৩:১৯। কিন্তু খ্রীষ্টের কাজের মাধ্যমে, পুনরুত্থানে, ঈশ্বরের লোকেরা বলতে পারবে, "মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হুল কোথায়? মৃত্যুর হুল পাপ; আর পাপের বল ব্যবস্থা। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ হউক, ইনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন"–১ করিন্থীয় ১৫:৫৫-৫৭। আমরা ধার্মিকদের মৃত্যু দেখতে পাই কারণ মৃত্যুর শাপ তাদের হরণ করে, কারণ আমরা সবাই পাপী। পাপ ছাড়া মৃত্যু হবে না। কিন্তু একদিন, প্রায়শ্চিত্তের সম্পূর্ণ প্রভাব দেখা যাবে, যেমন খ্রীষ্ট সাপ থেকে হুল সরিয়ে দেন। আমরা দেখেছি যে কবর আমাদের সমস্ত খ্রিস্টান গ্রাস করে। মনে হয় পুরোপুরি বিজয়ী, কিন্তু একদিন আমরা কবরের দিকে তাকিয়ে বলতে পারব, তোমার জয় এখন কোথায়?

দুষ্টদের কি পুনরুত্থান হয়? খ্রীষ্টের ফিরে আসার সময় অধার্মিকদের কী হবে? দুষ্টদের জন্য এটি একটি ভয়ঙ্কর সময় হবে। তাদের মিথ্যা ধর্ম প্রকাশিত হবে। নাস্তিকদের মুর্খতা প্রকাশিত হবে। ঈশ্বর নিজেকে সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করেন এবং প্রতিটি বিবেকের মধ্যে নিজের জন্য একজন সাক্ষী রেখে গেছেন, তাই সেই মূর্খ যে তার হৃদয়ে বলে যে ঈশ্বর নেই–গীতসংহিতা ১৪:১। ওহ, সেই ভয় যা সর্বত্র থাকবে যখন চূড়ান্ত তূরী বাজানো হবে। "আর পৃথিবীর রাজারা এবং মহান ব্যক্তিরা ও সহস্রপতিগণ ও ধনবানেরা ও বিক্রমিবর্গ এবং সমস্ত দাস ও স্বাধীন লোক গুহাতে ও পর্ব্বতীয় শৈলে আপনাদিগকে লুকাইল; আর পর্ব্বত ও শৈল সকলকে কহিতে লাগিল, আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার সন্মুখ হইতে এবং মেষশাবকের ক্রোধ হইতে আমাদিগকে লুকাইয়া রাখ; কেননা তাহাদের ক্রোধের মহাদিন আসিয়া পড়িল, আর কে দাঁড়াইতে পারে?"–প্রকাশিত বাক্য ৬:১৫-১৭।

অনেকেই যারা তাদের জীবদ্দশায় কখনও প্রার্থনা করেননি তারা এখন প্রার্থনা করবে, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। তারা এখন নিশ্চিতভাবে জানে যে তারা তাদের কৃতকর্ম অনুসারে ফল পাবে, আর কোন রেহাই নেই। তারা সকলেই পাপী এবং তাদের কোন পরিত্রাণ নেই। তাদের বিবেক তাদের নিন্দা করবে, এবং প্রতিটি মুখ বন্ধ করা হবে। কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন যে শুধুমাত্র ধার্মিক যারা অনন্ত জীবনের অধিকারী তারাই মৃতদের মধ্য থেকে উঠবে। যাইহোক, শাস্ত্র স্পষ্ট করে যে পুনরুত্থান হবে সাধারণ। এটা বলা হয়েছে যে ভাল এবং মন্দ মৃতদের মধ্য থেকে উঠবে। দানিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণী এটি প্রকাশ করে; "আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে- কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে"–দানিয়েল ১২:২। এখানে "অনেক" এর অর্থ এই নয় যে কিছু উঠবে না, বরং যারা উঠবে তাদের সংখ্যা বিশাল এবং অনেক বেশি। আমাদের প্রভু, যখন পৃথিবীতে, ঘোষণা করেছিলেন যে একটি সাধারণ পুনরুত্থান হবে; "ইহাতে অদ্ভুদ মনে করিও না; কেননা এমন সময় আসিতেছে, যখন কবরস্থ সকলে তাঁহার রব শুনিবে এবং যাহারা সৎকার্জ্য করিয়াছে, তাহারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য ও যাহারা অসৎকার্জ্য করিয়াছে, তাহারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বাহির হইয়া আসিবে"–যোহন ৫:২৮-২৯। একই সত্য প্রকাশিত হয়েছে প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকে; "আর সমুদ্র আপনার মধ্যবর্ত্তী মৃত্যুগণকে সমর্পণ করিল এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যেবর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন কাজ অনুসারে বিচারিত হইল" (২০:১৩ পদ)।

দুষ্টদের এমন দেহ থাকবে যেগুলি মারা যেতে পারে না, কিন্তু তবুও তারা সবসময় মরছে। অবিলম্বে,

মনপরিবর্তন না করে মারা যাচ্ছে, তারা তাদের আত্মায় চেতনার সঙ্গে নরকে যায়, আর তারা সেখানে কষ্ট পেতে শুরু করে। পৃথিবীর সমাপ্তিতে, তারা তাদের দেহে প্রবেশ করার জন্য তাদের আত্মায় ফিরে আসবে। অধার্মিকদের সমস্ত দেহ পুনরুত্থিত হবে, ঠিক ধার্মিকদের মতো। তাদের যে নতুন দেহ দেওয়া হবে তা চিরকাল নরকে দুঃখ ভোগার উপযোগী হবে। অনন্তকাল নরকে - কী ভয়াবহ বিষয়! পুনরুত্থিত অধার্মিকরা তাদের নতুন দেহের পাশাপাশি তাদের আত্মায় ব্যথা অনুভব করবে। বর্তমানে নরকে তারা কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু তাদের পুনরুত্থিত দেহের সাথে তারা আরও বেশি কষ্ট পাবে। "তাহাদের যাতনার ধূম যুগপর্যায়ে যুগে যুগে উঠে... তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে কখনও বিশ্রাম পায় না" (১৪:১১ পদ)।

এখন শবের প্রতি কৃত কাজের কথা ভাবুন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বাসীদের মৃতদেহ মূল্যবান এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে আচরণ করা উচিত। নতুনর্জন্মে, আমরা খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয়েছি। আমরা সকলেই একটি দেহ এবং একটি আত্মা দ্বারা গঠিত এবং যেমন, খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত, আমাদের দেহ এবং আমাদের আত্মা উভয়ই খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত। তাই বিশ্বাসীর মৃতদেহও রহস্যজনকভাবে প্রভুর সাথে মিলিত হয়। ওয়েস্টমিনস্টার বৃহত্তর ক্যাটিসিজম প্রশ্ন #৮৪-এর একটি চমৎকার উত্তর দেয়; "খ্রীষ্টের সাথে মহিমায় মিলিত হওয়ার অর্থ কী, যা অদৃশ্য মণ্ডলীর সদস্যরা মৃত্যুর পরপরই উপভোগ করে?" এবং সেই প্রশ্নের উত্তর, প্রশ্ন #৮৬ হল; "খ্রীষ্টের সাথে মহিমায় মিলন, যা অদৃশ্য মণ্ডলীর সদস্যরা মৃত্যুর পরপরই উপভোগ করে, এই যে, তাদের আত্মা পবিত্রতায় নিখুঁত হয় এবং সর্বোচ্চ স্থানে গৃহীত হয়। স্বর্গ, যেখানে তারা আলো ও মহিমায় ঈশ্বরের মুখ দেখে, তাদের দেহের সম্পূর্ণ মুক্তির জন্য অপেক্ষা করে, যা মৃত্যুতেও খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হয় এবং তাদের কবরে তাদের বিছানায় বিশ্রাম নেয়, শেষ দিন পর্যন্ত তারা আবার ফিরে আসে, তাদের আত্মার সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। যেখানে দুষ্টদের আত্মা তাদের মৃত্যুতে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়, যেখানে তারা যন্ত্রণা ও অন্ধকারে থাকে এবং তাদের মৃতদেহ তাদের কবরে রাখা হয়, যেমন তাদের কারাগারে, মহাদিনের পুনরুত্থান ও বিচার পর্যন্ত। এগুলি শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত মহান সত্য। একজন বিশ্বাসীর দেহ মূল্যবান, এখনও খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত হচ্ছে। এটি বিছানার মতো কবরে বিশ্রাম নেয়। অতএব, মৃতদেহ বিকৃত করা খারাপ। প্রাচীনকালের সাধুদের মতো, মৃতদেহকে দাহ করার পরিবর্তে তাকে দাফন করা সবচেয়ে শাস্ত্রীয় বলে মনে হয়। শ্মশানের সাধারণ আধুনিক প্রথা তাদের কাছ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যারা নাস্তিক ছিল এবং মনে করেছিল যে তারা একটি মৃতদেহ পুড়িয়ে তা ধ্বংস করতে পারে, যাতে তাদের জন্য কোন পুনরুত্থান বা বিচারের দিন থাকতে পারে না। যাইহোক, মৃত্যুর পরে শরীরের কি হয় তা বিবেচ্য নয়। ঈশ্বর তাকে উঠাবেন, এমনকি যদি তা পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং বাতাস এবং ঢেউয়ের দ্বারা পৃথিবীর চারকোণে ছড়িয়ে পড়ে, ঈশ্বর এটিকে উত্থিত করবেন। এমনকি যদি এটি দূরবর্তী মহাকাশে পাঠানো হয়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এটিকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিয়ে আনবেন, ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত করবেন এবং তার বিচার করবেন। ধরুন নরখাদকরা শরীর খেয়েছে, এবং অন্যান্য নরখাদকরা সেই নরখাদকদের খেয়েছে। ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা, নিশ্চিত করবেন যে ব্যক্তি উত্থিত হয়েছে এবং শরীরের পরিচয় অব্যাহত থাকবে। এটা মনে রাখা দরকার যে প্রতি কয়েক বছরে, আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ পরিবর্তিত হয়, তবুও পরিচয় রয়ে যায়। খ্রীষ্ট তাঁর দেহের কোন অংশ কবরে রেখে যাননি–সবই তাঁর পুনরুত্থিত দেহে রূপান্তরিত হয়েছিল।

যখন আমরা পুনরুত্থিত হবো তখন আমাদের দেহ নিখুঁত হবে এবং খ্রীষ্টের মতো হবে। পৌল ফিলিপীয়দের কাছে লিখেছিলেন; "... আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্ত্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতিক্ষা করিতেছি; তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রুপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবে, যে কার্জ্যসাধন শক্তিতে তিনি সকলই আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তারই গুনে করিবেন"–ফিলিপীয় ৩:২০-২১। আমাদের শরীর আজ একটি নমনীয় শরীর–এমন একটি শরীর যা আমাদের অবমাননার অন্তর্গত। কিন্তু একদিন, আমাদের একটি মহিমান্বিত শরীর থাকবে। এছাড়াও, আমাদের শরীর খ্রীষ্টের মত রূপান্তরিত হবে–ঈশ্বর তা করতে সক্ষম।

এই পৃথিবীতে যাদের শরীর বিকৃত তাদের কী হবে? বিকৃত দেহ পতনের ফল আর স্বর্গে পতন ও পাপের সমস্ত ফল দূর হতে চলেছে। প্রতিটি শরীর নিখুঁত হবে। যারা শিশু অবস্থায় মারা যায় তাদের কী হবে?

তাদেরও একটি নিখুঁত, স্বাভাবিক, বর্ধিত মানবদেহ থাকবে। এমনকি গর্ভপাতের কারণে হারিয়ে যাওয়া বা গর্ভপাতের কারণে মারা যাওয়া শিশুদের ক্ষেত্রেও কী একই কথা সত্য? গর্ভে একটি শরীর ধারণ করা হলে, ঈশ্বর একটি আত্মা তৈরি করেন যা ভ্রূণের সাথে একত্রিত হয় এবং একটি পৃথক মানুষ তৈরি হয়। গর্ভে মারা যাওয়া নির্বাচিত শিশুরা সিংহাসনের চারপাশে ঈশ্বরের স্বর্গীয় পরিবারের অংশ হবে, কিন্তু তারা সেখানে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে থাকবে। আমরা সকলেই জানি, এই ধরনের সমস্ত শিশু যারা গর্ভে বা শিশু হিসাবে মারা যায় তারা নির্বাচিত এবং স্বর্গে থাকবে।

যীশুকে স্বর্গে বিবাহ সম্পর্কে সদ্দূকিরা জিজ্ঞাসা করেছিল। তারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না এবং আমাদের প্রভুকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল এমন এক মহিলার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যার ধারাবাহিকভাবে সাতটি স্বামী ছিল এবং তারপরে নিঃসন্তান মারা গিয়েছিল। তারা জিজ্ঞেস করেছিল যে স্বর্গে তার স্বামী কে হবে? যীশু উত্তর দিলেন, "তোমরা ভ্রান্ত হইতেছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের পরাক্রম; কেননা পুনরুত্থানে লোকে বিবাহ করে না" মথি ২২:২৯-৩০। তাই স্বর্গে বিয়ে হবে না, বা সেই ধরনের বিশেষ সম্পর্ক হবে না। কিন্তু সেখানে কি সবাই পুরুষ ও স্ত্রী হয়ে থাকবে? আমরা কোন কারণ দেখি না, কেন সেরুপে থাকবে না। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা কি স্বর্গে একে অপরকে চিনব? আমরা যদি পৃথিবীতে একে অপরকে চিনি, তবে স্বর্গে কেন নয়? সেখানে আমরা আর অজ্ঞ থাকব না। পিতর, যাকোব এবং যোহন অবিলম্বে রূপান্তরনের পর্বতে মোশি এবং এলিয়াকে চিনতে সক্ষম বলে মনে হয়েছিল। যীশুর পুনরুত্থানের পরে শিষ্যদের তাঁকে চিনতে কিছুটা অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু তারা আশা করেনি যে তিনি পুনরুত্থিত হবেন তাই এটি হয়েছিল বলে মনে হচ্ছে। এছাড়াও, অন্তত একবার আমাদের বলা হয়েছে যে ঈশ্বর তাদের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করেছিলেন; "কিন্তু তাদের চোখ রুদ্ধ করেছিলেন যেন তারা তাঁকে চিনতে না পারে"–লূক ২৪:১৬।

এটি কেবল পুরুষ এবং মহিলা নয় যারা খ্রীষ্টে ফিরে আসার সময় মনপরিবর্তনের অনুভব করবে। মহাবিশ্ব যেমন ছিল, তেমনি আবার জন্ম হবে। পৌল সমগ্র সৃষ্টিকে ঈশ্বরের অভিশাপের অধীনে এবং পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা নতুন স্বর্গ ও পৃথিবীর গঠনকে জড়িত করে; কেননা সৃষ্টির ঐকান্তিকী প্রতীক্ষা ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করিতেছে। কারণ সৃষ্টি অসারতার বশীকৃত হইল, স্বইচ্ছায় যে হইল, তাহা নয়, কিন্তু বশীকর্ত্তার নিমিত্ত; এই প্রত্যাশায় হইল যে, সৃষ্টি নিজেও ক্ষয়ের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাইবে। কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে, ও একসঙ্গে ব্যথা খাইতেছে। কেবল তাহা নয়; কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি যে আমরা, আমরা আপনারাও দত্তকপুত্রতার–আপন আপন দেহের মুক্তির–অপেক্ষা করিতে করিতে অন্তরে আর্ত্তস্বর করিতেছি। রোমীয় ৮:১৯-২৩। সৃষ্টি, যেমন শুরুতে ঈশ্বরের হাত থেকে এসেছিল, খুব ভাল ছিল এমনকি ঈশ্বর নিজেও তা বর্ণনা করেছেন। যাইহোক, মানুষ যখন পাপ করেছিল, এমনকি জড় সৃষ্টিও প্রভাবিত হয়েছিল। "আর তিনি আদমকে কহিলেন, যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা ভোজন করিও না, তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ, এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল; তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে; আর উহাতে তোমার জন্য কন্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে, এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে। তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে। আদিপুস্তক৩ঃ১৭-১৯। কাঁটা এবং ঝোপ, আগাছা ইত্যাদি উৎপাদিত হয়েছিল। এছাড়াও মৃত্যু এবং রোগ সমস্ত জীবন প্রভাবিত করে। আরও, এমনকি ভৌত জগৎও ঝড়, ঘুর্ণীঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, আগ্নেয়গিরি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই জিনিসগুলি দেখায় যে সৃষ্টি যন্ত্রণায় কাতর হচ্ছে, মুক্তির দিনের জন্য অপেক্ষা করছে, যখন খ্রীষ্ট আবার আসবেন এবং সৃষ্টিকে পুনরুদ্ধার করবেন। সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বরের সন্তানদের প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছে।

পিতর বিশ্বে যে পরিবর্তন ঘটবে তাঁর কথা বলেছেন। তিনি বিদ্রূপকারীদের উত্তর দেন যারা আপত্তি করে বলে, খ্রীষ্ট এখনও কেন ফিরে আসেননি? অনেকে বলে, বছর পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু খ্রীষ্ট আসেননি। কিন্তু পিতর প্রতিক্রিয়া দেন, উল্লেখ করেন যে নোহের দিনেও এমনই ছিল। তারপর অনেকে ঠাট্টা করার লোকও ছিল। ঈশ্বর

আদি বিশ্বকে একশত বিশ বছর দিয়েছেন যাতে অনুতাপ করা যায়। "কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা এই কথা ভুলিও না যে, প্রভুর কাছে এক দিন সহস্র বৎসরের সমান, এবং সহস্র বৎসর এক দিনের সমান। প্রভু নিজ প্রতিজ্ঞা বিষয়ে দীর্ঘসূত্রী নহেন–যেমন কেহ কেহ দীর্ঘসূত্রিতা জ্ঞান করে–কিন্তু তোমাদের পক্ষে তিনি দীর্ঘসহিষ্ণু; কতকগুলি লোক যে বিনষ্ট হয়, এমন বাসনা তাঁহার নাই; বরং সকলে যেন মনপরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পায়, এই তাঁহার বাসনা"–২ পিতর ৩:৮-৯। প্রভু, তাঁর দয়াতে, মানুষকে অনুতাপ করার এবং তাঁর প্রতি ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত করার জন্য প্রচুর সময় দেন। কিন্তু তারপর, হঠাৎ একদিন তিনি ফিরে আসবেন। আর পিতর বর্ণনা করেছেন যে এটি কেমন হবে; "কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে; তখন আকাশমণ্ডল হূহূ শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্ত্তী কার্য্য সকল পুড়িয়া যাইবে। এইরূপে যখন এই সমস্তই বিলীন হইবে, তখন পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিতে কিরূপ লোক হওয়া তোমাদের উচিত! ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে সেইরূপ হওয়া চাই, যে দিনের হেতু আকাশমণ্ডল জ্বলিয়া বিলীন হইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া গলিয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমরা এমন নূতন আকাশমণ্ডলের ও নূতন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যাহার মধ্যে ধার্ম্মিকতা বসতি করে"–২ পিতর ৩:১০-১৩।

বিশ্ব খ্রীষ্টের আগমনের সাথে শেষ হবে। স্বর্গ একটি পাণ্ডুলিপির মত গুটিয়ে যাবে এবং অস্তিত্বের বাইরে চলে যাবে–প্রকাশিত বাক্য ৬:১৪। পৃথিবী আগুনে ভস্মীভূত হবে এবং আগুন থেকে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী আসবে। তারপর হবে চূড়ান্ত বিচার এবং চিরন্তন অবস্থা। আমেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ৮

বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

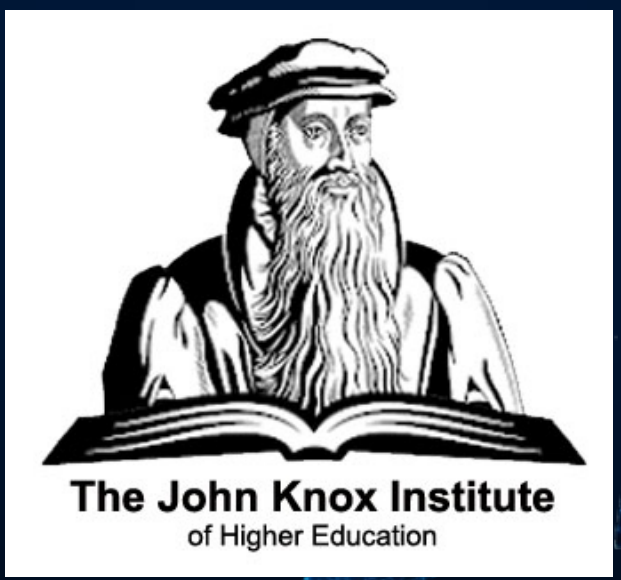

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ৮

বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

আমরা এখন এস্ক্যাটোলজিতে ৮ নম্বর বক্তৃতায় এসেছি এবং আমাদের বিষয় হল বিচার। পুনরুত্থানের পরে, চূড়ান্ত বিচার আসে। ঐতিহাসিক সহস্রাব্দবাদী এবং ডিসপেনস্যানালিস্টদের অনেকগুলি পুনরুত্থান এবং বিভিন্ন বিচার আছে। উদাহরণ স্বরূপ, ডিসপেনস্যানালিস্টদের জন্য ঊর্ধ্বস্থানের সময় সাধুদের বিচার আছে এবং তারপরে, সাত বছর পরে যখন যীশু আবার ফিরে আসবেন, সেই সময় সেই ইহুদিদের বিচার হবে যারা ক্লেশের সাত বছরের সময়কালে মনপরিবর্তন করেছিল। তাদের কাছে জাতিগুলির একটি বিচারও রয়েছে, যা পৃথক এবং সহস্রাব্দের পরের শেষ দিনে তাদের মহান শ্বেত সিংহাসনের বিচার রয়েছে। বাইবেল, যাইহোক, শুধুমাত্র একটি বিচার দিবস বর্ণনা করে এবং এটি বিশ্ব ইতিহাসের শেষে আসে। সত্য, যখন একজন ব্যক্তি মারা যায়, তারা হয় স্বর্গ বা নরকে যায়। তবে এটি এমন একটি বিচার নয় যেখানে বিচারকের সামনে উপস্থিত হওয়া বা প্রমাণের পরীক্ষা হবে না। ধনী ব্যক্তি এবং লাসারের দৃষ্টান্ত থেকে, এটা স্পষ্ট যে, যখন সেই ব্যাক্তিরা যারা মন পরিবর্তন করেনি তারা মারা যায়, তারা অবিলম্বে নরকে তাদের চোখ খোলে–লূক ১৬:২৩। বিপরীতে, মনপরিবর্তনকারীরা স্বর্গে তাদের চোখ খোলে। স্বর্গদূতদেরা লাসারের আত্মাকে অব্রাহামের ক্রোরে নিয়ে গিয়েছিলেন–পদ ২২। সত্যিকারের খ্রিস্টানদের জন্য, শরীর থেকে অনুপস্থিত থাকার জন্য প্রভুর কাছে উপস্থিত থাকতে হয়–২ করিন্থীয় ৫:৮। গীতরচক বলেছেন, "আমি ত ধার্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করিব, জাগিয়া তোমার মূর্ত্তিতে তৃপ্ত হইব"–গীতসংহিতা ১৭:১৫। একজন ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হয় তার মৃত্যুর মুহূর্তে। বপ্তিস্মদাত যোহন সতর্ক করেছিলেন, "আর এখনই বৃক্ষ সকলের মুলে কুঠার লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়" লূক ৩:৯। উপদেশক গ্রন্থে, এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে গাছটি যেমন পড়ে, তেমনি এটি পড়ে থাকে; "বৃক্ষ যখন দক্ষিণে কিম্বা উত্তরে পড়ে, তখন সেই বৃক্ষ যে দিকে পড়ে, সে সেই দিকে থাকে"–উপদেশক ১১:৩।

তাহলে বিচার দিবসের উদ্দেশ্য কী? তাতে কিছুই পরিবর্তন হবে না। প্রতিটি ব্যক্তির গন্তব্যস্থল ইতিমধ্যেই মৃত্যুতে নির্ধারিত। বিচার দিবসের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও করুণা প্রকাশ করা। এটি ধার্মিকদের ধার্মিকতা এবং দুষ্টদের দুষ্টতা প্রদর্শন করবে। ঈশ্বরের লোকেরা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করবে এবং মুক্ত হবে। দুষ্টদের পাপাচার সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হবে। প্রতিটি হৃদয় এবং জীবনের সমস্ত গোপনীয়তা প্রকাশ করা হবে এবং যেমন বলা হয়েছে, এই পৃথিবীতে বদনাম করা ধার্মিকদের খ্যাতির পুনরুত্থান হবে। কপটিদের মুখোশ খুলে দেওয়া হবে। প্রতিটি মুখ বন্ধ করা হবে এবং সমস্ত মানবজাতি স্বীকার করবে যে ঈশ্বর ন্যায্য এবং সঠিক এবং সত্য আর তাঁর বিচার ন্যায়সঙ্গত।

যোহন বিশ্বের শেষে কি ঘটবে সে সমন্ধে একটি প্রকাশ প্রাপ্ত হন। বিশ্বাস থেকে বড় পতন ঘটবে। শয়তানকে মুক্ত করা হবে, খ্রিস্টান মণ্ডলীকে নিপীড়ন এবং ধ্বংস করার জন্য সে নিজের বাহিনী সংগ্রহ করবে। দেখে মনে হবে যেন প্রভুর লোকেরা ধ্বংস হতে চলেছে। ঈশ্বরের লোকেদের শিবির, মণ্ডলী যেমন ছিল, বেষ্টিত হবে। কিন্তু তারপর স্বর্গ থেকে আগুন আসবে এবং তাদের শত্রুদের পুড়িয়ে দেবে। শয়তানকে গ্রেফতার করা হয় এবং আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে যাতে দিন-বাত অনন্তকালের জন্য যন্ত্রণা পায়। তখন পৃথিবীর শেষ এসে গেছে। বিচারের দিন এসে গেছে; পরে আমি "এক বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসন ও যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন," তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার সম্মুখ হইতে পৃথিবী ও আকাশ পলায়ন করিল; "তাহাদের নিমিত্ত আর স্থান পাওয়া গেল না"। আর আমি দেখিলাম, ক্ষুদ্র ও মহান্ সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; পরে "কয়েকখানি পুস্তক খোলা গেল", এবং আর একখানি পুস্তক, অর্থাৎ জীবন-পুস্তক খোলা গেল, এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে "আপন আপন কার্য্যানুসারে" বিচারিত হইল। আর সমুদ্র আপনার মধ্যবর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যবর্ত্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন কার্য্যানুসারে বিচারিত

হইল। পরে মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাই, অর্থাৎ সেই অগ্নিহ্রদ, দ্বিতীয় মৃত্যু। আর জীবন-পুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল"–প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫।

আমরা এখানে লক্ষ্য করি যে একটি মহান শ্বেত সিংহাসন স্থাপন করা হয়েছে। এটি একটি মহান সিংহাসন, কারণ এটি অন্য সমস্ত সিংহাসনের উপরে রয়েছে। আর এই সিংহাসনের আগে, প্রতিটি সিংহাসন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে হিসাব দিতে হবে। এটা ঈশ্বরের বিচার সিংহাসন, পরম সত্তা। এটা সাদা, কেউ চিন্তা না করুক যে সে ন্যায়বিচার পাবে না। সিংহাসন খাঁটি এবং ন্যায়বিচারও নিখুঁত হবে। কোনো ঘুষ বা দুর্নীতি হবে না। কাউকে অগ্রাধিকারমূলক চিকিৎসা দেওয়া হবে না। ঈশ্বর ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন–প্রেরিত ১০:৩৪।

পৃথিবীর বিচার কে করবে? সিংহাসনে কে বসে? তিনি যাঁর সন্মুখ হইতে পৃথিবী ও আকাশ পলায়ন করেছিলেন এবং তাদের জন্য কোন স্থান পাওয়া যায়নি। পৌল আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে ঈশ্বর "একটি দিন নির্ধারণ করেছেন, যেদিন তিনি সেই ব্যক্তির দ্বারা যাকে তিনি নিযুক্ত করেছেন তাঁর দ্বারা ধার্মিকতায় জগতের বিচার করবেন; যাহা তিনি সকল মানুষকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, যে তিনি তাহাকে মৃত হইতে পুনরুত্থিত করিয়াছেন"–প্রেরিত ১৭:৩১। খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুর কাছে নিজেকে নত করেছিলেন এবং তারপর ঈশ্বর তাঁর পুনরুত্থান, তাঁর স্বর্গারোহণ, ঈশ্বরের ডানদিকে তাঁর বসা এবং তারপর শেষ দিনে বিশ্বের বিচার করার জন্য তাঁর আগমনের মাধ্যমে তাঁকে উন্নত করেছিলেন।

ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থায়, সহ-নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত জুরি নিয়োগ করা হয়, যাতে ব্যক্তি-ব্যক্তিকে তার সমবয়সীদের দ্বারা বিচার করা হয়। ঈশ্বর আমাদের বিচার করবেন একজন ব্যক্তির দ্বারা, এমন একজন, যিনি "আমাদের মতো সর্বক্ষেত্রে প্রলোভিত ছিলেন, তথাপি পাপমুক্ত"–ইব্রীয় ৪:১৫। যীশু সম্পূর্ণরূপে বোঝেন যে এই পৃথিবীতে বাস করা কেমন, ক্রমাগত পাপ এবং শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হতে হয়। কেউ বিচারকের কাছে ঘুরে এসে বলতে পারবে না, "তুমি জানো না এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা কত কঠিন।" আমাদের প্রভু বলেছেন, "কারণ পিতা কাহারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারভার পুত্রকে দিয়াছেন, যেন সকলে যেমন পিতাকে সমাদর করে, তেমনি পুত্রকে সমাদর করে। পুত্রকে যে সমাদর করে না, সে পিতাকে সমাদর করে না, যিনি তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন"–যোহন ৫:২২-২৩। তাই নর-ঈশ্বর, ত্রাণকর্তা যিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছিলেন, যিনি আমাদের বিচার করবেন। আর এটি খ্রিস্টানদের জন্য একটি মহান উৎসাহ। আমাদের মধ্যস্থতাকারী, আমাদের বন্ধু এবং আমাদের ভ্রাতা বিচারক।

কার বিচার হবে? যোহন বলেন; "আমি মৃত, ছোট ও বড় সকলকে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে দেখেছি।" পৃথিবীর রাজারা এবং পরাক্রমশালী পুরুষরা সেখানে থাকবেন, তবে সাধারণ লোক, শ্রমজীবী নারী-পুরুষ, ভিক্ষুক এবং অসভ্যরাও থাকবেন। শরীরের কি হয়েছে তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের বলা হয়েছে, "সমুদ্র তার মধ্যে থাকা মৃতদের দিয়ে দেবে এবং মৃত্যু ও নরক তাদের মধ্যে থাকা মৃতদের তুলে দেবে।" কেউ কেউ সাগরে ডুবে মারা গেছে। তাদের দেহ হয়ত কাঁকড়া এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীরা খেয়ে নিয়েছে। এই প্রাণী অন্যদের দ্বারা ভক্ষিত হয়েছে। কিন্তু তবুও সমুদ্র তাদের দিয়ে দেবে যারা এতে মারা গেছে। দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও, সমুদ্র তার মধ্যে থাকা মৃতদের ছেড়ে দেবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাদের উঠাবেন। যারা মারা যায় তাদের সকলকে মৃত্যু তুলে দেবে। নরক, হেডিস, মৃতদের রাজ্য, এমনকি দুষ্ট মৃতদের রাজ্যও তাদের মৃতদের সিংহাসনের সামনে দাঁড়াতে পাঠাবে। নবুখ্তনেসর এবং সিলাস, ফৌরণ এবং সিজার, স্ট্যালিন এবং হিটলার, তারা কৃষক, ক্রীতদাস এবং অক্ষমদের সাথে সেখানে থাকবেন। মহান কুলপতি, ভাববাদী, প্রেরিত, শহীদ, পুনর্গঠনকারী, সাধারণ খ্রিস্টান নর-নারী, ছেলে-মেয়েরা সবাই থাকবে। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক সবাই থাকবে। অবশ্যই খ্রিস্টানদের বিচার করা হবে না। কিন্তু শাস্ত্র স্পষ্ট যে সকলের বিচার করা হবে। পৌল লিখেছেন, "কিন্তু তুমি কেন তোমার ভ্রাতার বিচার কর? কেনই বা তুমি তোমার ভ্রাতাকে তুচ্ছ কর? আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে দাঁড়াইব। কেননা লিখিত আছে, "প্রভু কহিতেছেন, আমার জীবনের দিব্য, আমার কাছে প্রত্যেক জানু পাতিত হইবে এবং প্রত্যেক জিহ্বা ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করিবে।" সুতরাং আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে আপন আপন নিকাশ দিতে হইবে"–রোমীয় ১৪:১০-১২। পৌল নিজেকে এবং রোমান খ্রিস্টানদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাদের বিচার করা হবে। অন্য একটি পত্রে, তিনি আরও জোর দিয়েছেন যখন তিনি লিখেছেন; "কারণ আমাদের সকলকেই খ্রীষ্টের বিচারাসনের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইতে হইবে, যেন সৎকার্য্য হউক, কি অসৎকার্য্য হউক, প্রত্যেক জন আপনার কৃত কার্য্য অনুসারে দেহ দ্বারা উপার্জ্জিত ফল পায়। তাঁহারা খ্রীষ্টের রাজ-দূত। অতএব প্রভুর ভয় কি, তাহা জানাতে

আমরা মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া লওয়াইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রহিয়াছি; আর আমি প্রত্যাশা করি যে, আমরা তোমাদের সংবেদেরও প্রত্যক্ষ রহিয়াছি।"–২ করিন্থীয় ৫:১০-১১। খ্রিষ্টানদের অবশ্যই তাদের হিসাব দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের বিচার আসনের সামনে উপস্থিত হতে হবে।

বিচারে ব্যবহৃত মানদণ্ড কেমন হবে? আমাদের বলা হয়েছে যে "বইগুলি খোলা হলো এবং আরেকটি বই খোলা হলো, যা ছিল জীবন পুস্তক এবং মৃতদের বিচার করা হয়েছিল সেই বইগুলিতে যা লেখা ছিল, তাদের কাজ অনুসারে।" ঈশ্বর আংশিকভাবে নিজেকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে প্রকৃতিতে এবং মানুষের বিবেকের মধ্যে প্রকাশ করেন। দুঃখজনকভাবে, ব্যক্তিরা এমনকি তাদের নিজস্ব বিবেকের মান পর্যন্ত বাস করে না। ঈশ্বর তাঁর আইন এবং শাস্ত্রে সুসমাচারে অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ দিয়েছেন। বাইবেল শেখায় মানুষকে ঈশ্বরের বিষয়ে কী বিশ্বাস করতে হবে এবং ঈশ্বর মানুষের কাছ থেকে কী কর্তব্য চান। পৃথিবীর বিচারকরা দেশের আইন অনুসারে বিচার করেন, আর তাই ঐশ্বরিক ব্যাক্তি স্বর্গরাজ্যের আইন অনুসারে বিচার করেন। পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ এবং এটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "ঈশ্বরের আইনের সাথে সামঞ্জস্যের অভাব বা লঙ্ঘন।" বিচার দিবসে যে বইগুলি খোলা হয় তাতে আমাদের জীবনের সম্পূর্ণ নথি রয়েছে এবং আমাদের জীবন ঈশ্বরের বাক্য, শাস্ত্র অনুসারে পরিমাপ ও বিচার করা হয়।

এখানে আমাদের জীবন পুস্তকের কথাও বলা হয়েছে। অবশ্যই মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি প্রতীকী ভাষায় বলা হয়েছে। কোন প্রকৃত পুস্তক নেই, কিন্তু এটি ভাবে বলা হয়েছে যেমন সেখানে একটি পুস্তক আছে এবং একটি পুস্তকের ছবি বা রূপক আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কী নিহিত আছে। তাই জীবন পুস্তকটি হল একটি সূচির পুস্তক যেখানে যারা অনন্ত জীবন পাওয়ার অধিকারী তাঁদের নাম নথিভুক্ত আছে। এই পুস্তকটি পুরাতন নিয়মে বেশ কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছিল। মশীহের শত্রুদের সম্বন্ধে, গীতরচক বলেছেন; "জীবন পুস্তক হইতে তাহাদের নাম লুপ্ত হউক, ধার্ম্মিকগনের সহিত তাহাদের অঙ্কপাত না হউকঃ গীতসংহিতা ৬৯:২৮। অন্য এক গীতে আমরা এরুপ পাই; "তোমার চক্ষু আমাকে পিণ্ডাকার দেখিয়াছে, তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যাহা দিন দিন গঠিত হইতেছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না"–গীতসংহিতা ১৩৯:১৬। দানিয়েলকে একটি কঠিন নিপীড়নের সময়ের কথা বলা হয়েছিল এবং সেই সময়ও কিছুজন রক্ষা পাবে যেহেতু তাদের নাম এই পুস্তকটিতে লিখিত আছে; "তৎকালে যে মহান্ অধ্যক্ষ তোমার জাতির সন্তানদের পক্ষে দাঁড়াইয়া থাকেন, সেই মীখায়েল উঠিয়া দাঁড়াইবেন, আর এমন সঙ্কটের কাল উপস্থিত হইবে, যাহা মনুষ্যজাতির স্থিতিকাল অবধি সেই সময় পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই; কিন্তু তৎকালে তোমার স্বজাতীয় যে কাহারও নাম পুস্তকে লিখিত পাওয়া যাইবে, সে উদ্ধার পাইবে।" নতুন নিয়মে, প্রকাশিত বাক্যে এই পুস্তকটির সাতটি উল্লেখ রয়েছে। অধ্যবসায়ী বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের খ্রীষ্টের দ্বারা উৎসাহিত করা হয়; "যে জয় করে, সে তদ্রূপ শুক্ল বস্ত্র পরিহিত হইবে; এবং আমি তাহার নাম কোন ক্রমে জীবন-পুস্তক হইতে মুছিয়া ফেলিব না, কিন্তু আমার পিতার সাক্ষাতে ও তাঁহার দূতগণের সাক্ষাতে তাহার নাম স্বীকার করিব।"–প্রকাশিত বাক্য ৩:৫। পরে, আমাদের বলা হয় সমুদ্র থেকে উৎপন্ন পশুর কথা; "তাহাতে পৃথিবী-নিবাসীদের সমস্ত লোক তাহার ভজনা করিবে, যাহাদের নাম জগৎপত্তনের সময়াবধি হত মেষশাবকের জীবন পুস্তকে লিখিত নাই।"–প্রকাশিত বাক্য ১৩:৮। এখানে, জীবন পুস্তকটি নির্বাচিতদের সমান। পরে, আমরা তাদের সম্পর্কে পড়ি "যাদের নাম জগতের ভিত্তি থেকে জীবন পুস্তকে লেখা হয়নি"–প্রকাশিত বাক্য ১৭:৮। এটি স্পষ্ট করে যে নামগুলি এই পুস্তকটিতে অনন্তকালের জন্য, সৃষ্টির আগে প্রবেশ করানো হয়েছিল। বিশ্ব কেউ স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না, তবে যাদের নাম জীবন পুস্তকে তারাই পারবে–প্রকাশিত বাক্য ২১:২৭। যারা শাস্ত্রের কিছু অংশ বাতিল বা মুছে ফেলে তাদের জন্য একটি সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে যে, "আর যদি কেহ এই ভাববাণী-গ্রন্থের বচন হইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থে লিখিত জীবন-বৃক্ষ হইতে ও পবিত্র নগর হইতে তাহার অংশ হরণ করিবেন।"–প্রকাশিত বাক্য ২২:১৯।

তাহলে জীবন পুস্তকে কার নাম আছে না থাকবে? এটা স্পষ্ট যে এটা ঈশ্বরের নির্বাচিত। কিন্তু নির্বাচিত কারা? একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। জীবন পুস্তককে বিবেচনা করার আরেকটি উপায় হল এটিকে সমস্ত সত্য খ্রিষ্টান হিসাবে ভাবা। যোহন লিখেছেন; "পুত্রকে যে পাইয়াছে সে সেই জীবন পাইয়াছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নাই, সে সেই জীবন পায় নাই।"–১ যোহন ৫:১২। আমরা ঈশ্বরের পুত্রকে ধারণ করি যখন আমরা, বিশ্বাসের দ্বারা, তাঁকে আমাদের ব্যক্তিগত পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করি এবং আলিঙ্গন করি। তিনি অবাধে সকলের কাছে নিজেকে প্রদান করেছেন, তবে, যারা পাপে মৃত তারা খ্রীষ্টের মধ্যে মূল্যবান কিছুই দেখে না, তাঁকে ঘৃণা করে এবং তাঁকে বিশ্বাস

করবে না। যারা নির্বাচিতদের মধ্যে তারা কার্যকরীভাবে আহুত এবং পুনরুত্থিত হয়, আর তাদের পাপ এবং একজন পরিত্রাতার প্রয়োজনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাঁকে বিশ্বাস করার জন্য বিশ্বাসের উপহার প্রাপ্ত হয়। সমস্ত নির্বাচিত ব্যক্তি অবশেষে, এই জীবনে, যীশুতে বিশ্বাস করবে।

প্রকাশিত বাক্য ২২ এমন কিছু সম্পর্কে সতর্ক করে যাদের নাম জীবন পুস্তক থেকে মুছে ফেলা হবে। অবশ্যই, যদি বইটি নির্বাচিতদের নাম থাকে তবে এটি কখনই ঘটতে পারে না। কিন্তু তারপর, অনেকে আছেন যারা মনে করেন তাদের নাম জীবন পুস্তকে আছে। তারা বাইবেল প্রত্যাখ্যান করে দেখায় যে তারা সত্যিকারের বিশ্বাসী নয় এবং সেই অর্থে তাদের নাম মুছে ফেলা হয়। এছাড়াও, এটি বিশ্বস্তদের জন্য একটি সতর্কবাণী। পৌল করিন্থীয়দের সতর্ক করেছিলেন; "অতএব যে মনে করে যে সে দাঁড়িয়ে আছে, সে নিজের বিষয়ে সাবধান হোক যেন পড়ে না যায়"–১ করিন্থীয় ১০:১। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ভাবার মধ্যে এবং বাস্তবে দাঁড়ানোর মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে। বিচারের দিনে, আমরা বলতে পারি যে বিবেচিত প্রথম বইটি হল জীবন পুস্তক। যাদের নাম জীবন পুস্তকে আছে তারা সবাই স্বর্গে প্রবেশ করবে। আর যাদের নাম জীবন পুস্তকে নেই তাদের সবাইকে আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে। তাই ধার্মিক এবং দুষ্টের মধ্যে একটি আমূল পার্থক্য টানা হয়। কে স্বর্গে যাবে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কখনও কখনও এটি বলা হয় যে আমরা এই জীবনে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হই কিন্তু বিচারের দিনে কাজ দ্বারা আমরা ধার্মিক গণিত হব। এই সত্য যা একটি অর্থে আছে। পৌল লিখেছেন; "অতএব বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হওয়াতে, আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি প্রাপ্ত হই"–রোমীয় ৫:১। আমাদের প্রাথমিক ধার্মিক গণনা একমাত্র বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়। এটা সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টের কাজের ভিত্তিতে। তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন এবং তাঁর যোগ্যতাই আমাদের ধার্মিকতা। যাকোব তারপর লেখেন যে আমরা কাজের দ্বারা ধার্মিক, কারণ আমাদের কাজগুলি আমাদের বিশ্বাসের প্রকৃতি দেখায় এবং এটি প্রমাণ দেয় যে সেই বিশ্বাসী সত্যিকারের রক্ষাকারী বিশ্বাস কি না; "তদ্রূপ বিশ্বাসও কর্ম্মবিহীন হইলে আপনি একা বলিয়া তাহা মৃত। কিন্তু কেহ বলিবে, তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কর্ম্ম আছে; তোমার কর্ম্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কর্ম্ম হইতে বিশ্বাস দেখাইব" যাকোব ২:১৭-১৮। তিনি আরও বলেন; "তোমরা দেখেছ কর্ম্ম হেতু মানুষ ধার্মিক গণিত হয় কেবলমাত্র বিশ্বাস হেতু নয়" (২৪ পদ। তিনি উপসংহারে বলেছেন; "বাস্তবিক যেমন আত্মা বিহীন দেহ মৃত তেমনি কর্ম্ম বিহীন বিশ্বাসও মৃত" (২৬ পদ)। যীশু বলেছেন; "তাদের ফলের দ্বারা তোমরা তাদের চিনবে"–মথি ৭:২০। সেই অর্থে, বিচার দিবসে আমাদের কাজ দ্বারা বিচার করা হবে, সেগুলি ভাল হোক বা মন্দ।

এখন বিচার দিবসের কথা ভাবুন। আমাদের প্রভু যীশু মথি লিখিত সুসমাচারের ২৫ অধ্যায়ে সেই দিনের একটি খুব প্রাণবন্ত চিত্র আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন; "আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আর সমুদয় জাতি তাঁহার সন্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পড়ে তিনি তাহাদের এক জন হইতে অন্য জনকে পৃথক্ করিবেন, যেমন পালরক্ষক ছাগ হইতে মেষ পৃথক্ করে; আর তিনি মেষদিগকে আপনার দক্ষিণদিকে ও ছাগদিগকে বামদিকে রাখিবেন"–মথি ২৫:৩১-৩৩। খ্রীষ্ট যখন ফিরে আসবেন, তখন তা বিচার করা হবে, সাধুদের ঊর্দ্ধস্থান করা নয়, জাতির কিছু প্রাথমিক বিচার করা হবে না। প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলাকে তাঁর সামনে আনা হবে এবং তিনি তাদের আলাদা করবেন যেমন রাখাল ছাগল থেকে ভেড়াকে করে। একটি দল তাঁর ডান দিকে এবং অন্যটি বাম দিকে স্থাপন করা হবে। ডানদিকে যারা আছে, তিনি বলবেন; "এসো আমার পিতার আশীর্বাদধন্য, পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন থেকে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাজ্যের উত্তরাধিকারী হও" (৩৪ পদ)। তাদের নতুন স্বর্গ এবং নতুন পৃথিবী দেওয়া হবে। বাম দিকের লোকদের, তিনি বলবেন, "আমার কাছ থেকে চলে যাও চিরস্থায়ী আগুনে যা শয়তান এবং তার সঙ্গী সাথীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে" (৪১ পদ)। এটি লক্ষণীয় যে নরক প্রাথমিকভাবে শয়তান এবং তার দলবলের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং মানবজাতির জন্য নয়। কিন্তু পাপী যারা যীশুতে বিশ্বাস করে না এবং সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা সেখানেই শেষ হবে। আর তারপরে এটি যোগ করা হয়েছে; "পড়ে ইহারা অনন্ত দণ্ডে কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিবে" (৪৬ পদ)। এটা কিছু অস্থায়ী বিচার নয়, কিন্তু একটি চূড়ান্ত বিচার. ধার্মিক এবং দুষ্টের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য গ্রীক ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা একই; এইওনিয়োস (aionios)–চিরন্তন। কারণ একজন অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে এবং অন্যজন অনন্ত দুঃখে প্রবেশ করবে।

বিচারের ভিত্তি হল আলোকিত করা। তিনি তাঁর ডানদিকের লোকদের বলবেন, "কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাইয়াছিলাম; অতিথি হইয়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে; বস্ত্রহীন হইয়াছিলেম, আর আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে; পিরিত হইয়াছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে; কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার নিকটে আসিয়াছিলে" পদ ৩৫-৩৬। মজার বিষয় হল, ধার্মিকরা মনে করেন যে তারা স্বর্গের যোগ্য কিছুই করেননি; তখন ধার্ম্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, কিম্বা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছিলাম? কবেই বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিম্বা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছিলাম? কবেই বা আপনাকে পীড়িত কিম্বা কারাগারস্থ দেখিয়া আপনার নিকটে গিয়াছিলাম?" (৩৭-৩৯ পদ)। কিন্তু বিচারক জবাব দেন; "তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের–এই ক্ষুদ্রতমদিগের–মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে"–(৪০ পদ)। যেখানে সত্যিকারের বিশ্বাস থাকে সেখানে এটি একা থাকতে পারে না এবং এটি নিশ্চয় কাজের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করবে। এই কাজগুলো বিশ্বাসের বাস্তবতা প্রদর্শন করে। খ্রীষ্টের জন্য একজন খ্রিস্টানকে ভালবাসা দেখানো, প্রমাণ করে যে একজন পুরুষ বা একজন মহিলা আবার জন্মগ্রহণ করেছেন। খ্রীষ্ট এবং তাঁর লোকেদের প্রতি ভালবাসা খ্রিস্টানদের একটি বড় চিহ্ন। সংক্ষেপে, আমরা দুষ্টদের বিচার দেখতে পাই। রাজা তাঁর বাম দিকের লোকদের বলবেন; পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও। কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দেও নাই; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাও নাই; অতিথি হইয়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দেও নাই; বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, আর আমাকে বস্ত্র পরাও নাই; পীড়িত ও কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান কর নাই" (৪১-৪৩ পদ)। কিন্তু তারা আশ্চর্যের প্রতিক্রিয়া হিসাবে চিত্রিত হয়েছে; "তখন তাহারাও উত্তর করিবে, বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত, কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখিয়া আপনার পরিচর্য্যা করি নাই?" (৪৪ পদ)। কিন্তু বিচারক ব্যাখ্যা করেছেন; "তখন তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতমদিগের কোন এক জনের প্রতি যখন ইহা কর নাই, তখন আমারই প্রতি কর নাই" (৪৪ পদ)। যেমন আমরা উল্লেখ করেছি, যেখানে প্রকৃত বিশ্বাস বিদ্যমান, এটি প্রেমে নিজেকে প্রকাশ করবে। ঈশ্বরের সন্তানদের কষ্টের প্রতি যত্নের অভাব খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসার অভাব দেখায়। খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসায় করা কোন কাজই অপুরস্কৃত হবে না। ঈশ্বরের সন্তানের প্রতি দেখানো প্রেম ও দয়ার ক্ষুদ্রতম ক্রিয়াটিরও প্রশংসা করা হয়; "আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য বলিয়া কেবল এক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না"–মথি ১০:৪২।

কিছু লোক মনে করতে পারে যে, এর থেকে তাদের একটি ভাল কাজ যা একটি উপায়ে তাদের খারাপ কাজগুলিকে ভারসাম্যপূর্ণ করে। আমাদের বেশিরভাগেরই ভারসাম্য সম্পর্কে এই ধারণা রয়েছে এবং আশা করা যায় যে তাদের ভাল কাজগুলি শেষ পর্যন্ত তাদের মন্দ কাজগুলিকে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু এটা সত্যিকারের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী। কিন্তু অনেক খ্রিস্টান পন্থী এইভাবে চিন্তা করে। মণ্ডলীতে অনেক ভণ্ড, স্ব-ধার্মিক মানুষ আছে এবং সবসময় থাকে। যীশু আমাদের ভাল কাজের দ্বারা আমাদের উদ্ধার করা অসম্ভবকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি দৃষ্টান্ত বলেছিলেন। তিনি বলেছেন, যদি আপনার কোনো চাকর বা দাস থাকে কোনো ক্ষেতে কাজ করে এবং দিনের শেষে সে বাড়িতে আসে, আপনি তাকে বলবেন না, আমি আপনার জন্য খাবার তৈরি না করা পর্যন্ত সেখানে বসো। আপনি আপনার সেই ব্যাক্তিকে যা করার জন্য তাকে আদেশ করা হয়েছিল এবং যা করা তার কর্তব্য ছিল তা করার জন্য ধন্যবাদ দেন না। তাই যীশু উপসংহারে বলেন; "সেই প্রকারে সমস্ত আজ্ঞা পালন করিলে পর তোমরাও বলিও আমার অনুপযোগী দাস, যাহা করিতে বাধ্য ছিলাম, তাহাই করিলাম"–লূক ১৭:১০। আমাদের কর্তব্য সব আদেশ, সব সময় রাখা। আমরা প্রতিনিয়ত ভালো কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের কাজ অনুযায়ী বিচার করা হলে আমরা কেউ স্বর্গে যেতে পারব না। আমাদের নরকে নিয়ে যাবার জন্য একটি পাপই যথেষ্ট। আমরা শুধুমাত্র আমাদের রক্ষা করার জন্য খ্রীষ্টের উপর আস্থা রেখেই পরিত্রাণ পেতে পারি। তাঁর ভালো কাজগুলো প্রশংসনীয়। তাঁর মৃত্যু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। তাঁর রক্ত আমাদের সমস্ত দোষ ধুয়ে দেয়। খ্রীষ্টের অভিযুক্ত যোগ্যতা ছাড়া আমাদের কোন যোগ্যতা নেই। যাইহোক, একবার আমরা সংরক্ষিত হয়ে গেলে, আমাদের কাজগুলি দেখায় যে আমরা সত্যিই

সংরক্ষিত হয়েছি। আর এই কাজগুলি খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা ভুল উদ্দেশ্য এবং ত্রুটিগুলি থেকে শুদ্ধ হয় এবং তাই সেগুলি ঈশ্বরকে খুশি করে।

এখন পুরষ্কার এবং শাস্তির কথা ভাবুন। নরকে কি শাস্তির বিভিন্ন মাত্রা থাকবে? আর অন্যদিকে, স্বর্গে কি বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার থাকবে? যীশু স্পষ্ট করে বলেছেন যে হ্যাঁ এরুপই হবে। তিনি বলেছেন যে কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে আরও খারাপ নরকে থাকবে; "তখন যে যে নগরে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরাক্রম-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, তিনি সেই সকল নগরকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কেননা তাহারা মন ফিরায় নাই–'কোরাসীন, ধিক্ তোমাকে! বৈৎসৈদা, ধিক্ তোমাকে! কেননা তোমাদের মধ্যে যে সকল পরাক্রম-কার্য্য করা গিয়াছে, সে সকল যদি সোর ও সীদোনে করা যাইত, তবে অনেক দিন পূর্ব্বে তাহারা চট পরিয়া ভস্মে বসিয়া মন ফিরাইত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমাদের দশা হইতে বরং সোর ও সীদোনের দশা বিচার-দিনে সহনীয় হইবে। আর হে কফরনাহূম, তুমি না কি স্বর্গ পর্য্যন্ত উচ্চীকৃত হইবে? তুমি পাতাল পর্য্যন্ত নামিয়া যাইবে; কেননা যে সকল পরাক্রম-কার্য্য তোমার মধ্যে করা গিয়াছে, সে সকল যদি সদোমে করা যাইত, তবে তাহা আজ পর্য্যন্ত থাকিত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমার দশা হইতে বরং সদোম দেশের দশা বিচারদিনে সহনীয় হইবে"–মথি ১১:২০-২৪। কারও কারও আরও বেশি সুযোগ ছিল। গেরাসীন ও বৈৎসদায় এমন লোকেরা ছিল যারা খ্রীষ্টের অলৌকিক কাজগুলি দেখেছিল, যা স্বর্গ থেকে এক চিহ্ন স্বরূপ ছিল যে যীশুই ছিলেন মশীহ। কফরনাহূমে এমন লোক ছিল যারা অনুভব করতে পেরেছিল যে তাদের মধ্যে যীশুর থাকার অভিজ্ঞতা কিরুপ। গালীলের এই লোকেরা চমৎকার শিক্ষা শুনেছিল এবং তাঁর পবিত্র জীবন দেখেছিল। যীশু বলছেন যে সোর ও সিদনের মতো বিধর্মী শহরগুলি বিচারের দিনে এই সুবিধাপ্রাপ্ত লোকদের চেয়ে হালকা হয়ে যাবে। শাস্ত্রে সদোমকে তার অনৈতিকতার কারণে সবচেয়ে নোংরা শহর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবুও যীশু যুক্তি দেন যে যদি এই নগর খ্রীষ্টের শিক্ষা এবং অলৌকিক ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করত তবে তারা অনুতাপ করত। এ থেকে আমরা একত্র করতে পারি যে নরকে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তি হবে। আমাদের সুযোগ-সুবিধা যত বেশি, আমরা ঈশ্বরের বিধান এবং সুসমাচার সম্পর্কে যত বেশি জানবো এবং যত বেশি আমরা আমাদের চারপাশে সত্যিকারের খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্য দিব, আমাদের যন্ত্রণা তত বেশি হবে নরকে, যদি আমরা সেখানে যাই।

দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে একটি শিক্ষা দেয় যে ধার্মিকদের পুরষ্কার একই রকম, যতই দীর্ঘ হোক এবং তারা ঈশ্বরের জন্য যতই পরিশ্রম করুক না কেন। যীশু একটি আংগুর ক্ষেতের মালিকের কথা বলেছিলেন যিনি দিনে এক পয়সা-অথবা এক দিনরাত কাজ করার জন্য কিছু লোককে নিয়োগ করেছিলেন, যা তখন শ্রমিকদের জন্য চলমান হার ছিল। সেই দিন পরে, তিনি বাইরে গেলেন এবং তিনি অন্যান্য শ্রমিকদের বেকার দেখতে পেলেন এবং তিনি তাদেরও যেয়ে দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে বললেন, আর তিনি তাদের যা উপযুক্ত তা দেবেন। শেষ বিকেলে, তিনি অন্যান্য বেকার শ্রমিকদের খুঁজে পেলেন এবং তিনি তাদেরও আংগুর ক্ষেতে পাঠিয়েদিলেন কাজ করার ও পরে তাদের বেতন দেওয়ার জন্য। দিনের শেষে, শ্রমিকদের ডেকে তাদের মজুরি দেওয়া হয়, যারা মাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছিল তাদের থেকে শুরু করা হয়। তিনি তাদের প্রত্যেককে একটি করে টাকা দিলেন। যারা সারাদিন কাজ করে এসেছেন, তারা ভাবলেন আমরা আরও বেশি পাব। কিন্তু তারাও একটি পয়সাও পেলো। তারা তখন অভিযোগ করলো "শেষরা এরা ত মাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছে, আর আমরা ত সারাদিন কাজ করেছি ও রোদ্রে পুড়িয়াছি; তবে তাদের আমাদের সমান মজুরি কেন"–মথি ২০:১২। কিন্তু দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক তাদের উত্তর দিয়েছিলেন এই বলে, "তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের এক জনকে কহিলেন, বন্ধু হে! আমি তোমার প্রতি কিছু অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? তোমার যাহা পাওনা, তাহা লইয়া চলিয়া যাও; আমার ইচ্ছা, তোমাকে যাহা, ঐ শেষের জনকেও তাহাই দিব। আমার নিজের যাহা, তাহা আপনার ইচ্ছামতে ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই? না আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চোখ টাটাইতেছে? এইরূপে যাহারা শেষের, তাহারা প্রথম হইবে, এবং যাহারা প্রথম, তাহারা শেষে পড়িবে"–মথি ২০:১৩-১৬। এই দৃষ্টান্তটি সহজভাবে জোর দিচ্ছে, যদিও, পরিত্রাণ অনুগ্রহের দ্বারা হয় এবং আমাদের কারোরই কোনো যোগ্যতা নেই। আমরা কিছু দাবি করতে পারি না। আমাদের ফরীশীদের মতো মনোভাব থাকা উচিত নয়। আমরা যারা যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করি এবং তাকে অনুসরণ করি তারা সবাই স্বর্গে স্থান পাব। কেউ কেউ অল্প সময়ের পরিশ্রম করেছে, কিন্তু তারাও স্বর্গে স্থান পাবে। যে চোর যীশুর পাশে ক্রুশে মারা যাওয়ার সাথে সাথে রক্ষা পেয়েছিল সে সেই প্রেরিত বা ধর্মপ্রচারকদের মতো একই স্বর্গ পাবে যারা মনিবের জন্য সারা জীবন শ্রম দিয়েছিল তাদের মতই।

যাইহোক, আরও কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে যা শেখায় যে যদিও যারা স্বর্গে যায়, স্বর্গে পুরস্কারের পার্থক্য থাকবে। তালন্তের (প্রতিভার) দৃষ্টান্ত–মথি ২৫:১৪-৩০; আর মুদ্রার দৃষ্টান্ত–লূক ১৯:১১-২৭; উভয়ই ইঙ্গীত দেয় যে পুরস্কারগুলির স্তর ভিন্ন হবে। আরও, খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে; "কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না" মথি ৬:২০। পার্থিব ব্যাঙ্কের চেয়ে স্বর্গীয় ব্যাঙ্কে ধনসঞ্চয় করা উচিত। উদ্যম এবং ধার্মিকতা ঈশ্বর দ্বারা উল্লেখ করা হয়। খ্রীষ্টের জন্য নম্র, বিশ্বস্ত শ্রম পুরস্কৃত হয়। অধার্মিক অধ্যক্ষ্যের দৃষ্টান্তে, এটি উপসংহারে আসে; "আর আমিই তোমাদিগকে বলিতেছি, আপনাদের জন্যে অধার্ম্মিকতার ধন দ্বারা মিত্র লাভ কর, যেন উহা শেষ হইলে তাহারা তোমাদিগকে সেই অনন্ত আবাসে গ্রহণ করে"–লূক ১৬:৯। খ্রিষ্টান বিশ্বাসীদের দাতব্যের জন্য একটি বিশেষভাবে-আশীর্বাদযুক্ত স্বর্গ রয়েছে। যারা খ্রীষ্টে পরিত্রাণকারী বিশ্বাস রাখে তারা সবাই স্বর্গে যায়, কিন্তু কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে বড় স্বর্গ পাবে। সবাই পূর্ণ হবে, কিন্তু কারোর কারোর স্বর্গ ভোগ করার ক্ষমতা বেশী হবে। সমুদ্র উপকূলের খোলস আকারে পরিবর্তিত হয়, কিন্তু যখন জোয়ার আসে তখন তারা পানিতে পূর্ণ থাকে। পৌল করিন্থীয়দের উদ্দেশে মজার কথাগুলো লিখেছেন; "কেননা কেবল যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না, তিনি যীশু খ্রীষ্ট। কিন্তু এই ভিত্তিমূলের উপরে স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য প্রস্তর, কাষ্ঠ, খড়, নাড়া দিয়া যদি কেহ গাঁথে তবে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম্ম সপ্রকাশ হইবে। কারণ সেই দিন তাহা ব্যক্ত করিবে, কেননা সেই দিনের প্রকাশ অগ্নিতেই হয়; আর প্রত্যেকের কর্ম্ম যে কি প্রকার, সেই অগ্নিই তাহার পরীক্ষা করিবে; যে যাহা গাঁথিয়াছে, তাহার সেই কর্ম্ম যদি থাকে, তবে সে বেতন পাইবে। যাহার কর্ম্ম পুড়িয়া যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, কিন্তু সে আপনি পরিত্রাণ পাইবে। তথাপি এরূপে পাইবে, যেন অগ্নির মধ্য দিয়া উত্তীর্ণ হইবে।"–১ করিন্থীয় ৩:১১-১৫। এটা স্পষ্ট বিচারের দিন কিছুজন রক্ষা পাবে, কিন্তু তাদের কাজ হারিয়ে যাবে। যদি আমরা কাঠ, খড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করি, তাহলে এটি এই পৃথিবীতে চিত্তাকর্ষক লাগতে পারে এবং মানুষের কাছ থেকে অনেক প্রশংসা পেতে পারে, তবে এটি বিচারের দিনের আগুনের পরীক্ষায় দাঁড়াতে পারবে না। আপনার এখানে নিজেকে উচ্চ মনে হতে পারে, কিন্তু শেষ দিনে, এই কাজের জন্য কোন পুরস্কার হবে না।

পুরষ্কার খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের জন্য এক উদ্দীপক। আমাদের মহান উদ্দীপনা, অবশ্যই–সেই ক্রুশ। পৌল বলেছেন; "কেননা খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বশে রাখিয়া চালাইতেছে"–২ করিন্থীয় ৫:১৪। তবুও খ্রীষ্ট আমাদিগকে উৎসাহিত করেন; "বাস্তবিক যে কেহ তোমাদিগকে খ্রীষ্টের লোক বলিয়া এক বাটি জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না"–মার্ক ৯:৪১। পৌল নিজেই বলেছেন; "লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়িতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের কৃত ঊর্দ্ধদিক্স্থ আহ্বানের পণ পাইবার জন্য যত্ন করিতেছি"–ফিলিপীয় ৩:১৪। তিনি চান যে তাঁর প্রিয় ফিলিপীয়রা প্রচুররূপে পুরস্কৃত হোক। "আমি চাই," তিনি বলেন, "যাহা তোমাদের হিসাবে বহু লাভজনক হইবে"–ফিলিপীয় ৪:১৭। আমাদের সতর্ক করা হয়েছে, "দেখ, আমি তাড়াতাড়ি আসছি; তোমার যাহা আছে তাহা ধারণ কর, যেন কেহ তোমার মুকুট অপহরণ না করে"–প্রকাশিত বাক্য ৩:১১।

ঈশ্বরের লোকদের পাপ কি প্রকাশ করা হবে? যখন আমরা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসী হই, আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হয় এবং ধুয়ে ফেলা হয়। বিচার দিবসে যদি সেগুলি প্রকাশ করা হয়, তবে এটি কি শাস্তির একটি রূপ হবে না এবং আমাদের কষ্ট ও লজ্জিত রেখে যাবে? নিশ্চয়ই খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য দুঃখভোগ করেছেন এবং সেগুলি সব মুছে ফেলা হয়েছে। আমাদের বলা হয়েছে; "পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিক যত দূরবর্ত্তি, তিনি আমাদের পাপগুলি আমাদের থেকে তত দূরবর্ত্তি করিয়াছেন"–গীতসংহিতা ১০৩:১২। পূর্ব এবং পশ্চিম -দিক কখনও মিলিত হবে না, তাই নিশ্চিতভাবে, আমরা আমাদের পাপের সাথে আর কখনও মিলিত হব না। তবুও, আমাদের বলা হয়েছে যে পুস্তকগুলি খোলা হবে এবং আমাদের কাজ অনুসারে আমাদের বিচার করা হবে। বস্তুতপক্ষে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করেছেন; "আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার দিনে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে"–মথি ১২:৩৬। আমাদের সমস্ত কথা রেকর্ড করা হয়েছে–কী অদ্ভুদ! প্রভুর লোকদের জন্য শাস্তি হতে পারে না, তবে তাদের সমস্ত পাপ প্রকাশ পাবে এবং পাপ হিসাবে দেখানো হবে। এটি, ঘুরে, মুক্তিপ্রাপ্তদের গানকে উৎসাহিত করবে: "যিনি আমাদিগকে প্রেম করেন ও নিজ রক্তে আমাদের পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে রাজ্যস্বরূপ ও আপন ঈশ্বর ও পিতার যাজক করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা ও পরাক্রম যুগপপর্যায়ের যুগে যুগে হউক"–প্রকাশিত বাক্য ১:৬-৭। এই পর্যায়ে, সমস্ত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা

নিখুঁতভাবে পবিত্র হবে, তাই অহংকার বা হিংসা করার কোন জায়গা থাকবে না। সমস্ত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা একে অপরের প্রতি এবং তাদের পরিত্রাতার প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ হবে।

আরেকটি আকর্ষণীয় বিষয় হল যে আপনি দূতদের বিচার করবেন। পৌল ব্যাখ্যা করেছেন যে বিচারে খ্রিস্টান বিশ্বাসীদের ভূমিকা থাকবে; "অথবা তোমরা কি জান না যে, পবিত্রগণ জগতের বিচার যদি তোমাদের দ্বারা হয়, তবে তোমরা কি যৎসামান্য বিষয়ের বিচার করিবার অযোগ্য? তোমরা কি জান না যে, আমরা দূতগণের বিচার করিব? ইহজীবন সংক্রান্ত বিষয় ত সামান্য কথা"–প্রকাশিত বাক্য ৬:২-৩। করিন্থের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা একে অপরের সাথে বিবাদে পড়েছিল এবং একে অপরের বিরুদ্ধে আইনে মামলা করেছিল। পৌল জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন জ্ঞানী লোক নেই যাদের কাছে তোমরা বিচারের জন্য যেতে পারো, বরং জাতিদের সামনে আপনার বিরোধ নিয়ে যাওয়ার চেয়ে এটি উত্তম। পৃথিবীর সামনে এমন ভয়ানক সাক্ষী দেওয়ার চেয়ে নিশ্চয়ই ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া ভালো। কোনো না কোনোভাবে, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীরা চূড়ান্ত বিচারে খ্রীষ্টের সাথে যোগ দেবে। এমনকি তারা দূতদের উপর দণ্ড ঘোষণার সাথেও জড়িত থাকবে। অনেক কিছুই রহস্যময়, কিন্তু কিছু জিনিস পরিষ্কার। আমরা সেই প্রেরিতের সাথে আনন্দিত, যারা তাদের শেষ সময়ে বলতে পেরেছিলেন; "এখন অবধি আমার নিমিত্ত ধার্ম্মিকতার মুকুট তোলা রহিয়াছে; প্রভু, সেই ধর্ম্মময় বিচারকর্ত্তা, সেই দিন আমাকে তাহা দিবেন; কেবল আমাকে নয়; বরং যত লোক তাঁহার প্রকাশপ্রাপ্তি ভালবাসিয়াছে, সেই সকলকেও দিবেন"–২ তিমথি ৪:৮। আমেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ৯

নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

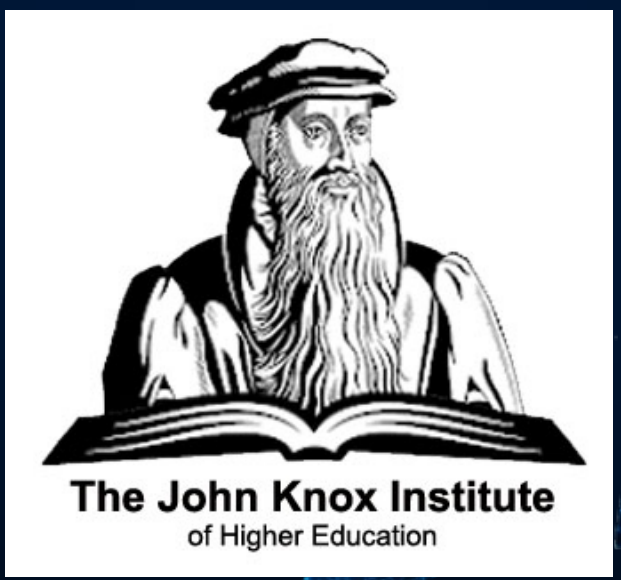

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ৯

নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

আজ আমরা এস্ক্যাটোলজির উপর আমাদের পাঠের ৯ নম্বর বক্তৃতা দিতে এসেছি এবং আমাদের বিষয় হল নরক। অবিশ্বাসীদের চিরস্থায়ী শাস্তি সংক্রান্ত বাইবেলের শিক্ষার চেয়ে আজ কোন মতবাদই বেশি অপ্রিয় নয়। এমনকি ইভাঞ্জেলিক্যাল মণ্ডলীগুলিও ঘোষণা করতে নারাজ যে যারা মনপরিবর্তন করেনি তাদের চিরতরে যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন মণ্ডলীর মধ্যে উদারতাবাদ (liberalism) আসে, তখন ঈশ্বর সার্বজনীন পিতা এই মতবাদ খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এর ফলস্বরূপ, এই ধারণার দিকে পরিচালিত হয়েছিল যে, যেহেতু প্রতিটি পুরুষ এবং মহিলাকে ঈশ্বরের সন্তান বলে গণনা করা হয়, তাই ঈশ্বর সম্ভবত তাদের, তাঁর সন্তানদের চিরতরে নরকে নিক্ষেপ করবেন না। তাই এটি থেকে সর্বজনীনতার মিথ্যা মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল–এই ধারণা যে অবশেষে সকলেই রক্ষা পাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত, এটি স্বীকৃত ছিল যে একটি খুব সাধারণ অর্থে, সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ঈশ্বরকে সকলের জন্য অভিভাবক হিসাবে ভাবা যেতে পারে। শাস্ত্রের কয়েকটি পদ রয়েছে যা সেই ধারণাটিকে কিছুটা সমর্থন করে। উদাহরণ স্বরূপ, পৌল, এথেন্সের দার্শনিকদের কাছে প্রচার করছেন, অনুমোদনের সাথে উদ্ধৃত করেছেন, একজন বিধর্মী কবি, যিনি বলেছিলেন, "আমরাও তার বংশধর"–প্রেরিত ১৭:২৮। তবে এটিকে পিতা-সন্তানের সম্পর্ক হিসাবে দেখা হয়নি, বরং ভাবা হয়েছিল কেবলমাত্র ঈশ্বরই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং জন্মদাতা রূপে।

শাস্ত্র কিন্তু এই বিষয়টি ভিন্ন ভাবে জোর দিয়ে বলে। এটা হল যে আমরা শুধুমাত্র দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে উঠি; রোমীয় ৮:১৫ পদ বলে; –"বস্তুত তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ; যে আত্মাতে আমরা আব্বা পিতা বলিয়া ডাকিয়া উঠি।" আপনি নিজের সন্তানকে দত্তক নিতে পারবেন না। অন্য জায়গায়, পৌল বলেছেন; "কেননা তোমরা সকলে, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস দ্বারা, ঈশ্বরের পুত্র হইয়াছ"–গালাতীয় ৩:২৬। অবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সন্তান নয়। প্রকৃতপক্ষে, যীশু ইহুদিদের বলতে পারেন; "তোমরা তোমাদের পিতা-শয়তান থেকে উৎপন্ন এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ তোমরা করবে।" আদমের পতিত সন্তান হিসাবে, আমরা সকলেই শয়তানের সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করি, আর ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার জন্য মনপরিবর্তন এবং দত্তক নেওয়া প্রয়োজন, আর তাই আমাদের ঐশ্বরিক পিতার অনুগ্রহ এবং চিরন্তন প্রেম পেতে হবে।

উত্তরাধুনিকতাবাদ আজ আরও বেশি উগ্র। রাজনৈতিক সঠিকতা দাবি করে যে আমরা প্রত্যেকের মতামত নিশ্চিত করি। এটা তর্ক করা হয় যে প্রত্যেকের নিজস্ব সত্য আছে। উত্তর-আধুনিকতা সম্পূর্ণরূপে বস্তুনিষ্ঠ সত্যের এবং এই ধারণা যে পরিত্রাণের একটিই উপায় আছে এবং অন্য ধর্মের অনুসারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে; তার বিরুদ্ধে। পোস্টমডার্নিস্টদের দৃষ্টিতে এই ধরনের মত পোষণ করা একটি ঘৃণামূলক অপরাধের দোষী। ধারণাটি হ'ল আপনি যা বিশ্বাস করেন তা আপনার জন্য সঠিক, তবে আপনার মতামত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। আশ্চর্যজনকভাবে, এই মতামতগুলি পশ্চিমের জনপ্রিয় মনকে পুরোপুরি দখল করেছে। কিন্তু তারপরে, এই মতামতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, মিডিয়া এবং সরকার দখল করেছে। এই দর্শনটি সমস্ত ধরণের যৌন অনৈতিকতার প্রচার এবং তা উচ্চতর করতে ব্যবহৃত হয়। শাস্ত্রে ঈশ্বরের আইন দ্বারা নিন্দা করা বিভিন্ন বিকৃতি অনুশীলনের স্বাধীনতা দাসপ্রথা এবং বর্ণবাদের অবসানের সমান স্তরে স্থাপন করা হয়েছে। বিচারের দিনের এবং পাপের শাস্তির কথা বলা তাই অত্যন্ত অজনপ্রিয়, আর দুঃখজনকভাবে, এই যুগের আত্মা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীকে আক্রমণ করেছে। জন স্টট এবং ফিলিপ ই. হিউজ এবং ক্লার্ক পিনকের মতো কিছু প্রবর্তিত এবং সম্মানিত ইভাঞ্জেলিক্যাল ঈশতত্ত্ববিদরা এই পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছেন যে তারা চিরস্থায়ী শাস্তির ঐতিহ্যগত মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন। আমরা

পরে এই বিষয়ে ফিরে আসব।

আসুন এখন নরকের জন্য বাইবেলের ব্যবহৃত শব্দ খুজে দেখি। পুরাতন নিয়মে হিব্রু ভাষায়, নরকের জন্য খুব প্রধান শব্দ রয়েছে। প্রথমত, "শ্যেওল" শব্দটি আছে। এটির বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে এবং এগুলি অবশ্যই প্রসঙ্গ দ্বারা নির্ধারণ করা উচিত। এটি কবর, বা মৃত অবস্থা, বা দুষ্টদের জন্য যন্ত্রণার স্থানকে নির্দেশ করতে পারে। অন্য শব্দটি হল "জেহেনা।" এটি পাপীদের শাস্তির স্থান। মূলত, এর অর্থ হিন্নোমের পুত্রের উপত্যকা। এটি জেরুশালেমের ঠিক বাইরে ছিল এবং সেখানেই বিধর্মী দেবতা মোলোকের উপাসনায় শিশুদের পোড়ানো হতো। ভাল রাজা যোসিয় বিধর্মী মন্দিরটিকে অপবিত্র করেছিলেন এবং এটিকে শহরের আবর্জনার ঢিপীতে পরিণত করেছিলেন। সেখানে আগুন ক্রমাগত জ্বলে, আবর্জনা ধ্বংস করে এবং সেখানে পচনশীল প্রাণী এবং খাবারের উপর কীট থাকে। অতএব, এটি নরকের একটি চিত্র উপস্থাপন করেছে–পৃথিবীর গোবর এবং আবর্জনার ঢিপি, একটি ঘৃণ্য স্থান, যেখানে কীট এবং আগুন ক্রমাগত সেই বিদ্রোহীদের খাবে যাদের অন্তিম গতি সেখানে হবে। নতুন নিয়মে গ্রীক ভাষায়, ব্যবহৃত শব্দটি হল "হ্যাডিস" এবং এটি হিব্রু শব্দ শ্যেওলের সমতুল্য। এটি কবরকে নির্দেশ করতে পারে, বা এমন একটি জায়গা যেখানে তারা মারা গেলে সবাই যায়। কিন্তু আরো সাধারণভাবে, এটি অবিশ্বাসীদের জন্য অনন্ত শাস্তির জায়গার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এখন পুরাতন নিয়মে নরকের কথা ভাবুন। শাস্ত্রের প্রথম থেকেই, এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে এই জীবনের শেষ নয় বরং বিচারের এক দিন আছে, একটি স্বর্গ এবং একটি নরক রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের বলা হয় যে, "হনোক ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করেছিল; আর তিনি ছিলেন না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছিলেন।" অন্যরা মারা গেলেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের সাথে বাস করার জন্য সরাসরি স্বর্গে গিয়েছিলেন। যিহূদা আমাদের বলে যে হনোক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "আর আদম অবধি সপ্তম পুরুষ যে হনোক, তিনিও এই লোকদের উদ্দেশে এই ভাববাণী বলিয়াছে, দেখ প্রভু আপন অযুত অযুত পবিত্র লোকের সহিত আসিলেন, যেন সকলের বিচার করেন, আর ভক্তিহীন সকলে আপনাদের যে সকল ভক্তিবিরুদ্ধ কার্জ্য দ্বারা ভক্তিহীন দেখাইয়াছে এবং ভক্তিহীন পাপীগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছে, তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে যেন ভর্তসনা করেন" যিহূদা ১৪-১৫। আমরা যিহূদার দ্বারা আশ্বস্ত হই যে হনোক এই বিষয়গুলি প্রাচীন বিশ্বকে বলেছিলেন। এমনকি এই প্রথম দিনগুলোতেও এটা স্পষ্ট ছিল যে দুষ্টদের শাস্তি দেওয়া হবে। দায়ুদ, গীতসংহিতাতে, দুষ্টদের শাস্তির জায়গা হিসাবে নরকের কথা বলেছেন; "সদাপ্রভু আপনার পরিচয় দিয়াছেন; তিনি বিচার সাধন করিয়াছেন... দুষ্টেরা পাতালে ফিরাইয়া যাইবে, যে জাতিরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যায়, তাহারও যাইবে"–গীতসংহিতা ৯:১৬-১৭। ভাববাদীরা নরকের কথা বলেছেন। যিশাইয় এটিকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন; "আর তাহারা বাহিরে গিয়া, যে লোকেরা আমার বিরুদ্ধে অধর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের শব দেখিবে; কারণ তাহাদের কীর্তি মরিবে না, ও তাহাদের অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে না এবং তাহারা সমস্ত মর্ত্ত্যের ঘৃণাস্পদ হইবে"–যিশাইয় ৬৬:২৪। এই শব্দগুলি আমাদের প্রভু যীশু যখন অবিশ্বাসী এবং ভণ্ডদের চিরন্তন দুর্দশার বর্ণনা করেছেন তখন তুলেছেন। দানিয়েল পুনরুত্থান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যে এটি কেবল ধার্মিকদের পুরষ্কারের জন্য নয়, বরং দুষ্টদের শাস্তির জন্যও হবে; "আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে-কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে এবং কেহ কেহ লজ্জার ও অনন্ত ঘৃণার উদ্দেশে" ১২:২। ভাববাদী মালাখি অবিশ্বাসীদের শাস্তি আরও বর্ণনা করেছেন; "কারণ দেখ, সেই দিন আসিতেছে, তাহা হাপরের ন্যায় জ্বলিবে এবং দর্পী ও দুষ্টাচারীরা সকলে খড়ের ন্যায় হইবে; আর সেই যে দিন আসিতেছে, তাহা তাহাদিগকে পোড়ইয়া দিবে, ইহা বাহিনীগনের সদাপ্রভু কহেন; সে দিন তাহাদের মূল কি শাখা কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না"–মালাখি ৪:১। সুতরাং এমনকি পুরাতন নিয়মের সময়েও, এটা স্পষ্ট যে যারা তাদের পাপে মারা যায় তারা সচেতন শাস্তির জায়গায় যায়।

এখন নতুন নিয়মে নরকের কথা ভাবুন। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চেয়ে নরক সম্পর্কে কেউ বেশি কথা বলে না। তিনি পুরুষ ও মহিলাদেরকে আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে সতর্ক করতে উদ্বিগ্ন। আগত নরক থেকে আমাদের উদ্ধার করার জন্য তিনি নিজেই ক্রুশে নরক ভোগ করেছিলেন। তিনি আমাদের কোন সন্দেহ ছাড়াই রেখে গেছেন যে তাঁর সুসমাচার এবং কালভেরিতে তাঁর পরিত্রানে কাজ প্রত্যাখ্যান করার ফলে আপনি কেবল স্বর্গ হারাবেন না, তবে আপনাকে নরকে নিক্ষিপ্ত করা হবে–চিরস্থায়ী দুঃখের নরকে। পর্বতের উপদেশে, খ্রীষ্ট সতর্ক করেছেন; "আর তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া অপেক্ষা বরং এক অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল"–মথি ৫:৩০। যদি

আপনার হাত আপনাকে পাপের জন্য প্ররোচিত করে, তবে আপনার কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত-কেননা নরকে অন্তিম গতি করার জন্য সেটি এক ভয়ঙ্কর স্থান। পরে, একই উপদেশে, যীশু প্রকাশ করেন যে সেখানে একটি প্রশস্ত পথ যা অনন্ত দুর্দশার দিকে নিয়ে যায়; "সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বারা প্রশস্ত ও পথ পরিসর এবং অনেকেই তাহা দিয়া প্রবেশ করে"–মথি ৭:১৩। আমাদের প্রভু এক সময়ে আমাদের বলেন, ভাল এবং খারাপ মাছ ধরিবার ভয়ঙ্করতার দৃষ্টান্ত। জেলেরা তখন ভোজ্য মাছগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মাছ থেকে আলাদা করে; "এইরূপে যুগান্তে হইবে; দূতগণ আসিয়া ধার্ম্মিকদের মধ্য হইতে দুষ্টদিগকে পৃথক্ করবেন এবং তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া দেবেন; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে"–মথি ১৩:৪৯-৫০। সুতরাং সেখানে একটি বড় দুঃখের জায়গা আছে, যেটির কথা যীশু বলেছিলেন, যেখানে কাঁদতে হবে এবং ব্যথায় দাঁত পিষতে হবে। কে এমন অবস্থায় শেষ হওয়ার কথা ভাবতে পারে? একইভাবে, বিবাহের ভোজের দৃষ্টান্তে, যে ব্যক্তি বিবাহের পোশাক ছাড়াই প্রবেশ করেছিল–খ্রীষ্টের ধার্মিকতা ছাড়াই তাকে পোশাক পরানোর জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল; "তখন রাজা পরিচারকদিগকে কহিলেন, উহার হাত ও পা বাঁধিয়া উহাকে বাহিরের অন্ধকারে ফেলিয়া দেও; সেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হইবে" মথি ২২:১৩। বিচারের দিনে, যা তিনি ব্যাখ্যা করেন আমাদের সবার সামনে, এটি অধার্মিকদের বলা হবে; "পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, অহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাঁহার দূতগনের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাঁহার মধ্যে যাও" এবং এর সঙ্গে আরও যুক্ত করেন; "পরে ইহারা অনন্ত দণ্ডে, কিন্তু ধার্ম্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিবে"–মথি ২৫:৪১ ও ৪৬। মার্ক নথিভুক্ত করেন যে কীভাবে যীশু কাউকে কাউকে "...নরকে নিক্ষিপ্ত হয়...নরকে ত লোকদের কীট মরে না এবং অগ্নি নির্ব্বাণ হয় না"–মার্ক ৯:৪৭-৪৮।

এতে কোন সন্দেহ নেই যেমন যীশু শিখিয়েছিলেন যে অনন্তকাল দুটি গন্তব্য রয়েছে। স্বর্গের পাশাপাশি নরকও আছে। সেই নরক হল গভীর দুঃখের স্থান, কান্নাকাটি এবং দাঁত কিড়মিড় করা, ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার স্থান, যেখানে কীট খাচ্ছে এবং আগুন জ্বলছে। এখানে অবশ্যই, কীট এবং আগুন প্রতীকী, কিন্তু তারা চরম যন্ত্রণার ধারণা প্রকাশ করে। তদুপরি, এই অবস্থাকে বলা হয় চিরস্থায়ী শাস্তি এবং এই চিরকাল স্থায়ী হওয়াটাই এর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক। এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত আলো নেই। কষ্ট আর কষ্টের শেষ নেই।

প্রেরিতরা নরককে একইভাবে বর্ণনা করেছেন। পৌল খ্রীষ্টের আগমন সম্পর্কে লিখেছেন; "এবং যাহারা ঈশ্বরকে জানে না ও যাহারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আজ্ঞাবহ হয় না, তাহাদিগকে সমুচিত দণ্ড দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে,"–২ থিষলনীকীয় ১:৮-৯। পৌলের প্রচার এবং মিশনারি কাজের জন্য এটি একটি মহান উদ্দেশ্য। "অতএব প্রভুর ভয় কি, তাহা জানাতে আমরা মনুষ্যদিগকে বুঝাইয়া লওয়াইতেছি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ রহিয়াছি; আর আমি প্রত্যাশা করি যে, আমরা তোমাদের সংবেদেরও প্রত্যক্ষ রহিয়াছি। অতএব প্রভুর ভয় জেনে আমরা মানুষকে প্ররোচিত করি"–২ করিন্থীয় ৫:১১. পিতর সতর্ক করেছেন; "ইহাতে জানি, প্রভু ভক্তদের পরিক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে এবং অধার্ম্মিকদেরকে দণ্ডাধীনে বিচারদিনের জন্য রাখিতে জানেন। কিন্তু ইহারা, ধৃত হইবার ও ক্ষয় পাইবার নিমিত্ত জাত বুদ্ধিবিহীন প্রানীমাত্র পশুদের ন্যায়, যাহা না বুঝে, তাঁহার নিন্দা করিতে করিতে আপনাদের ক্ষয়ে ক্ষয় পাইবে, অন্যায়ের বেতনরূপে অন্যায় ভোগ করিবে। তাহারা দিনমানে উদরতৃপ্তিকে সুখ জ্ঞান করে; তাহারা কলঙ্ক ও মলস্বরূপ, তাহারা তোমাদের সহিত ভোজন পান করিয়া আপন আপন প্রেমভোজে বিলাস করে। এই লোকেরা নির্লজ উনুই, ঝরে চালিত কুজ্ঝটিকা, তাহাদের জন্য ঘোরতর অন্ধকার সঞ্চিত রহিয়াছে"–২ পিতর ২:৯,১২,১৩,১৭। সবচেয়ে চিত্রসুলভ বর্ণনা পাওয়া যায় প্রকাশিত বাক্যের পুস্তকে, যেখানে দুষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে; "তবে সেই ব্যক্তিও ঈশ্বরের সেই "রোষ-মদিরা পান করিবে, যাহা তাঁহার কোপের পানপাত্রে অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত হইয়াছে"; এবং পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে "অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে। তাহাদের যাতনার ধূম যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে উঠে"; যাহারা সেই পশু ও তাহার প্রতিমূর্ত্তির ভজনা করে, এবং যে কেহ তাহার নামের ছাব ধারণ করে, তাহারা দিবাতে কি রাত্রিতে কখনও বিশ্রাম পায় না।"–প্রকাশিত বাক্য ১৪:১০-১১। পরে, বলা হয়: "আর জীবন-পুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।"–প্রকাশিত বাক্য ২০:১৫। স্বর্গ থেকে বর্জনের ধারণা রয়েছে; "বাহিরে রহিয়াছে কুক্কুরগণ, মায়াবিগণ, বেশ্যাগামীরা, নরঘাতকেরা ও প্রতিমাপূজকেরা, এবং যে কেহ মিথ্যা কথা ভাল বাসে ও রচনা করে।"–প্রকাশিত বাক্য ২২:১৫। আর তাই বাইরের লোকের স্বর্গের আশীর্বাদ হারাচ্ছে। তবে ইতিবাচক শাস্তির ধারণাও রয়েছে। নরকে আগুনের হ্রদ হিসাবে বর্ণনা করা

হয়েছে। কিছু ব্যথা পোড়ার মতো অসহনীয়। এখানে, আমাদের বলা হয়েছে তাদের যন্ত্রণার ধোঁয়া চিরকালের জন্য উপরে উঠছে। অগ্নি অদম্য-এটি কখনই নিভে যায় না; "তারা বেদনার জন্য তাদের জিহ্বা কুঁচকেছিল"–প্রকাশিত বাক্য ১৬:১০। আর এটি একটি অতল গর্ত–প্রকাশিত বাক্য ২০:৩। যা কখনও শেষ হয় না, আরও এবং আরও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের দিকে নেমে যায় এবং তাঁর নামের নিন্দা করে এবং তাই তারা আর অধিক ক্রোধের সম্মুখীন হয়।

আমরা যেমন দেখিয়েছি, এটি হল পুরাতন নিয়মের এবং নতুন নিয়মের শিক্ষা। এটি গত দুই হাজার বছর ধরে মণ্ডলীর ঐতিহ্যগত শিক্ষা। যাইহোক, শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা এবং কর্তৃত্বের উপর সন্দেহ সৃষ্টিকারী উচ্চতর সমালোচনার বৃদ্ধির সাথে এবং উদারতাবাদ শাস্তিমূলক প্রতিস্থাপনের প্রায়শ্চিত্তকে ক্ষুন্ন করে, নরক সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ পেতে শুরু করে। কিভাবে একজন প্রেমময় ঈশ্বর পুরুষ ও নারীকে, সমস্ত মানবজাতিকে চিরকাল নরকে শাস্তি দিতে পারেন? কেউ কেউ সার্বজনীনতাবাদের পক্ষে চলে গেছে, এই ধারণায় যে প্রতিটি পুরুষ এবং মহিলা অবশেষে পরিত্রাণ পাবে। এই শিক্ষার দুটি রূপ রয়েছে। কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছেন যে ঈশ্বরের অনেক রাস্তা আছে। এটি বহুত্ববাদী সর্বজনীনতাবাদ। এটি শিক্ষা দেয় যে সমস্ত ধর্ম তাদের অনুসারীদের জন্য পরিত্রাণের একটি উপায় প্রদান করে। কেউ ইসলামের মাধ্যমে স্বর্গে যায়, আবার কেউ হিন্দু ধর্মের মাধ্যমে। মানবতাবাদীদের নিজস্ব পথ আছে। এই বহুত্ববাদ সরাসরি খ্রীষ্টের দ্বারা বিরোধিতা করে, যিনি শিখিয়েছিলেন; "আমিই পথ, সত্য এবং জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আসতে পারে না"–যোহন ১৪:৬। স্বর্গে যাওয়ার একমাত্র উপায় আছে এবং তা খ্রীষ্টের মাধ্যমে। সার্বজনীনতাবাদের অন্য রূপ হল খ্রীষ্টিয় সর্বজনীনতা। এই অবস্থানটি সম্মত হয় যে আমরা শুধুমাত্র খ্রীষ্টের মাধ্যমেই পরিত্রাণ পেতে পারি, কিন্তু যুক্তি দেখায় যে খ্রীষ্ট সমগ্র বিশ্বের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, যাতে, দিনের শেষে, খ্রীষ্টের মধ্যস্থতামূলক কাজের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বকে রক্ষা করা হবে। কিছু ভিন্নতা আছে, কিছু কিছুরা মৃত্যুর পরে এক ধরনের শুদ্ধিকরণের কথা বলে, যখন কোন ব্যক্তির পুনরুদ্ধার হয় এবং কিছু শাস্তি সহ্য করে। প্রথাগত রোমান ক্যাথলিক ধর্ম, উদাহরণস্বরূপ, শেখানো হয়েছে যে একটি শুদ্ধিকরণ আছে, তবে এটি এমন বিশ্বাসীদের জন্য যারা স্বর্গে যাওয়ার আগে সেখানে শুদ্ধ হয়। সমস্ত ধরণের শোধন খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজকে দুর্বল করে, তিনি আমাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন এবং শুধুমাত্র তিনিই স্বর্গে উঠেছিলেন যখন তিনি আমাদের পাপগুলিকে শুদ্ধ করেছিলেন–ইব্রীয় ১:৩। কিন্তু রোমান ক্যাথলিক ধর্মও দুষ্টদের নরকে চিরস্থায়ী যন্ত্রণায় বিশ্বাস করে।

অন্যরা, যারা একটি খ্রীষ্টিয় সার্বজনীনতাকে ধারণ করে, দাবি করে যে যারা মনপরিবর্তন করেনি মৃত্যুর পরে খ্রীষ্টকে পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করার দ্বিতীয় সুযোগ পাবে। তবে, যীশু শিখিয়েছিলেন; "...নতুন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না"–যোহন ৩:৩। তিনি আরও শিখিয়েছিলেন যে ধনী ব্যক্তি মারা গেলে সরাসরি নরকে গিয়েছিল–লূক ১৬:২৩। দশটি কুমারীর দৃষ্টান্তে, যাদের প্রদীপে তেল ছিল না তাদের জন্য দ্বিতীয় কোন সুযোগ ছিল না–মথি ২৫:১২। যীশু এমনকি সম্মানিত খ্রীষ্টিয় ধর্মাবলম্বীদের সতর্ক করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন; "যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে। সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য্য করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।"–মথি ৭:২১-২৩। এর থেকে, এটা স্পষ্ট যে অনেকেরই, এমনকি অনেক মণ্ডলীর সদস্য, প্রচারক এবং অলৌকিক কর্মীরাও রক্ষা পাবে না। যারা অবিশ্বাসী হয়ে মারা যায় তাদের জন্য মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় সুযোগের ইঙ্গীত নেই।

এখন, শর্তাধীন অমরত্বের দিকে ধ্যান করবো। শর্তসাপেক্ষ অমরত্বের মিথ্যা শিক্ষা সম্প্রতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটি এমন দৃষ্টিভঙ্গি যে শুধুমাত্র প্রকৃত খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীরা চিরকাল বেঁচে থাকবে এবং তাই অনন্ত জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। আজকে অনেকে ঈশ্বরের ধারণাকে চিরকালের জন্য বিবেচনা করে, অনন্তকালের অন্তহীন যুগে পুরুষ ও মহিলাদের শাস্তি দেওয়া সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। তারা জিজ্ঞেস করে, একজন প্রেমময় ঈশ্বর কীভাবে তা করতে পারেন? বাইবেল কি বলে না, "ঈশ্বরই প্রেম"–১ যোহন ৪:৮ এবং ১৬? নিশ্চিতভাবেই, এটি বোঝায় যে প্রেম হল ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং তাই তারা যুক্তি দেয় যে ঈশ্বরের জন্য তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা দেখানো অপরিহার্য। যাইহোক, এই যুক্তি, বলে যে ঈশ্বর কেবল প্রেম নন–তিনি সত্য, ন্যায়, প্রজ্ঞা, পবিত্রতা এবং শক্তি।

ঠিক যেমন শাস্ত্র বলে "ঈশ্বর হলেন প্রেম," এটাও বলে, "ঈশ্বর হলেন গ্রাসকারী অগ্নী"–ইব্রীয় ১২:৩৯। এটি সত্যিই ভয়াবহ। কিন্তু আজ মণ্ডলীর জন্য এটি একটি আশীর্বাদ হবে যদি খ্রিষ্টানরা এবং সাধারণভাবে সমস্ত মানবজাতি এটি সম্পর্কে আরও সচেতন হয়, আর ঈশ্বরের ভয় বেশি ভাবে করে। উপরন্তু, যখন শাস্ত্র বলে যে ঈশ্বর প্রেম, এর অর্থ হল ঈশ্বর পবিত্র প্রেম এবং ন্যায়সঙ্গত প্রেম। মজার বিষয় হল, পুরাতন নিয়ম এবং নতুন নিয়ম উভয় ক্ষেত্রেই আমরা আরাধনার শব্দগুলি খুঁজে পাই, যা বিশেষভাবে ঈশ্বরের পবিত্রতার উপর ফোকাস করে। যিশাইয়া ৬-এ শেরাফিম, যিশাইয়ের সেই ভয়ঙ্কর দর্শনে দেখা যায়, যারা একসঙ্গে চিৎকার করছে; "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভু; সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ"–যিশাইয়া ৬:৩। যোহনের স্বর্গের দর্শনে জীবন্ত প্রাণীদের সম্বন্ধে আমাদের বলা হয়েছে; "তারা দিনরাত এই বলে ও বিশ্রাম নেয় না, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন এবং আছেন এবং আসছেন"–প্রকাশিত বাক্য ৪:৪। অন্য যেকোন কিছুর চেয়ে পবিত্রতা আমাদের কাছে ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্য হিসাবে প্রকাশিত হয়। বাইবেলের কোথাও এই শব্দগুলি পাওয়া যায় না, "প্রেম, প্রেম, প্রেম, প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান," যদিও এটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও সত্য। ঈশ্বর তাঁর সমস্ত গুণাবলীতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বর পবিত্র, ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ, ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর জ্ঞানী, ঈশ্বর প্রেমময়।

কখনও কখনও এমন যুক্তিও দেওয়া হয় যে ঈশ্বরের জন্য নরকে চিরকালের জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া অন্যায্য হবে। নিশ্চিতভাবেই, তারা বলে, সময়ে সংঘটিত কোনো পাপ চিরস্থায়ী শাস্তি দাবি করতে পারে না। কিন্তু যা ভুলে যায় তা হল যে অসীম ভাল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ চিরস্থায়ী শাস্তি দাবি করে। এছাড়াও, নরকে পাপীরা ঈশ্বরের নিন্দা করতে থাকে এবং তাই আরও শাস্তির যোগ্য। ঈশ্বরের বিপরীতে মানুষকে উন্নীত করা, যা এখানে ঘটছে। ঈশ্বরকে নিজের মতো মূর্তিতে বানানোর প্রবণতা মানুষের সবসময়ই থাকে। শাস্ত্র ঈশ্বরের পবিত্রতার উপর বিশেষ জোর দেয়, যা মূলত ঈশ্বরের "ভিন্নতা"। ঈশ্বরের পবিত্রতা বিশেষ করে তাঁর মহিমা, তাঁর উচ্চতা, তাঁর বিচ্ছেদ, সেইসাথে তাঁর নৈতিক বিশুদ্ধতা। আধুনিক মানুষ নিজেকে, নিজের কাজ এবং নিজের অধিকারের কথা ভাবেন এবং ঈশ্বরের মহিমা বা মহিমা সম্পর্কে খুব কমই ভাবেন। আজকের মণ্ডলী ঈশ্বরকে ছোট করে, আর মানুষকে বড় করে। কারণ ঈশ্বরকে ছোট হিসাবে বিবেচনা করা হয়, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটি পাপ অনন্ত শাস্তির যোগ্য হিসাবে দেখা হয় না। পিউরিটানরা ঠিকই শিখিয়েছিল যে এমন মহান এবং ভাল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটি পাপও চিরস্থায়ী নরকের যোগ্য। দুঃখের বিষয়, আমরা সবাই আমাদের জীবদ্দশায় চিন্তা, কথা ও কাজে লক্ষ লক্ষ পাপ করি। সব থেকে খারাপ পাপ হল পরিত্রাতাকে প্রত্যাখ্যান করা, ঈশ্বরের পুত্র যিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এত কষ্ট সহ্য করেছেন; "তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব? ইহা ত প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত, ও যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আমাদের নিকটে দৃঢ়ীকৃত হইল" ইব্রীয় ২:৩। তাঁকে ক্রুশে দেওয়া একটি অপরাধ ছিল, কিন্তু তাঁকে দ্বিতীয়বার ক্রুশে দেওয়া আরও খারাপ অপরাধ ছিল, আর এইভাবেই শাস্ত্রে অবিশ্বাসকে বিবেচনা করা হয়েছে; "কেননা তাহারা আপনাদের বিষয়ে ঈশ্বরের পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে দেয় ..."–ইব্রীয় ৬:৬। ইব্রীয়ের লেখক যোগ করেছেন; "কেহ মোশির ব্যবস্থা অমান্য করিলে সে দুই বা তিন সাক্ষীর প্রমাণে বিনা করুণায় হত হয়; ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রকে পদতলে দলিত করিয়াছে, এবং নিয়মের যে রক্ত দ্বারা সে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, তাহা সামান্য জ্ঞান করিয়াছে, এবং অনুগ্রহের আত্মার অপমান করিয়াছে, সে কত অধিক নিশ্চয় ঘোরতর দণ্ডের যোগ্য না হইবে!"–ইব্রীয় ১০:২৮-২৯। খ্রীষ্ট এবং তাঁর কাজকে উপেক্ষা করা এবং তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বানকে ঈশ্বরের দ্বারা একটি মহান অপমান হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং তাই এটি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তির যোগ্য। কারণ ঈশ্বর হ্রাস পাচ্ছেন এবং খ্রীষ্টের কাজকে তুচ্ছ করা হচ্ছে, যখন মানুষ উচ্চতর হয়েছে, আধুনিক ঈশতত্ত্ববিদরা মানুষের চিরন্তন সচেতন শাস্তিকে অবিশ্বাস্য এবং অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

এখন শর্তসাপেক্ষ অমরত্ব, বা বিনাশবাদের এই শিক্ষার বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যেমনটি কখনও কখনও বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ যুক্তি দেয় সমস্ত মানুষ মৃত্যুতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং শুধুমাত্র পরিত্রানপ্রাপ্তরা পুনরুত্থানের সময় উত্থিত হবে। এটি যিহোভা সাক্ষিদের এবং সোসিনিয়ানদের দ্বারা ধারণ করা বিশ্বাস এবং আমরা অন্য এক বক্তৃতায় দেখেছি যে এটি বাইবেল ভিত্তিবিহীন। যারা বাইবেল অনুসরণ করার দাবি করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ধারনাটি হল–অনেক আধুনিক ধর্মপ্রচারকদেও-যে মৃত্যুর পর দুষ্টদের সচেতন শাস্তি হল অস্থায়ী এবং তারপর তারা ধ্বংস হয়। তারা যুক্তি দেখায় যে শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এটি চিরন্তন, কারণ অবশেষে অবিশ্বাসীরা ধ্বংস হবে, আর তাই, চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়–চিরন্তনভাবে ধ্বংস হয়। তাদের শাস্তির অভিজ্ঞতা

সাময়িক, কিন্তু শাস্তি নিজেই চিরন্তন, এতে তাদের অস্তিত্ব চিরতরে শেষ হয়ে যায়। এই ধরনের ঈশতাত্ত্বিকরা একটি পদের উপর বেশি জোর দেয়, যেমন; "তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার শক্তির প্রতাপ হইতে অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ দণ্ড ভোগ করিবে"–২ থিষলনীকীয় ১:৯। আর যেহেতু ধ্বংস মানে সম্পূর্ণ ধ্বংস, তাই দুষ্টের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আমরা পরে এই বিষয়টিতে ফিরে আসব এটি দেখানোর জন্য, যে যদিও এই অর্থটি হতে পারে, তবুও শাস্ত্রের বাকি অংশ দেখায় যে এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়।

এটাও যুক্তি দেওয়া হয় যে শুধুমাত্র ঈশ্বরই অমর; "যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, অগম্য দীপ্তিনিবাসী, যাহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখতে পারেও না; তাঁহারই সমাদর ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হউক"–১ তিমথি ৬:১৬। ঈশ্বর, অবশ্যই, এমনভাবে শাশ্বত এবং অমর, যা কোনো প্রাণী হতে পারে না। তার কোন শুরু নেই, শেষও হবে না। তিনি স্বাধীন এবং স্ব-অস্তিত্বশীল। সে কারো উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের একটি শুরু আছে এবং মানুষ তার অব্যাহত অস্তিত্বের জন্য প্রতি মুহূর্তে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

আরও, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে অনন্ত জীবন এমন একটি জিনিস যা শুধুমাত্র বিশ্বাসীরা অর্জন করে। নিম্নলিখিত উদ্ধৃত শাস্ত্র থেকে করা হয়; "যে পুত্রকে বিশ্বাস করে তার অনন্ত জীবন আছে, আর যে পুত্রকে বিশ্বাস করে না সে জীবন দেখতে পাবে না; কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপর থাকে"–যোহন ৩:৩৬। এর থেকে বলা হয়েছে যে, যারা ঈশ্বরের পুত্রকে বিশ্বাস করে তাদেরই অনন্ত জীবন আছে। কিন্তু এই আয়াতে অনন্ত জীবন মানে স্বর্গে জীবন। নরকে তাদের অস্তিত্বকে দ্বিতীয় মৃত্যু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি একটি ধ্রুবক মৃত্যু এবং তবুও সম্পূর্ণ মৃত্যু অসম্ভব।

মণ্ডলী সর্বদা নরকের চিরন্তন শাস্তির সচেতন অভিজ্ঞতায় বিশ্বাস করে তা বিবেচনা করে, শর্তাধীন অমরত্ব কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তা দেখে কিছুটা অবাক হয়। জন স্টট ছিলেন একজন অ্যাংলিকান ইভানজেলিকাল যিনি অনেক চমৎকার বই লিখেছিলেন এবং সারা বিশ্বের খ্রীষ্টিয় ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রভাবশালী ছিলেন। তাই আশ্চর্যজনক ছিল যখন তিনি ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত বই, এসেনশিয়ালস; এ লিবারেল-ইভানজেলিকাল ডায়ালগ-এ নরকে শাস্তির চিরন্তন প্রকৃতির বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। অন্য যারা এই ধর্মবিরোধী মতামত প্রচার করেন তারা হলেন ফিলিপ হিউজ, এবং ক্লার্ক পিনক, জন ওয়েনহাম, এবং এডওয়ার্ড উইলিয়াম ফাজ।

নরক চিরন্তন, যেখানে সচেতনতায় যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এটি বাইবেলের বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে। যীশু "কান্না ও দন্ত ঘর্ষণ" এর স্থান সম্বন্ধে বলে–মথি ১২:১৩। এর সাথে ক্রমাগত দুঃখভোগ জড়িত। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন নরককে এমন একটি স্থান হিসেবে যেখানে আগুন আছে যা কখনো নিভবে না; "যেখানে কীট মরে না এবং আগুন নিভে না"–মার্ক ৯:৪৪-৪৮। যদি নরক এমন একটি জায়গা হয় যেখানে আগুন আছে যা কখনো নিভানো যায় না, তাহলে স্পষ্টতই জ্বালানির প্রয়োজন, যা চিরকাল জ্বলতে হবে। পোকা মারা যাবে যদি তাদের খাওয়ানোর মতো কিছু না থাকে। সুতরাং আগুনের সম্পূর্ণ ধারণা যা কখনই নিভে যায় না - দুষ্টের নরকে ক্রমাগত অস্তিত্বকে দাবি করে এবং একইভাবে অবিরাম কীটও দুষ্টের ক্রমাগত অস্তিত্বকে দাবি করে। বিচার মথি ২৫ অধ্যায় আমাদের জন্য বিচারের কথা চিত্রিত করে। সেখানে চূড়ান্ত বক্তব্য যা খ্রীষ্ট দুষ্টদের সম্পর্কে বলেছেন; "এরা চিরকালের শাস্তিতে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে" (৪৬ পদ)। মূল গ্রীকে, একই শব্দটি ধার্মিকদের জীবন এবং দুষ্টদের দুর্ভোগের অনন্তকাল বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছে। যদি অনন্ত জীবন ঈশ্বরের বোধগম্যতায় চিরকালের এবং স্বর্গ চিরস্থায়ী হবে, তাহলে নরকও ঈশ্বরের চিরস্থায়ী শাস্তি হতে হবে। ধনী ব্যক্তি এবং লাসারের মধ্যে ধনী ব্যক্তি যে নরকে গিয়েছিলেন তাঁর কোন শেষ নেই; "আর পাতালে, যাতনার মধ্যে, সে চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে অব্রাহামকে এবং তাঁহার কোলে লাসারকে দেখিতে পাইল। তাহাতে সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, পিত অব্রাহাম, আমার প্রতি দয়া করুন, লাসারকে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহবা শিতল করে, কেননা এই অগ্নিশিখায় আমি যন্ত্রণা পাইতেছি"–লূক ১৬:২৩-২৪। "আর এ সকল ছাড়া আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বৃহৎ এক শুন্যস্থলী স্থির রহিয়াছে, যেন এখান হইতে যাহারা তোমাদের কাছে যাইতে চাহে, তাহারা না পারে, আবার ওখান হইতে আমাদের কাছে কেহ পার হইয়া আসিতে না পারে" (২৬ পদ)। দ্বিতীয় কোন সুযোগ নেই। যারা নরকে যাবে তারা কখনোই বের হতে পারবে না। প্রকাশিতবাক্য নরকের অন্তহীনতা বর্ণনা করে; "আর তাহাদের ভ্রান্তিজনক দিয়াবল অগ্নি ও গন্ধকের হ্রদে নিক্ষপ্ত হইল, যেখানে ঐ পশু ও ভাক্ত ভাববাদীও আছে; আর তাহারা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে দিবারাত্র যন্ত্রণা ভোগ করিবে" (২০:১০ পদ)। আর তারপর ১৫ পদে বলা হয়েছে; "আর জীবনপুস্তকে যে কাহারও নাম লিখিত পাওয়া গেল না, সে অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল।" এই পুস্তকে

পূর্বে আমাদের দুষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে; "তবে সেই ব্যাক্তিও ঈশ্বরের সেই রোষ মদিরা পান করিবে, যাহা তাঁহার কপের পানপাত্রে অমিশ্রিতরূপে প্রস্তুত হইয়াছে; আর পবিত্র দূতগণের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে অগ্নিতে ও গন্ধকে যাতনা পাইবে"–প্রকাশিত বাক্য ১৪:১০। অবশ্যই এটি সীমাহীন যন্ত্রণা হতে হবে। কখনও কখনও এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে নরকের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য ঈশ্বরের মহাবিশ্বের উপর একটি দাগ হবে। ঈশ্বর কীভাবে অনুমতি দিতে পারেন যে অনন্তকাল জুড়ে ধর্মনিন্দা, বিদ্রোহ এবং কষ্টের জায়গা থাকা উচিত। এই ধরণের যুক্তিতে যা প্রায়শই ভুলে যাওয়া হয় তা হ'ল দুষ্টদের ধ্বংসে ঈশ্বর যেমন মহিমান্বিত হবেন, ঠিক তেমনি সাধুদের পরিত্রাণের ক্ষেত্রেও তিনি মহিমান্বিত হবেন। ঈশ্বর পাপীদের রক্ষা করার জন্য তাঁর করুণা, তাঁর ভালবাসা এবং প্রজ্ঞা মহিমান্বিত করেন। ঈশ্বর চিরকালের জন্য দুষ্টদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ন্যায়বিচার ও ক্রোধকে মহিমান্বিত ও প্রদর্শন করেন। নরক ঈশ্বরের লোকেদের জন্য একটি ধ্রুবক অনুস্মারক হবে, আমাদের পরিত্রাতা আমাদের জন্য কী সহ্য করেছেন এবং তিনি আমাদের কী থেকে রক্ষা করেছেন তার এক দৃষ্টান্ত হবে। এটি আমাদের চিরন্তন প্রশংসার গান থেকে কিছুই নেবে না, বরং তাদের যোগ করবে।

অনেকের একটি সমস্যা হল তারা কীভাবে স্বর্গে সুখী হতে পারে, নরকে তাদের পরিবার-পরিবারের কষ্টের কথা চিন্তা করে। একজন প্রেমময় পিতামাতা, প্রিয় পত্নী, আমাদের কাছে মূল্যবান একজন সন্তান সম্বন্ধে কী বলা যায়? তাদের শাস্তি দেওয়ার সময় নিজেদের সন্তুষ্ট থাকার কল্পনা করা আমাদের পক্ষে সত্যিই কঠিন। যাইহোক, বিচারের দিনে, আমরা অবিশ্বাসীর প্রকৃত পাপাচার দেখতে পাব, যেমনটি আমরা এই জীবনে কখনও দেখিনি। আমরা যেমন জানি তাই আমরা অনুভব করবো। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের এমন ভালবাসা এবং প্রশংসা থাকবে যে আমরা তাঁর বিচারে সম্পূর্ণরূপে সম্মত হব। আমেন।

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব (সিস্টেমেটিক থিওলজি)

ভিডিও লেকচ্যার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭

শেষকালীনতত্ত্ব – অন্তিম-বিষয় সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় শিক্ষা

লেকচার ১০

স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

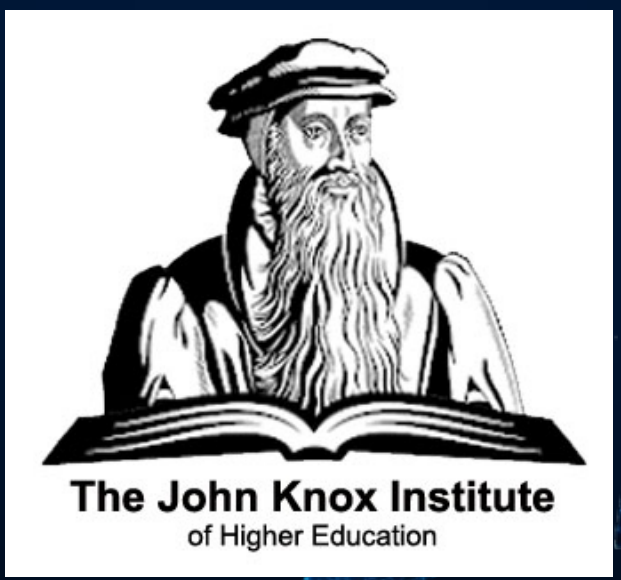

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2022 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA.

Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the Authorized King James Version.

Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. William Macleod is a retired minister in the Free Church of Scotland (Continuing).

www.freechurchcontinuing.org

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

ভিডিও লেকচার সিরিজ

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – শেষকালীনতত্ত্ব

১। ভূমিকা

২। মৃত্যুর শিক্ষাতত্ত্ব

৩। দ্বিতীয় আগমনের দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনা

৪। প্রকাশিত বাক্যের ব্যাখ্যা

৫। ইহুদীরা

৬। ডিসপেনসেশনাল (অনুশাসন কালের) প্রিমিলেনারিজম

৭। দ্বিতীয় আগমন এবং পুনরুত্থান

৮। বিচারের শিক্ষাতত্ত্ব

৯। নরকের শিক্ষাতত্ত্ব

১০। স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

শৃঙ্খলাবদ্ধ ঈশতত্ত্ব

উপস্থাপকঃ রেভারেন্ড উইলিয়াম ম্যাক্লিওড

মডিউল ৭ – বক্তৃতা ১০

স্বর্গের শিক্ষাতত্ত্ব

আমরা এখন এস্ক্যাটোলজির উপর আমাদের চূড়ান্ত বক্তৃতায় এসেছি, এই ১০ নম্বর বক্তৃতায় আমাদের বিষয় হল স্বর্গ। দুষ্টদের শাশ্বত অবস্থার সাথে মোকাবিলা করার পরে, আমরা এখন ধার্মিকদের জন্য সামনে থাকা চিরন্তন, চিরস্থায়ী আনন্দের কথা বিবেচনা করবো। মহান বিচারক অবিশ্বাসীদের বলবেন, "তোমরা অভিশপ্ত, আমার কাছ থেকে চলে যাও।" কিন্তু যাঁরা আমার উপর ভরসা করেছে তাঁদের তিনি বলবেন, "এসো, আমার পিতার আশীর্বাদপুষ্ট, জগতের ভিত্তি থেকে তোমাদের জন্য প্রস্তুত রাজ্যের উত্তরাধিকারী হও"–মথি ২৫:৩৪। কত শব্দটি কতই না ভয়ঙ্কর "প্রস্থান"–চিরকালের জন্য চলে যাও। কিন্তু "এসো" শব্দটি কতই না চমৎকার–এসো এবং চিরকাল আমার সাথে বসবাস করো। যীশু তাঁর শিষ্যদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যখন তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পূর্বের রাত্রিতে তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন; "তোমাদের হৃদয় বিচলিত না হউক; তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাকেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাড়িতে অনেক বাসস্থান আছে; না থাকিলে বলিতাম না। আমি আপনার জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। আর আমি গিয়ে তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিব, আমি আবার ফিরে আসব এবং তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবো; যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার"–যোহন ১৪:১-৩।

কিন্তু এই স্বর্গ, বহু প্রাসাদের এই বাড়িটি কেমন হবে? ঠিক নরকের মতই এটিও আমাদের কাছে স্বর্গের চিত্রিত এবং প্রতীকবাদ এবং রূপক উপস্থিতি পরিভাষিত করে। আমরা কেউ সেখানে ছিলাম না এবং সেইজন্য, আমাদের এটি চিত্রিত করতে অসুবিধা হয়। এটা আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে অনেক আলাদা হবে। সর্বোত্তম আমরা নেতিবাচক রূপে যা বলতে পারি, এই বর্তমান সময়ের কষ্ট এবং যন্ত্রণার তুলনাই স্বর্গ হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা জানি যে এটি একটি খুব ভাল স্থান হবে এবং সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী ঈশ্বর আমাদের দিতে পারেন এমন সেরা এক স্থান। ঈশ্বর আমাদের জানেন এবং তিনি জানেন কিভাবে আমাদের সত্যিই সুখী করতে হয়। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁকে মহিমান্বিত করার জন্য এবং উপভোগ করার জন্য। এই পৃথিবীতে, পতনের কারণে, আমরা প্রায়শই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হই। কিন্তু স্বর্গে, আমরা নিখুঁতভাবে সফল হব, ঈশ্বরকে মহিমান্বিত এবং উপভোগ করব। সমস্ত পাপ এবং দুঃখ যা আমরা যে অবস্থায় পড়েছিলাম সেই অবস্থার বৈশিষ্ট্য চিরতরে চলে যাবে। এমনকি এই জীবনেও, আমরা যারা নতুন করে জন্ম নিয়েছি, সময়ে সময়ে ঈশ্বরের সাথে বসবাসের অনুভূত মুহূর্তগুলি উপভোগ করি এবং আমাদের কাছে এগুলি পৃথিবীতে স্বর্গ তুল্য। আর এইভাবে, আমরা "অকথ্য আনন্দ ও গৌরবে পরিপূর্ণ"–১ পিতর ১:৮। আর নিচের সেই মুহূর্তগুলো যদি এত মধুর হয়, তাহলে স্বর্গ কতটা চমৎকার হবে?

স্বর্গ কোথায় হবে? স্পষ্টতই এই পৃথিবী থেকে আলাদা একটা স্থান আছে যেখানে এই মুহূর্তে স্বর্গ আছে। আমাদের বলা হয়েছে যে হনোক এবং এলিয় শারীরিকভাবে স্বর্গে গিয়েছিলেন, তাই একটি স্থান থাকতে হবে যেখানে তারা বাস করছেন। আমাদের প্রভু যীশু, মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়ে, চল্লিশতম দিনে, শিষ্যদের সাক্ষাতে স্বর্গে উঠেছিলেন এবং একটি মেঘ তাঁকে তাদের দৃষ্টি থেকে গ্রহণ করেছিল। তাই তিনিও স্বর্গে শারীরিকভাবে বসবাস করছেন। তখন দু'জন স্বর্গদূত শিষ্যদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন; "হে গালীলের লোকেরা, তোমরা কেন স্বর্গের দিকে এইভাবে তাকিয়ে আছ? এই যীশু, যাকে তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছে, তোমরা যেভাবে তাঁকে স্বর্গে যেতে দেখেছ সেভাবেই তিনি ফিরে আসবেন"–প্রেরিত ১:১১। তাই বর্তমান সময়ে এই পৃথিবী থেকে আলাদা একটা জায়গা আছে, আর সেটাকে বলা হয় স্বর্গ। ঈশ্বর সর্বব্যাপী, তবুও তিনি স্বর্গে বিশেষভাবে উপস্থিত। এটি দূতদের আবাসস্থল, যাদের দেহ না থাকলেও, ঈশ্বরের মত অসীম নয়, কিন্তু স্থানিকভাবে সীমাবদ্ধ। তারা একবারে এক জায়গায় থাকতে পারে। এখানে, সাধুদের আত্মা, যারা মারা গেছেন তারা

তাদের ত্রাণকর্তার সাথে বাস করেন। এটিকে "আমাদের উপরে" অবস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তবুও এটি এমন কোথাও অবস্থিত যেখানে একটি মহাকাশ যান বা রকেট দ্বারা পৌঁছানো যায় না। আর একই সময়ে, এটি খুব বেশি দূরে নয়, কারণ তর্ষীশের শৌল দম্বেসকের রাস্তা থেকে স্বর্গে স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি খ্রীষ্ট যীশুকে দেখেছিলেন এবং তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন; "এবং তিনি বললেন, প্রভু আপনি কে? আর প্রভু বললেন, আমি যীশু যাকে তুমি তাড়না করছো! আর সে কাঁপতে কাঁপতে অবাক হয়ে বলল, প্রভু, আপনি কী চান আমি কী করি? আর প্রভু তাকে বললেন, ওঠ, নগরে যাও এবং তোমাকে কী করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে"–প্রেরিত ৯:৫-৬। স্বর্গ, এমন মনে হচ্ছে যেন এটি এক ধরণের সমান্তরাল মহাবিশ্ব, এতটা দূরে নয়, আর তবুও মানুষের টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা অসম্ভব। এটা আকর্ষণীয় যে যীশু, তাঁর পুনরুত্থানের পরে, কিভাবে আবির্ভূত হতে পারেন এবং তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রেরিত যোহন, বিচার দিবসের তাঁর দর্শন অনুসরণ করে, স্বর্গের একটি আভাস দিয়েছেন। তিনি যা দেখেছিলেন তা তিনি আমাদের বলেন: "আমি একটি নতুন স্বর্গ ও একটি নতুন পৃথিবী দেখেছি; কারণ প্রথম স্বর্গ ও প্রথম পৃথিবী বিলুপ্ত হয়েছে; আর কোন সমুদ্র ছিল না"–প্রকাশিত বাক্য ২১:১। পুরানো স্বর্গ এবং পৃথিবী ছিল সেই মহাবিশ্ব যা আমরা এখন বাস করি। এখানে রয়েছে অনেক সুন্দর স্থান, পাহাড়, বন, হ্রদ, সৈকত, বাগান ইত্যাদি। আমরা অতীতে যেখানে ছিলাম সেই আনন্দদায়ক জায়গাগুলির সুখী স্মৃতি রয়েছে। এছাড়াও কাঁটা এবং কাঁটাগাছ, রোগ এবং প্লেগ, ঝড় এবং বিপর্যয়, যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ আছে। কিন্তু স্বর্গ হল একটি নতুন পৃথিবী, যেখানে সবকিছু সুন্দর, স্বাস্থ্যকর, জীবন পূর্ণ এবং খুব ভাল হবে। যোহন আমাদের বলেছেন যে তিনি কীভাবে স্বর্গকে পৃথিবীতে নেমে আসতে দেখেছিলেন; "এবং আমি যোহন পবিত্র শহর, নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসতে দেখেছি, তার স্বামীর জন্য সজ্জিত কন্যের মতো প্রস্তুত"–প্রকাশিত বাক্য ২১:২।

কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে বর্তমান মহাবিশ্ব অস্তিত্বের বাইরে চলে যাবে এবং স্বর্গ সম্পূর্ণরূপে নতুন এবং সংযোগহীন হবে। যাইহোক এরুপ ঘটনা অসম্ভাব্য মনে হচ্ছে। ঈশ্বর শুরুতে একটি সুন্দর এবং বিস্ময়কর পৃথিবী তৈরি করেছিলেন এবং শয়তান এটিকে ধ্বংস করেছিল। এটা নিশ্চিত যে শয়তানের চূড়ান্ত বিজয় হবে না। যখন প্রাচীন বিশ্ব ঈশ্বরের বিচারের অধীনে এসেছিল, তখন এটি একটি বন্যার দ্বারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং বন্যার জলের তলদেশ থেকে একটি শুদ্ধ বিশ্ব উদিত হয়েছিল। বর্তমান জগৎ আগুনে ধ্বংস হবে; "কিন্তু এখন যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী আছে, সেই একই কথার দ্বারা অধার্মিক মানুষের বিচার ও ধ্বংসের দিন আগুনের জন্য সংরক্ষিত আছে"–২ পিতর ৩:৭ পদ। পিতর আরও বলেন; "কিন্তু প্রভুর দিন চোরের ন্যায় আসিবে; তখন আকাশমণ্ডল হূহূ শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া বিলীন হইবে, এবং পৃথিবী ও তাহার মধ্যবর্ত্তী কার্য্য সকল পুড়িয়া যাইবে। এইরূপে যখন এই সমস্তই বিলীন হইবে, তখন পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিতে কিরূপ লোক হওয়া তোমাদের উচিত! ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের অপেক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করিতে করিতে সেইরূপ হওয়া চাই, যে দিনের হেতু আকাশমণ্ডল জ্বলিয়া বিলীন হইবে, এবং মূলবস্তু সকল পুড়িয়া গিয়া গলিয়া যাইবে (১০-১২ পদ)। এই বিশাল উত্থান পতনের মধ্যে থেকে, একটি নতুন স্বর্গ এবং একটি নতুন পৃথিবী উদ্ভূত হবে। তবে নতুনের সাথে পুরাতনের ধারাবাহিকতা থাকবে। যেভাবে সাধকের দেহকে মাটিতে সমাহিত করা হয় একটি প্রাকৃতিক এবং ধ্বংসাত্মক দেহ, কিন্তু চিরকালের জন্য উপযুক্ত একটি নিখুঁত দেহ নিয়ে কবর থেকে উঠে, সেরুপ এটি নতুন পৃথিবীর সঙ্গেও ঘটবে। পৌল এটিকে সমস্ত কিছুর পুনরুদ্ধার হিসাবে বর্ণনা করেছেন; "কারণ আমরা জানি, সমস্ত সৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত একসঙ্গে আর্ত্তস্বর করিতেছে, ও একসঙ্গে ব্যথা খাইতেছে। কেবল তাহা নয়; কিন্তু আত্মারূপ অগ্রিমাংশ পাইয়াছি যে আমরা, আমরা আপনারাও দত্তকপুত্রতার–আপন আপন দেহের মুক্তির–অপেক্ষা করিতে করিতে অন্তরে আর্ত্তস্বর করিতেছি"–রোমীয় ৮:২২-২৩। আমাদের চারপাশের জগৎকে যন্ত্রণায় কাতর বলে চিত্রিত করা হয়েছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে পাপের অভিশাপ। ভূমিকম্প, সুনামি, আগ্নেয়গিরি, হারিকেন দেখায় পৃথিবীর বেদনাকে। এটি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হিসাবে ব্যক্ত করা হয়। একদিন, স্বর্গ ও পৃথিবী যা এখন আছে পুনরুত্থিত হবে, পুনঃসৃষ্টি হবে এবং নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী আবির্ভূত হবে। এটি সাধুদের পুনরুত্থানের পাশাপাশি ঘটবে, তাদের দেহ উদ্ধার করা হবে এবং ঈশ্বরের দত্তক সন্তানদের হিসাবে তাদের মর্যাদা প্রদর্শিত হবে। স্বর্গ হবে একটি পুনরুদ্ধার করা এবং উন্নত উদ্যানের উদ্যান, যেখানে পাপ এবং শয়তান আর কখনও ধ্বংস করতে প্রবেশ করবে না।

যোহন ঈশ্বরের বিশেষ উপস্থিতি বর্ণনা করেছেন যারা পরিত্রাণ পেয়েছে তাদের দ্বারা তা উপভোগ করা হয়;

"পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন।"–প্রকাশিতবাক্য ২১:৩। খুব বাস্তব অর্থে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাত্রা করার সময় ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতি ছিল। দিনে মেঘের স্তম্ভ এবং রাতে আগুনের স্তম্ভ তাদের নেতৃত্ব দিত। ঈশ্বরের উপস্থিতি পবিত্র তাঁবুতে পবিত্র স্থানে ছিল এবং তারপরে, মন্দিরে, নিয়ম সিন্দুকের উপরে এবং পাপবরনের উপরে থাকতো। কিন্তু সময়ে সময়ে, তিনি ইস্রায়েলের পাপের জন্য দুঃখিত হয়েছিলেন এবং প্রত্যাহার করেছিলেন। এছাড়াও, তাম্বুর পর্দা ছিল যা এমনকি পুরোহিতদেরকেও ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক করতো। কিন্তু নতুন নিয়মে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের মধ্যে তাঁর তাঁবু স্থাপন করবেন এবং পর্দা ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সাধুদের ঈশ্বরের কাছে ধ্রুবক এবং উপভোগ্য প্রবেশাধিকার থাকবে। মোশি ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করলেন, "আমাকে তোমার মহিমা দেখতে দাও।" ঈশ্বর তাকে পাথরের একটি ফাটলে দাঁড় করিয়েছিলেন এবং তাকে হাত দিয়ে লুকিয়ে দিলেন এবং তারপর ঈশ্বর সেখান থেকে গমন করলেন এবং মোশি ঈশ্বরের পশ্চ্যাদভাগ দেখতে সক্ষম হন। কিন্তু ঈশ্বর হলেন আত্মা এবং কোন দেহ নেই। তবুও মোশির কাছে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা হয়েছিল। পৌল ঈশ্বরের লোকেদের ভবিষ্যৎ জ্ঞান ব্যাখ্যা করেন; "কারণ এখন আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সন্মুখাসন্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমি কতক অংশে জানিতে পাই, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব"–১ করিন্থীয় ১৩:১২। যোহন, তাঁর পত্রে জোর দিয়ে বলেছেন; "প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং কি হইব, তাহা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হইবেন, তখন আমরা তাঁহার সমরূপ হইব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পাইব"–১ যোহন ৩:২। একদিন, আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাব এবং তাঁর সদৃশ রূপান্তরিত হব, আর শুধুমাত্র একটি আভাস পাবেন তা নয়, আমাদের চোখ এবং আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের সুন্দর দৃষ্টিতে পূর্ণ করবে।

প্রত্যেক মানুষের, যেমন কেউ বলেছে, তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের আকৃতির ছিদ্র রয়েছে। অগাস্টিন যেমনটি বলেছেন; "তুমি আমাদের নিজের জন্য তৈরি করেছো এবং আমাদের হৃদয় অস্থির থাকে যতক্ষণ না আমরা তোমার মধ্যে আমাদের বিশ্রাম পাই।" আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন, আমরা ঈশ্বরকে খুঁজি এবং স্বর্গে, আমরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে খুঁজে পাব। যারা স্বর্গে পৌঁছায় তাদের কাছে ঈশ্বর একটি মহান প্রতিশ্রুতি দেন; "পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন"–প্রকাশিত বাক্য ২১:৩। ঈশ্বর, অবশ্যই, ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে তাঁর চুক্তি করেছেন এবং একটি বিশাল প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি ইতিমধ্যে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং আমরা অনুগ্রহে তাঁকে আলিঙ্গন করেছি। তিনি আমাদের ঈশ্বর এবং ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করতে পারেন তার সবকিছুই তিনি করেছেন। আমরা তাঁর কাছে নিজেদেরকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করি, তাঁকে বিশ্বাস করি এবং আমাদের হৃদয় এবং আমাদের জীবন তাঁর কাছে দান করি। যাইহোক, স্বর্গে, আমরা সম্পূর্ণরূপে এবং চিরকাল ঈশ্বরকে অনুভব করব। এই পৃথিবীতে, আমরা কখনও কখনও আধ্যাত্মিকভাবে শিতল হয়ে পড়ি। আমরা পিছিয়ে পড়ি এবং বিশ্বের যত্ন এবং আনন্দের দ্বারা আকৃষ্ট এবং আবদ্ধ হই। আর এর কারণে, ঈশ্বর, তাঁর ঐশ্বরিক অসন্তুষ্টিতে, তাঁর অনুভূত উপস্থিতি আমাদের থেকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের শাস্তি দেন। কিন্তু স্বর্গে, আমরা চিরকাল তাঁর উপস্থিতিতে বাস করি। কোন পাপ তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ককে ব্যাহত করতে পারে না এবং আমরা তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট।

আসুন, এখন নতুন জেরুশালেমের কথা ধ্যান করি। কখনও কখনও স্বর্গকে একটি শহর হিসাবে বর্ণনা করা হয়–নতুন জেরুশালেম। এটি একটি নির্জন বা বর্জিত স্থান নয়। এই জীবন প্রায়শই একটি দুঃখদায়ক কান্নাকাটির মরুভূমি সম। কিন্তু সেটা আমাদের পেছনে। এই পৃথিবীতে অনেক একাকী মানুষ আছে। কখনও কখনও ঈশ্বরের লোকেরা এই পৃথিবীতে উপেক্ষিত হতে পারে, বিশেষ করে যারা দীর্ঘস্থায়ীভাবে অসুস্থ, বা বয়স্ক এবং তাদের বাড়িতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যারা স্বর্গে যাবে তাদের সঙ্গ থাকবে, সেখানকার সবচেয়ে ভালো সঙ্গ। এটি একটি শহর যেখানে প্রতিটি জাতির এবং উপজাতির লক্ষ লক্ষ লোক বসবাস করে। এটা অনেক অট্টালিকা বা অনেক বাড়ি দিয়ে নির্মিত ঈশ্বরের গৃহ। আমরা আমাদের পিতা এবং পরিবারের সাথে থাকতে বাড়িতে যাচ্ছি। অন্য সময়, স্বর্গকে একটি বাগান হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে; "এবং তিনি আমাকে জীবনের জলের একটি বিশুদ্ধ নদী দেখালেন, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, ঈশ্বরের এবং মেষশাবকের সিংহাসন থেকে বেরিয়ে আসছে। এর রাস্তার মাঝখানে এবং নদীর দুপাশে, সেখানে জীবন গাছ ছিল, যা বার মাস ফল দেয় এবং প্রতি মাসে তার ফল ফলে; আর গাছের পাতাগুলি

রোগ নিরাময়ের জন্য ছিল।"–প্রকাশিত বাক্য ২২:১-২। এটা নতুন এদন উদ্যান। গাছ এবং ফুলের একটি স্বর্গের বাগান এবং তার মধ্য দিয়ে স্ফটিক স্বচ্ছ জলের একটি নদী বয়ে চলেছে। জীবনের জলের এই নদী ঈশ্বর এবং মেষশাবকের সিংহাসন থেকে প্রবাহিত হয়। ঈশ্বর আমাদের, সমস্ত পুরুষ ও মহিলাদের জীবনের উৎস এবং সার্বভৌম পরিকল্পনাকারী। আর যেহেতু নদীটি মেষশাবকের সিংহাসন থেকে প্রবাহিত হিসাবেও প্রকাশ করা হয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যে অনন্ত জীবন উপভোগ করি তা ক্রুশে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যুর মাধ্যমে খ্রীষ্টের দ্বারা আমাদের জন্য অর্জিত হয়েছে। প্রেমময় ঈশ্বর এবং যন্ত্রণাদায়ক ত্রাণকর্তার সিংহাসন থেকে, আত্মা আমাদের কাছে জীবনদাতা, সতেজ জল হিসাবে প্রবাহিত হয়। আত্মা বাগানকে সুন্দর করে এবং ঈশ্বরের সন্তানদের অনন্ত জীবন দিয়ে পরিপূর্ণ করে। এদনে যেমন জীবনের গাছ ছিল, তেমনি এখানেও খ্রীষ্ট আমাদের কাছে জীবনের গাছ স্বরূপ। ঈশ্বরের লোকেদের পুষ্টিকর এবং বৈচিত্র্যময় ফলগুলিতে সীমাহীন প্রবেশাধিকার রয়েছে এবং এর পাতাগুলি জাতিদের নিরাময়ের জন্য রয়েছে। খ্রীষ্ট অবশ্যই স্বর্গের কেন্দ্রস্থল এবং তাঁর লোকদের কাছে এটি তাঁর উপস্থিতি যা স্বর্গকে স্বর্গ করে তোলে; "কেননা সিংহাসনের মাঝখানে যে মেষশাবক রয়েছে তিনি তাদের ভোজন করাবেন এবং জীবন্ত ঝর্ণার দিকে নিয়ে যাবেন"–প্রকাশিত বাক্য ৭:১৭।

স্বর্গের আরেকটি দিক হল এখানে কোন কষ্ট নেই। এই জীবনে অনেক যন্ত্রণা ও কষ্ট আছে। কিন্তু স্বর্গে, আমাদের বলা হয়েছে; "ঈশ্বর তাদের চোখ থেকে সমস্ত অশ্রু মুছে দেবেন; আর সেখানে আর কোন মৃত্যু, দুঃখ বা কান্না থাকবে না, আর কোন বেদনা থাকবে না: কারণ আগের জিনিসগুলো শেষ হয়ে গেছে"–প্রকাশিত বাক্য ২১:৪। এই জীবনকে কান্নার আবরণ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। আমরা এটিতে কান্নার সঙ্গেই প্রবেশ, আর প্রায়ই কান্নার সঙ্গেই এটি ছারি। শারীরিক যন্ত্রণার জন্য, মানসিক-যৌক্তিক ব্যথার জন্য, আমাদের চারপাশের লোকদের নির্দয়তার জন্য, দুঃখের কারণে এবং শোকের কারণে কান্না জীবনে থেকে যায়। কিন্তু স্বর্গে, ঈশ্বর সমস্ত চোখের জল মুছে দেবেন। পাপের জন্য দুঃখে অনেক অশ্রু ঝরেছে, কিন্তু এখন আমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলা হয়েছে, আমরা আর কখনও পাপ করব না, তাই আনন্দের সাথে, আমরা গান করি; "যিনি আমাদের ভালবাসেন এবং তাঁর নিজের রক্তে আমাদের পাপ থেকে ধুয়ে দিয়েছেন" –প্রকাশিত বাক্য ১:৫।

আর মৃত্যু হবে না। এটি পাপের কারণে মানবজাতির উপর আসা অভিশাপের একটি বিশাল অংশ; "তুমি ধূলি এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে"–আদিপুস্তক ৩:১৯। বার্ধক্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল যখন আদম পাপ করেছিলেন। মানুষ সব ধরনের ভয়ংকর রোগ-ব্যাধির শিকার হয়েছিল। প্রাচীন বিশ্বে, কুষ্ঠরোগ ভয়ঙ্কর ছিল; আজ, এটা ক্যান্সার। কিন্তু স্বর্গে কোন অসুখ নেই, দুর্বলতা নেই, অক্ষমতা নেই। এই পৃথিবীতে যা কিছু মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় তা দূর করা হয়েছে। আর কষ্ট হবে না। এটা কি আশ্চর্যজনক সত্য। কিছু ধার্মিক মানুষ এই জীবনে অনেক ব্যথা এবং দুর্বলতার মধ্যে দিয়ে যান এবং অক্ষমতার সাথে দীর্ঘ সংগ্রাম করেন। মানসিক রোগের ভয়ানক যন্ত্রণা, বিষন্নতা ও দুশ্চিন্তার অন্ধকার অনেকেই অভিজ্ঞতা করেন। এই আগের জিনিসগুলি এখন চলে গেছে এবং আর কোন অভিশাপ থাকবে না–প্রকাশিত বাক্য ২১:৪।

ঈশ্বরের সন্তানেরা স্বর্গ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়গুলির জন্য অপেক্ষা করে তা হল পাপের সমাপ্তি। আমরা পাপকে ঘৃণা করি এবং পাপ আমাদের জন্য অনেক দুঃখ নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে; "... তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে, তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে"–প্রকাশিত বাক্য ২২:৩-৪। কারণ আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি, আমরা পাপকে ঘৃণা করি। আমরা ক্রমাগত প্রলোভনের বিরুদ্ধে, জগত, মাংস এবং শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। যখন আমাদের মনপরিবর্তন হয়, তখন আমরা আমাদের মালিক রূপে যে পাপকে আমরা ধরে রেখেছিলাম তার প্রতি মরে যাই। এটি আর আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে না–রোমীয় ৬:১৪; কিন্তু এটি এখনও আমাদের ক্রমাগত বিরক্ত করে। যতক্ষণ আমরা এই পৃথিবীতে আছি, পাপ, দুঃখজনকভাবে, অতি সহজ বলে মনে হয়। আমরা ক্রোধ, লালসা, লোভ, কপটতা, অহংকার, মূর্তি দ্বারা বিপর্যস্ত হয়ে থাকি। যত্ন এবং আনন্দ সহজেই আমাদের কাছে দেবতা বা প্রতিমা হয়ে ওঠে। আমরা নিখুঁতভাবে পবিত্র এবং ঈশ্বরের কাছে আনন্দদায়ক হতে আকাঙ্ক্ষা করি এবং এমন একটি স্বর্গের অপেক্ষায় থাকা চমৎকার, যেখানে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে সিংহাসনে আছেন এবং স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আমাদের প্রভুর অধীনস্থ।

সৌভাগ্যক্রমে, স্বর্গে, কোন শয়তান নেই। শয়তান ও তার মন্দ দূতদেরকে নীচের গর্তে আটকে রাখা হবে। অধার্মিক দুনিয়াকেও নরকে নিক্ষেপ করা হবে। মাংস বা শারীরিক অভিলাষা স্বর্গে প্রবেশ করবে না। সেখানে অশুচি কিছু থাকবে না। আমাদের পাপপূর্ণ চিন্তাভাবনা এবং লালসাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা আমাদের জন্য আজ কত কঠিন,

কিন্তু স্বর্গে, এটি অতীতের একটি জিনিস হবে। আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা হল বিভ্রান্তি ছাড়াই ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং অহংকারে অনুপ্রবেশ না করে তাঁর সেবা করা। আমরা তাঁর মতো হতে চাই এবং একদিন শীঘ্রই, আমরা তাঁর মতো হব, আমাদের কপালে তাঁর নাম লেখা থাকবে।

সেখানে কোন রাত নেই। প্রকাশিত বাক্য ২২:৫ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে সেখানে কোন রাত থাকবে না। স্বর্গে কোন অন্ধকার থাকবে না এবং অন্ধকারের কোন কাজ হবে না; "ঈশ্বর জোতি্য এবং তাঁর মধ্যে কোন অন্ধকার নেই" –১ যোহন ১:৫। সেখানে কোনো সূর্য বা চন্দ্র থাকবে না–এই সকলের কোনো প্রয়োজন নেই; "এবং নগর আলোকিত করার জন্য সূর্যের কোনো প্রয়োজন ছিল না, চাঁদেরও দরকার ছিল না; কারণ ঈশ্বরের মহিমা এটিকে আলোকিত করেছে এবং মেষশাবক হলেন এর আলো। আর তাদের মধ্যে যারা পরিত্রাণ পেয়েছে তারা এর আলোতে চলবে; পৃথিবীর রাজারা তাদের গৌরব ও সম্মান এতে নিয়ে আসবে"–প্রকাশিত বাক্য ২১:২৩-২৪। নরক হল বাইরের অন্ধকার এবং "অন্ধকার চিরকালের অন্ধকার"–যিহূদা ১২। কিন্তু স্বর্গ আলোয় পরিপূর্ণ। রাত হল ক্লান্তির সময়, কিন্তু স্বর্গে কোন ক্লান্তি বা চিন্তা থাকবে না। রাত হল সেই সময় যখন চোর-ডাকাতরা তাদের কাজ করে, কিন্তু স্বর্গে কোন অপরাধী থাকবে না। বন্য প্রাণী অন্ধকারে শিকার করে, কিন্তু স্বর্গে ভয় পাওয়ার কিছু থাকবে না। রাত হল ভয়ের সময়, কিন্তু স্বর্গে কোন ভয় থাকবে না। অন্ধকারের রাজপুত্র রাতে আক্রমণ করে, আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, উদ্বেগের তরঙ্গ নিয়ে আসে, কিন্তু সেখানে রাত হবে না। রাত, সময়ে সময়ে, কান্নার সময়ও হতে পারে, "কিন্তু আনন্দ সকালে আসে"–গীতসংহিতা ৩০:৫। স্বর্গ হবে এক অনন্ত আনন্দের সকাল।

আর সমুদ্র নেই। প্রেরিত যোহন বলেন; "আর কোন সমুদ্র থাকবে না"–প্রকাশিত বাক্য ২১:১ পদ। এটি প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক। আমাদের মধ্যে অনেকেই সমুদ্রের ধারে যাওয়া, পাহাড়, পাথর, বালুকাময় সৈকত উপভোগ করি। আমরা সমুদ্রে যাত্রা করতে, সমুদ্রে মাছ ধরতে, এর মনোরম সৌন্দর্য দেখতে পছন্দ করি, তা শান্ত হোক বা ঝড় পূর্ণ হোক না কেন। কিন্তু যোহনের জন্য, সমুদ্রের অর্থ ছিল ভিন্ন কিছু–সমুদ্র মানে কারাবাস। তিনি আমাদের বলেন যে তিনি বন্দী হিসাবে পাটম্ দ্বীপে ছিলেন; "ঈশ্বরের বাক্য এবং যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্যের জন্য"–প্রকাশিত বাক্য ১:৯ পদ। তিনি দ্বীপের তীরে দাঁড়াবেন, তাঁর দ্বীপ হল কারাগার এবং মূল ভূখণ্ডের দিকে তাকান, তাঁর প্রিয় ইফিষিয়ের দিকে, আর তাঁর খ্রীষ্টীয় ভাই ও বোনদের কথা ভাবেন, আর তাদের সাথে সহভাগিতা করতে চান এবং তাদের পরিচর্যা করতে চান, কিন্তু সমুদ্র তাঁকে মণ্ডলী থেকে আলাদা করে দেয়। তিনি সেই দিনের অপেক্ষায় ছিলেন যেদিন আর সমুদ্র থাকবে না, সহকর্মী খ্রিস্টানদের থেকে আর বিচ্ছিন্নতা থাকবে না, কিন্তু চিরকালের জন্য ঐক্য ও সহভাগিতা থাকবে না। অন্যরা, সমুদ্রের দিকে তাকালে তারা ঝড়ের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনের কথা ভাবে। প্রেরিত পৌল নিজে অন্তত চারবার জাহাজ ডুবার শিকার হয়েছিলেন। একবার, তিনি এক রাত ও একটি দিন গভীর সমুদ্রে সংঘর্ষের মধ্যে কাটিয়েছিলেন–২ করিন্থীয় ১১:২৫। আর সেই পত্রটি লেখার পরে, তিনি একটি ভয়ঙ্কর ঝড়ের পরে আরেকটি জাহাজ ধ্বংসের শিকার হন এবং প্রার্থনার উত্তরে তিনি মাল্টায় অবতরণ করেন। সমুদ্রে কত তরুণ প্রাণ হারিয়েছে? কিন্তু সমুদ্র তার মধ্যে থাকা মৃতদের ছেড়ে দেবে–প্রকাশিত বাক্য ২০:১৩। আর এখন সমুদ্র থাকবে না।

সেই নগরের গৌরব। প্রকাশিত বাক্য ২১-এ, সেই নগরী, নতুন জেরুশালেমের একটি দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। এটি একটি মহান নগরী–প্রকাশিত বাক্য ২১:১০ পদ এবং এটি খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা সংরক্ষিত অসংখ্য জনতার জন্য প্রয়োজনীয়। অব্রাহামকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে তাঁর সন্তানরা হবে স্বর্গের তারার মতো এবং সমুদ্রের ধারে বালির মতো। একটি মহান নগরী। এটি একটি পবিত্র নগরী; (১০ পদ)। কোনকিছুই পাপযুক্ত স্বর্গে প্রবেশ করবে না; "আর অপবিত্র কিছু অথবা ঘৃণ্যকারী ও মিথ্যাকারী কেহ কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না; কেবল মেষশাবকের জীবন পুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত আছে, তাহারাই প্রবেশ করিবে"–প্রকাশিত বাক্য ২১:২৭। এটি আরও বলা হয়েছে যে বাইরে থাকিবে "কুকুর, যাদুকর এবং ব্যভিচারী, এবং খুনি, এবং মূর্তিপূজক, এবং যে এইসকলকে ভালবাসে এবং মিথ্যা বলে"–প্রকাশিত বাক্য ২২:১৫ পদ। স্বর্গে একমাত্র তারাই প্রবেশ করবে যারা খ্রীষ্টের রক্তে ধৌত হয়েছে, ন্যায্য এবং পবিত্র হয়েছে; "এরা তারা যারা মহাক্লেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং তাদের পোশাক ধুয়েছে এবং মেষশাবকের রক্তে তা শুভ্র করেছে। সেইজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে থাকে এবং তাঁর মন্দিরে দিনরাত তাঁর সেবা করে এবং যিনি সিংহাসনে বসে থাকেন তাদের মধ্যে বাস করবে। তারা আর ক্ষুধার্ত হবে না, পিপাসাও তাদের পাবে না; তাদের উপর সূর্যের আলোও পড়বে না, তাপও থাকবে না"–প্রকাশিত বাক্য ৭:১৪-১৬। নতুন জেরুশালেমে ঈশ্বরের মহিমা রয়েছে এবং প্রতীকীভাবে, এটি "মূল্যবান জ্যাস্পার পাথরের মতো,

স্ফটিকের মতো পরিষ্কার"–প্রকাশিত বাক্য ২১:১১। স্বর্গ অলঙ্কার দিয়ে তৈরি। দরজাগুলো মুক্তোর, আর রাস্তাগুলো সোনার। আমাদের বলা হয় যে এটি সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস দিয়ে তৈরি যা আমরা এখন জানি না। স্বর্ণ, যার জন্য অনেকে তাদের আত্মা বিক্রি করে, স্বর্গে আমাদের পায়ের নীচে ধুলোর মতোই সাধারণ হয়ে যাবে। প্রাচীরটি হবে বিরাট এবং উঁচু, কারণ এটি একটি মহান নগর। চারদিকে মুখ করে বারোটি দরজা রয়েছে। এই দরজাগুলি খোলা, যারা সুসমাচার গ্রহণ করবে এবং আসবে তাদের স্বাগত জানাবে। কিন্তু সুসমাচার অবশ্যই এই জীবনে গ্রহণ করতে হবে, কারণ "মানুষের জন্য একবার মৃত্যু ও তৎপরে বিচার নিরূপিত আছে"–ইব্রীয় ৯:২৭। একবার মৃত্যু এসে গেলে দ্বিতীয় সুযোগ নেই। মৃত্যু অবিলম্বে বিচার দ্বারা দেওয়া হয়।

শহরের দেয়ালে বারোটি ভিত্তি রয়েছে, যার মধ্যে বারোজন প্রেরিতের নাম লেখা আছে। মণ্ডলী "প্রেরিত ও ভাববাদীদের ভিত্তির উপর নির্মিত, যীশু খ্রীষ্ট নিজেই তাঁর কোণার প্রধান প্রস্তর"–ইফিষীয় ২:২০। মণ্ডলীকে সংগঠিত করতে এবং তার সত্য প্রকাশে প্রেরিতদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। শহরের পরিপূর্ণতা আরও জোর দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এটি একটি ঘনক। এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সমান। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা বারো হাজার হাত। বারো নম্বরটি তাৎপর্যপূর্ণ। এটি তিন গুণ চার–তিনটি ত্রিত্বের জন্য এবং চারটি পৃথিবীর চার কোণের জন্য। হাজার দ্বারা গুণিত, যা এর মহত্ত্বের উপর জোর দেয়। তাই আমাদের এখানে ত্রিত্ব ঈশ্বর পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য কাজ করছে। ভিন্ন ভিত্তিমূল ভিন্ন মূল্যবান পাথরের নির্মিত এবং তাই এগুলি সত্যিই অদ্ভুদ।

তখন আমাদের বলা হয় যে সেখানে কোনো মন্দির ছিল না। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের লোকেদের কাছে মন্দির এবং মণ্ডলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আমরা অবাক হয়েছি যে নতুন জেরুসালেমে কোন মন্দির নেই। কিন্তু আমাদের যা মনে রাখতে হবে তা হল সবই একটি মন্দির। অনেকে এদন উদ্যানকে একটি মন্দিরের সাথে তুলনা করা হয়েছে, তবে স্বর্গ আর কতইনা মন্দিরের মত হবে। ঈশ্বর এবং মেষশাবকের সিংহাসন হবে কেন্দ্রীয় বিষয়। সমস্ত বাসিন্দাদের সিংহাসনের চারপাশে অবস্থিত বলে চিত্রিত করা হয়েছে। আমরা স্বর্গে যোহনের প্রথম দর্শনের কথা মনে করি; "আমি তখনই আত্মাবিষ্ট হইলাম; আর দেখ, স্বর্গে এক সিংহাসন স্থাপিত, সেই সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন। যিনি বসিয়া আছেন, তিনি দেখিতে সূর্য্যকান্তের ও সার্দ্দীয় মণির তুল্য; আর সেই সিংহাসনের চারিদিকে মেঘধনুক, তাহা দেখিতে মরকত মণির তুল্য। আর সেই সিংহাসনের চারিদিকে চব্বিশটী সিংহাসন আছে, সেই সকল সিংহাসনে চব্বিশ জন প্রাচীন বসিয়া আছেন, তাঁহারা শুক্লবস্ত্রপরিহিত এবং তাঁহাদের মস্তকের উপরে সুবর্ণ মুকুট।"–প্রকাশিত বাক্য ৪:২-৩। চব্বিশজন প্রাচীনরা পুরাতন নিয়মের মণ্ডলী এবং নতুন নিয়মের মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করে। তারপরে আমাদের উপাসনার সম্পর্কে কিছু বিষয় বলা হয়; "যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে ঐ চব্বিশ জন প্রাচীন প্রণিপাত করিবেন, এবং যিনি যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে জীবন্ত, তাঁহার ভজনা করিবেন, আর আপন আপন মুকুট সিংহাসনের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিবেন, 'হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা তুমিই সকলের সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে।" (১০-১১ পদ)। "সিংহাসনের সামনে যে চারটি জীবন্ত প্রাণী ছিল তারা দিনরাত বলে বিশ্রাম নেয় না, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, প্রভু ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, যিনি ছিলেন, আছেন এবং আছেন এবং আসছেন" (৪ পদ)। জাতির মহিমা প্রণাম রাজা যীশুর পায়ের কাছে: "আর জাতিগণের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য তাঁহার মধ্যে আনীত"–প্রকাশিত বাক্য ২১:২৬।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা হয়, আমরা কি স্বর্গে একে অপরকে চিনব? এটা খুব অদ্ভুত মনে হবে যদি আমরা না চিনতে পারি। নিঃসন্দেহে, আমরা এখনকার চেয়ে বেশি অজ্ঞ হব না। মোশি এবং এলিয়া যখন রূপান্তরীত পর্বতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তারা কে তা বলে চিহ্নিত করার জন্য শিষ্যদের কাছে কোনো ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না। স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ধনী ব্যক্তি, পিতা অব্রাহামকে চিনেছিলেন। যাইহোক, যীশু স্পষ্ট করেন যে পারিবারিক সম্পর্ক পৃথিবীতে যেমন আছে তেমন থাকবে না। সদ্দূকী প্রভুকে এমন এক মহিলার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল যার একের পরে এক মারা যাওয়াতে তার সাতজন স্বামী হয়েছিল। তারা প্রভুকে জিজ্ঞেস করেছিল যে এই মহিলা স্বর্গে কার স্ত্রী হবে? যীশু স্পষ্টভাবে বলেছেন যে সাদ্দূকীরা শাস্ত্র না জেনে ভুল করে; "কেননা পুনরুত্থানে তারা বিয়ে করে না, আর বিয়ে দেয়না, কিন্তু তারা স্বর্গদূতের মতো, কিন্তু স্বর্গে ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের মতো থাকে"–মথি ২২:৩০। সেখানে পারিবারিক কোন দল থাকবে না, স্বর্গে বিশেষ দল বা চক্র বা সম্প্রদায় থাকবে না। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান হবে এবং সকলেই একে অপরের প্রতি নিখুঁত ভালবাসায় একত্রিত হবে। তাহলে আমরা আমাদের প্রিয়জনকে নরকে কীভাবে দেখব? এটি এমন একটি প্রশ্ন যা অনেককে বিভ্রান্ত করে। একটি শিশু, বা স্ত্রী, বা পিতামাতা, ভাইবোন, বা

বন্ধুর নরকে শেষ হওয়ার চিন্তা আমাদের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। আমরা আমাদের বন্ধু এবং পরিবারকে ভালবাসি এবং তাদের কষ্ট দেখতে ঘৃণা করি। আমাদের কাছে মূল্যবান কারো হারিয়ে যাওয়া কি আমাদের স্বর্গের সুখকে নষ্ট করবে? আমাদের যা বুঝতে হবে তা হল কোন কিছুই স্বর্গকে বা স্বর্গের সুখ নষ্ট করবে না। বিচারের দিন দুষ্টদের দুষ্টতা এবং ঈশ্বরের ন্যায়বিচার প্রদর্শন করবে। এই জীবনে, আমরা পাপের মন্দ সম্পর্কে খুব কমই বুঝতে পারি এবং বিশেষ করে, সুসমাচারের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করা বা এমনকি উপেক্ষা করা কতটা ভুল, সেই বিষয়েও আমরা বুঝতে পারি না। খ্রীষ্ট আমাদের বাঁচানোর জন্য অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং আমাদের সকলকে পরিত্রাণ প্রদান করেছেন। খ্রীষ্টকে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাঁর রক্তকে পদদলিত করা মহান শাস্তির দাবিদার। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রথম এবং সর্বাগ্রে, মানে আমরা তাঁর বিচার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করব।

আরও একটি প্রশ্ন, স্বর্গে আমাদের পেশা কী হবে? কেউ কেউ মনে করেন যে আমাদের পেশাগুলি এই জীবনে যা আছে তার অনুরূপ হবে, কিন্তু পাপ ছাড়াই। আমরা এসব বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি না। অবশ্যই, আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করব এবং ধন্যবাদ দেব। আমরা কি বিরক্ত হয়ে উঠবো? অবশ্যই না। ঈশ্বর জানেন কোনটি সবচেয়ে ভালো এবং তিনি স্বর্গে সিদ্ধান্ত নেবেন যে কী তাঁর লোকেদের জন্য উপযুক্ত এবং তাদের সম্পূর্ণ সুখী করে। এইসবের মধ্যে কেন্দ্রীয় বিষয় হবে আমাদের প্রভুর আরাধনা।

ঠিক যেমন নরকে, বিশেষাধিকার এবং পাপ অনুসারে শাস্তিগুলি পরিবর্তিত হয়, তেমনি স্বর্গে পুরষ্কারগুলি বিশ্বস্ততা, ত্রাণকর্তার প্রতি ভালবাসা, মনীবের জন্য পরিশ্রম এবং এখানে জীবনের পবিত্রতা অনুসারে সেগুলি পরিবর্তিত হবে, তবে সকলেই সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হবে। ঈশ্বর অসীম মহান এবং তাই, তিনি স্বর্গের একটি কেন্দ্রীয় অংশ হবেন, আর আমাদের পেশা হবে আরও বেশি করে ঈশ্বরকে আবৃত করা, ঈশ্বরকে বোঝা, ঈশ্বরকে দেখা, তাঁকে অধ্যয়ন করা এবং আমরা যখন তাঁকে অধ্যয়ন করি, সেই অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা করা।

স্বর্গকে মেষশাবকের বিবাহের নৈশভোজ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নববধূ নিজেকে প্রস্তুত করেছে এবং "তিনি সূচীশিল্পিত বস্ত্র পরিয়া রাজার নিকটে আনীতা হইবেন, তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সহচরী কুমারীদিগকে তোমার নিকটে লওয়া যাইবে। তাহারা আনন্দে ও উল্লাসে আনীতা হইবে, তাহারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিবে।"–গীতসংহিতা ৪৫:১৪-১৫। সূঁচের পোশাক সাধুদের পবিত্রতাকে প্রকাশ করে। মণ্ডলী চিরকালের জন্য খ্রীষ্টের সাথে বিবাহিত হবে এবং অনন্তকাল ধরে তাঁর সঙ্গ উপভোগ করবে। "কারণ সিংহাসনের মধ্যস্থিত মেষশাবক ইহাদিগকে পালন করিবেন, এবং জীবন-জলের উনুইয়ের নিকটে গমন করাইবেন, আর ঈশ্বর ইহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন"–প্রকাশিত বাক্য ৭:১৭। এটি হবে চিরতরে খ্রীষ্টের জন্য এক প্রেমের উৎসব। আমেন।